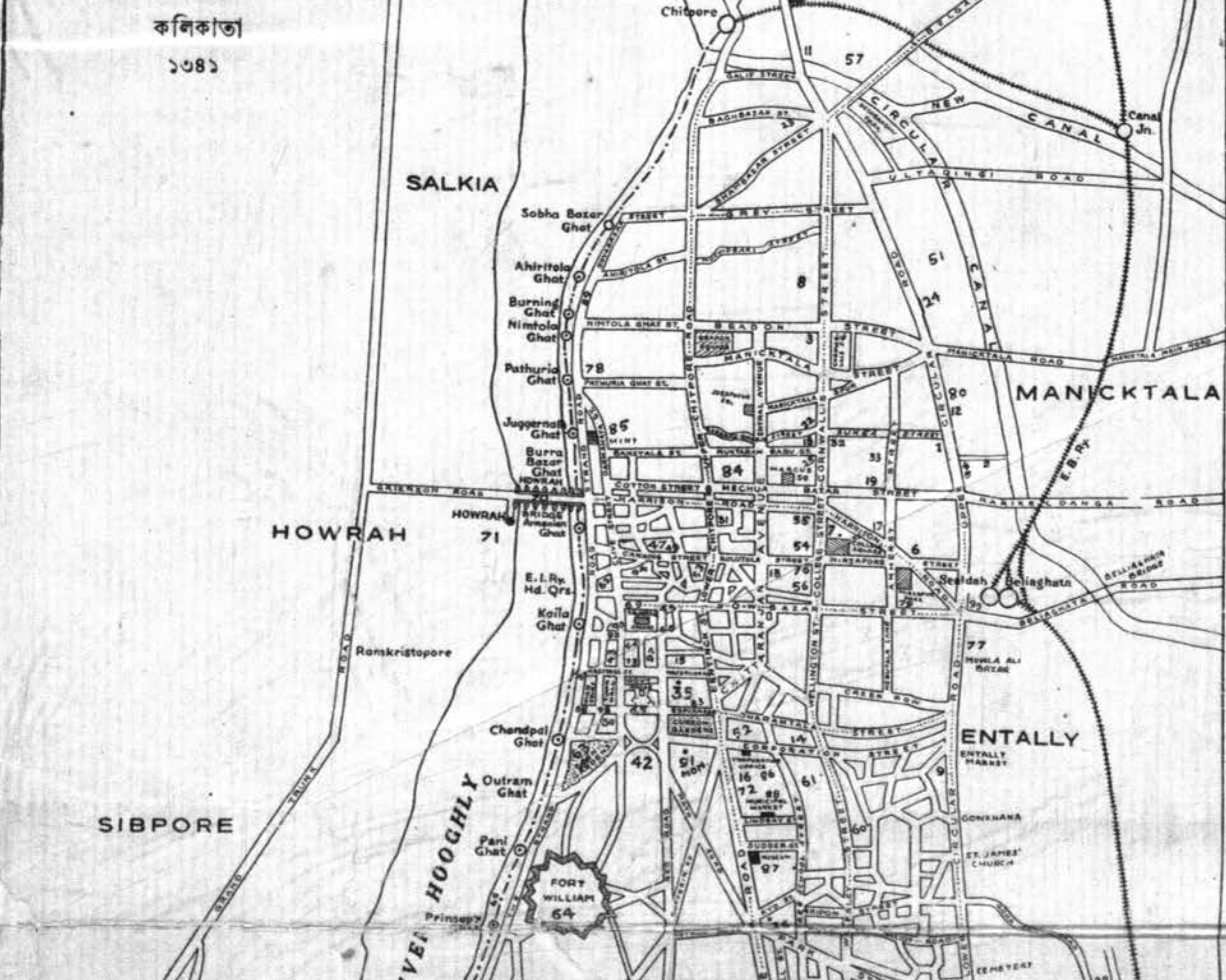
কলিকাতা পরিচয়

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন
কলিকাতা

১৩৪১

মূল্য এক টাকা মাত্র

বাঁধাই পাঁচ সিকা



6. সম্মোজনলিনী মহিলা সমিতি
7. এলবার্ট হল
8. বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়
9. সওকাৎ বালিকা বিদ্যালয়
10. চিত্তরঞ্জন সেবাসদন
11. বেলগেছিয়া হাসপাতাল
12. কলিকাতা মেডিকাল স্কুল
13. ট্রপিকাল মেডিকাল স্কুল
14. গভর্ণমেণ্ট শিল্প শিক্ষালয়
15. গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেল
16. গ্রাণ্ড হোটেল
17. কলিকাতা হোটেল
18. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
19. নববিধান সমাজ ও কেশবমন্দির
20 চিত্তরঞ্জন সমাধি ও কেওড়াতলার শ্মশান
21. চৈত্যবিহার-মহাবোধি সমিতি
22. আর্য্য সমাজ
23. গৌড়ীয় মঠ
24. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ
25 কলেজ ষ্ট্রীট বাজার
26 ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
27. নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান
28. চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল
29. গোখেল মেমোরিয়েল বালিকাবিদ্যালয়
30. বঙ্গীয় আইন সভাগৃহ
31. নাখোদা মসজিদ
32. নারী সমবায় ভাণ্ডার
33. মাড়োয়ারী হাসপাতাল
34. [illegible]
35. আমেরিকান কন্সাল অফিস
36. এসিয়াটিক সোসাইটী
37. বৃদ্ধ বট-বৃক্ষ, বোটানিক্যাল গার্ডেন
38. বেলভেডিয়ার
39. বি. এন্. রেলের প্রধান অফিস
40. অন্ধকূপ হত্যা স্মৃতি
41. বোটানিকাল উদ্যান, শিবপুর
42. মহাযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ
43 জব চার্ণক কবর
44. বাণিজ্য-বিষয়ক সরকারী গ্রন্থাগার
45. টমাস্ কুক অফিস্
46 কাছারী
47. আর্মেনীয়দের গির্জ্জা
48. গ্রীকদের গির্জ্জা
49. ইহুদীদের উপাসনালয়
50. কালীমন্দির, কালীঘাট
51. পরেশনাথ মন্দির
52. টিপুসুলতান—ধর্ম্মতলা মসজিদ
53. পার্সী অগ্নি মন্দির
54 সিনেট হাউস্
55. প্রেসিডেন্সী কলেজ
56. মেডিক্যাল কলেজ
57. কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজ
58 সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ
59. শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ
60 মাদ্রাসা
61. ইসলামিয়া কলেজ
62. ই. আই. রেলের প্রধান অফিস
69. হলওয়েল মনুমেণ্ট
70. হাবড়ার পুল
71. হাবড়ার রেল ষ্টেশন
72. কন্টিনেণ্টাল হোটেল
73. স্পেন্সাস হোটেল
74. লর্ডস্ হোটেল
80. কুষ্ঠ হাসপাতাল
81. পাগলা হাসপাতাল
82. ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক
83 ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী
84. রাজেন্দ্র মল্লিক প্রাসাদ
85. টাকশাল
91. অক্টারলনী মনুমেণ্ট
92. জেনারেল পোষ্ট অফিস
93. ঘোড়দৌড়-মাঠ
94. রয়েল এক্সচেঞ্জ
95. শিয়ালদহ ষ্টেশন
96. টালার জলের ট্যাঙ্ক

কলিকাতা পরিচয়

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন
কলিকাতা

১৩৪১

প্রকাশক
শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ
৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ভূমিকা

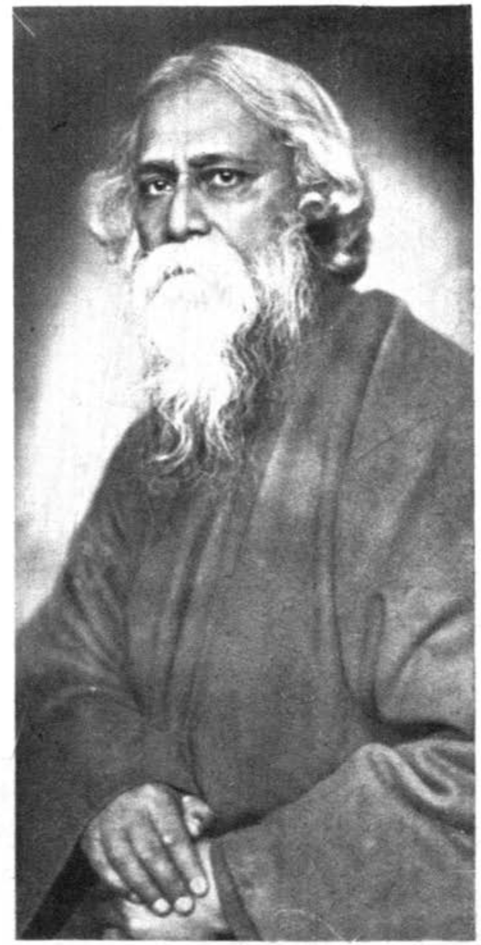
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এই পুস্তকখানি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন এবং অনেকগুলি ছবির ব্লকও তিনি দিয়াছেন। ইহার জন্য সমিতি তাঁহার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ। শেঠ-মহাশয়ের সম্মতিঅনুসারে তাঁহার পাণ্ডুলিপিটির স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ইহা করিয়া দিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষও কতকগুলি ব্লক দিয়াছেন। কলিকাতার মানচিত্রটি নিখিল ভারত মহিলা কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার ব্লকটি এই পুস্তকের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের সকলের নিকট অভ্যর্থনা-সমিতি কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তকখানি কলিকাতার এবং তাহার প্রসিদ্ধ নাগরিকগণের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। যথেষ্ট সময় পাইলে এবং পুস্তক যথেষ্ট বৃহদায়তন করিতে পারিলে গ্রন্থকার ইহা পূর্ণতর করিতে পারিতেন। ইহাতে যে-সব অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি লক্ষিত হইবে, তাহার জন্য সময়ের অল্পতা ও পুস্তকের আয়তন বহু পরিমাণে দায়ী। পাঠকগণ দয়া করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

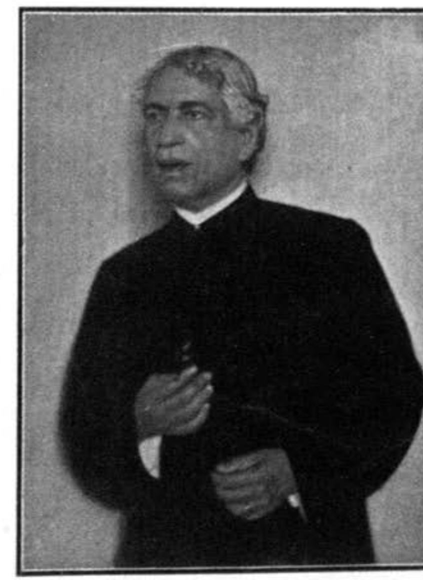
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।



আচার্য্য স্যার পি, সি, রায়
(প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবেন)

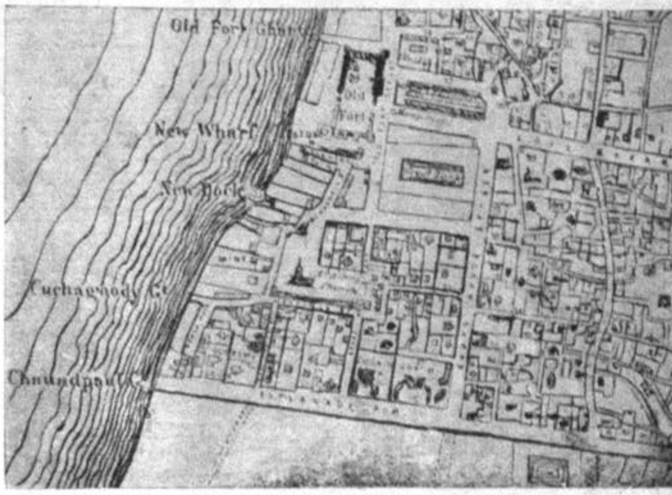


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন)



আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু
(বিজ্ঞানশাখা উদ্বোধন করিবেন)

সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের সমষ্টিকে কলিকাতা বলিয়া থাকে। গোবিন্দ দত্ত নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কালীঘাটের নিকট ভূমি খনন করিয়া বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। তিনিই কালীমাতার পূজা ও হোম করিয়া একটি মহাগ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতে অথবা এই স্থানের প্রাচীন অধিবাসী শেঠেদের প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতে ইহার নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে, এরূপ জনশ্রুতিও প্রচলিত।



আপজান্ কৃত ১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার নক্সা (৩)

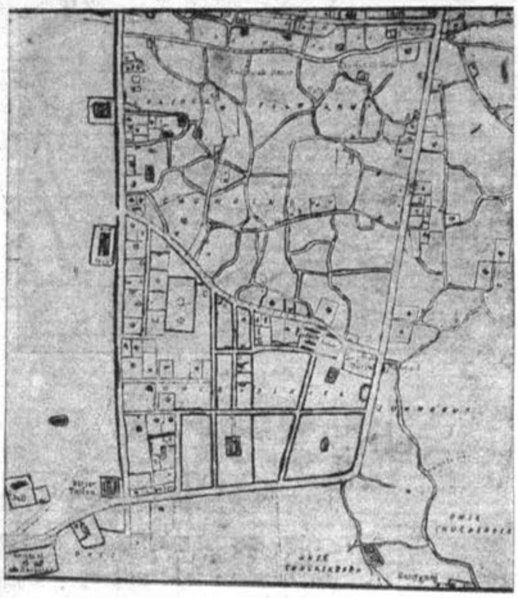
আর সুতানুটী নাম সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ : ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্ব্বে এই স্থানে পোর্ত্তুগীজরা আর্ম্মেণীয়দের অর্থসাহায্যে অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গে সূতা ও নটীর কাজ করিত। তাহা হইতে সুতানটী বা সুতানুটী নাম হইয়াছে। আবার, বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়-দিগের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামরায় ঠাকুরের "প্রসাদ" এক চন্দ্রাতপতলে বিতরিত হইত। চন্দ্রাতপের অপর নাম ছত্র, এই ছত্রতলে প্রসাদলুট অর্থাৎ বিতরণ হইত, উহা হইতে ছত্রলুট্ নাম হয় এবং তাহারই অপভ্রংশ সুতালুটী বা সুতানুটী, এরূপও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।



আপজান্ কৃত ১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার নক্সা (২)

সুতানুটী ও গোবিন্দপুর ছাড়া তিনটি গ্রামের সমষ্টিকে শুধু কলিকাতা নামে অভিহিত কেন করা হয় সে সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের জামাতা চার্লস্ আয়োরের সময়ে ১৭০০ সালের এপ্রেল মাস হইতে কলিকাতা নাম ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপারে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত ছিল বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। পোর্ত্তুগীজরা কালীকটে ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য সুরু করিয়া ঐ স্থানের দ্রব্য ভারতীয় দ্রব্য বলিয়া বহু মূল্যে বিক্রয় করিত। ইহা

জানিয়া সুতানুটীর আর্ম্মাণী বণিকগণ কলিকাতার নাম কালিকটরূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদের প্রেরিত মালপত্র চালান দিয়া বিশেষ লাভবান হইত। ইংরেজ-



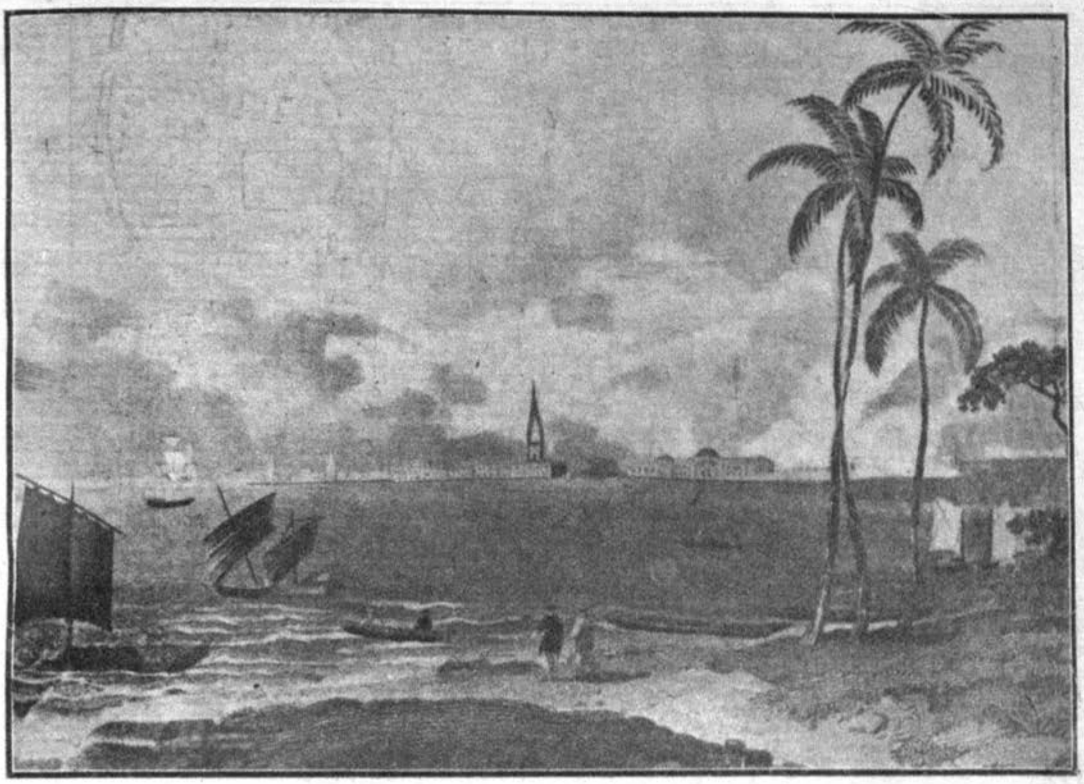
আপজান্ কৃত ১৭৫২-৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার নক্সা (১)

কোম্পানী ইহা জানিতে পারিয়া এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সেরেস্তায় কলিকাতার নাম পত্তন করেন।

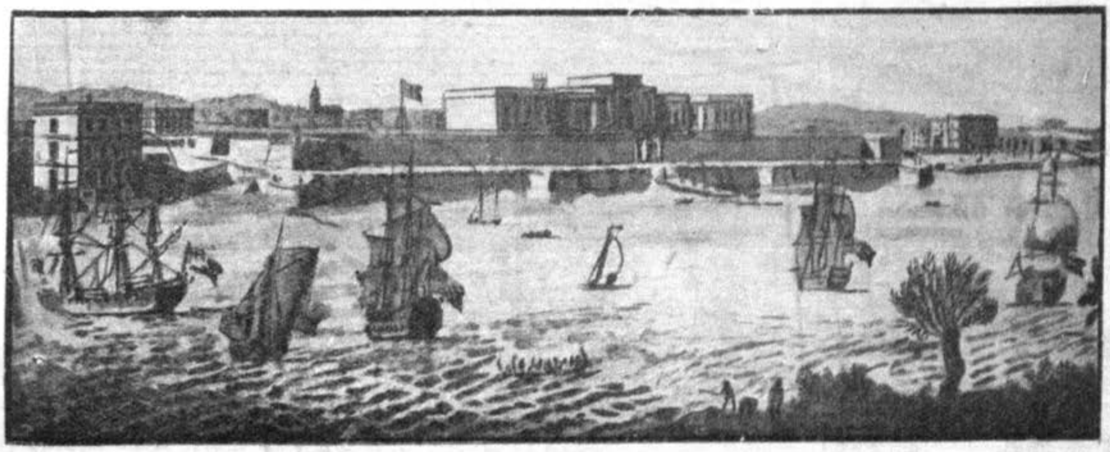
ইংরেজ আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে সুতানুটীতে দেশীয় ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কৃষিকার্য্য হইত। পোর্ত্তুগীজ এবং আর্ম্মেণীয়গণও ইংরেজদের পূর্ব্বে এখানে ব্যবসায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রাচীনতম অধিবাসী গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকরা সুতানুটীতে তখন সুতার হাট স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট জব্ চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহচরগণসহ চারিখানি বাণিজ্যপোতারোহণে সুতানুটীতে আসিয়া পৌঁছেন। ইহা তাঁহার তৃতীয়বারের আগমন। তিনিই এখানে প্রথম ইংরেজ-কুঠী স্থাপন করেন। তৎপরে কতিপয় বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্যপরিসর বিশেষরূপে বিস্তৃত হইলে, ১৬৯৮ সালে ১লা আগষ্ট আলমগীরের পৌত্র আজিম ওসমানের নিকট ১৬,০০০্ মূল্যে পূর্ব্বোক্ত গ্রাম তিনটি ক্রয় করা হয়। তখন উহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল মাত্র ছিল। তখন কোম্পানীকে মোগল-সরকারে খাজনা দিতে হইত ১২৮১॥০ টাকা।

ইংরেজ-কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কুঠী সুরক্ষিত করিবার আবশ্যকতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু নবাবের অনুমতি-অভাব বশতঃ অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে তাঁহারা শোভা সিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষ্য করিয়া ১৬৯৬ সালে তাঁহাদের কুঠী সুরক্ষিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, এবং পরবৎসরই মোগলরা যাহাতে বুঝিতে না পারে এরূপ আকারের কতকটা পণ্যাগারের মত দেখিতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে জেনারেল্ পোষ্ট অফিস্ ও কালেক্টরী অফিস্ আছে এই স্থানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরজেদের প্রতি রুষ্ট হইয়া ১৭৫৬ সালে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া কলিকাতা অধিকার করেন এবং সাত মাস যাবৎ উহা তাঁহার অধিকারে থাকে। এক বৎসর পরে লর্ড ক্লাইভ্ পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করিয়া গোবিন্দপুরে একটি নূতন দুর্গ স্থাপনের আয়োজন করেন এবং সেই সঙ্গে পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হয়। ১৭৭৩ সালে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয় এবং তদানীন্তন ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামে উহার নাম দেওয়া হয়।

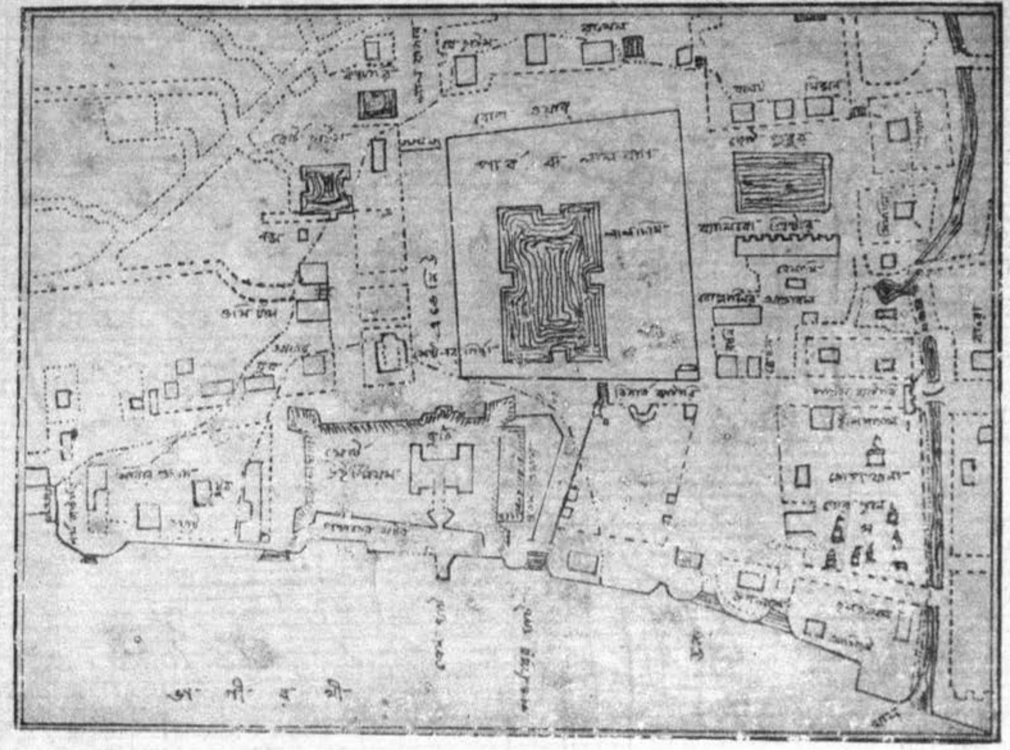
১৭০৬ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা মাদ্রাজ প্রদেশের অধীন ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ সাল পর্য্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় ইহা একটি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎপরে বিলাতের পার্লামেণ্টের আইন-অনুসারে বঙ্গপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা গভর্ণর-জেনারেল আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং সেই সঙ্গে মাদ্রাজ ও বোম্বাই ব্যতীত কোম্পানীর অধিকৃত ভারতের অপর স্থানগুলির শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৭৭৪ সালে সুপ্রীমকোর্ট নামে আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদ হইতে সরকারী খাজনাখানা কলিকাতায় আনয়ন করেন। এই সময়



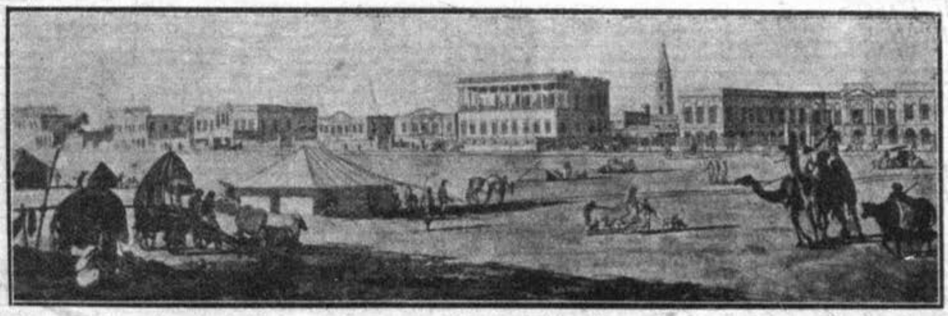
প্রাচীন কলিকাতা



পুরাতন দুর্গ ও গভর্ণরের বাটী



ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ও দুর্গসীমা প্রভৃতির নক্সা—১৭৫৩



সেকালের এস্‌প্লানেডের এক অংশ

হইতে ক্রমে কলিকাতা বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগর এবং ভারতের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়।

পূর্ব্বে গভর্ণর দুর্গমধ্যে বাস করিতেন। বর্ত্তমান লাটপ্রাসাদ লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সময় ১৮০৪ সালে নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৫ সাল হইতে ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের মূর্ত্তি ও নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়।

১৯১২ সালের ১লা এপ্রেল ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং তদবধি বাংলা হইতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র বঙ্গদেশটি একজন গভর্ণরের শাসনাধীন করা হয়। এখন কলিকাতা সরকারী হিসাবে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী। বোধ হয় অর্থ, বাণিজ্য-আড়ম্বর, লোকসংখ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইহা আজিও ভারতের অন্যান্য সকল শহরের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, দেবমন্দির, শিক্ষালয় প্রভৃতিতে ও সৌধসম্পদে কলিকাতা অতুলনীয়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাসম্ভব দেওয়া গেল। কীর্ত্তিমান্ বাঙালী যাঁহাদের কার্য্য, লীলা, কর্ম্ম, শিক্ষা, অধ্যবসায় দ্বারা কলিকাতা নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তালিকা যথাসম্ভব প্রদত্ত হইল।



এস্‌প্লানেড্‌ রো

কলিকাতার আয়তন—

কলিকাতা বলিতে গেলে সাধারণতঃ বৃহত্তর কলিকাতা ধরিতে হইবে। গঙ্গা বা ভাগীরথীর দুই কূলে ত্রিবেণী হইতে মেটীয়াব্রূজ পর্য্যন্ত বহু লোকজন, অট্টালিকাপূর্ণ শহর, শহরতলী ও গ্রাম লইয়া কলিকাতার প্রকাশ। এই স্থান দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মাইল ও গঙ্গার দুই কূলে এক মাইল হইতে দুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

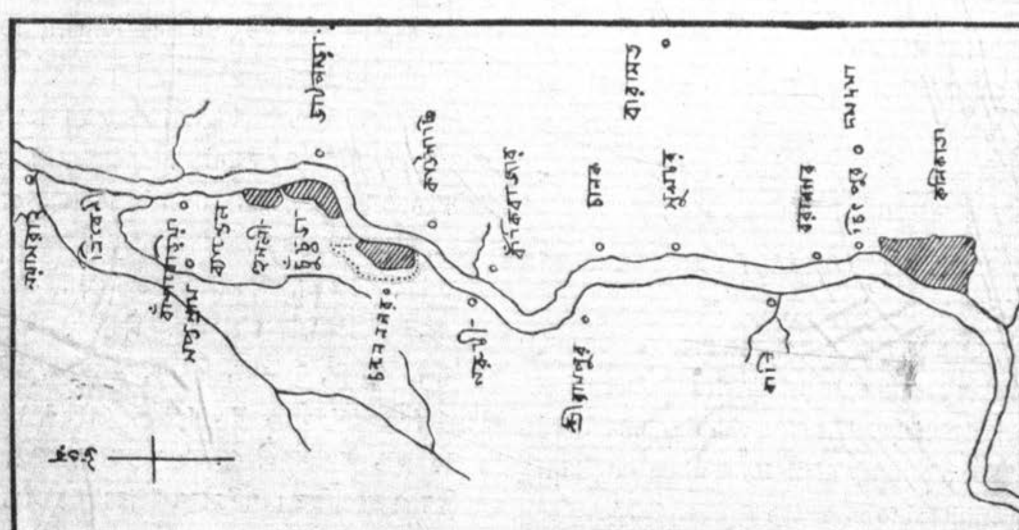
ষোড়শ শতাব্দীর সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির ধ্বংসের পরে এই সমস্ত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। *Journal of Geological Society of London*, vol. xix, 1863 লিখিত আছে, "For a century after 1634, when our ships were permitted to enter the Ganges, Satgong or Hoogly was the Port of Bengal and continued to be so still superseded by Calcutta." ১৭৫৭ সালে য়্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন ৬০টি বা ৬৪টি কামান সহিত তাঁহার রণপোতবাহিনী চন্দননগর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতা বন্দর সাগর হইতে প্রায় ৮৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখনও হুগলী বা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দিনে দুইবার গঙ্গার জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। বাংলার দক্ষিণাংশের মত কলিকাতা সাগর-চরের উপর গঠিত। ১৭০।৮০ ফুট খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, জমির স্তর বালুকা ও কঙ্করময়, সমুদ্রতল ভূমির মত (Census Report, 1901, vol. vii, pt. 13).

গঙ্গার পশ্চিম কূলে, ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর (বৃটিশ ও ফরাসী), ভদ্রেশ্বর, বদ্দিবাটী, শ্রীরামপুর, রিস্‌ড়া, কোন্নগর, বালী, উত্তরপাড়া, বেলুড়, সালিকা, হাবড়া, রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর ও পূর্ব্বকূলে হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী, কাঁকনাড়া, ভাটপাড়া, ইছাপুর, শ্যামনগর, মণিরামপুর, ব্যারাকপুর, টীটাগড়, খড়দাহ, পানিহাটী, এড়াদহ, বরানগর, চিৎপুর, কলিকাতা, মেটীয়াব্রুজ প্রভৃতি স্থান মন্দির, স্নানের ঘাট, সোপান, শ্মশান, বড় বড় কল, বাগানবাটী, পোস্তা, মালগুদাম, জেটী, ডক ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত। পশ্চিম কূলে টারমাকাডামে মণ্ডিত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও পূর্ব্বকূলে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড এই স্থানগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করিয়াছে।



হুগলী নদী—দশম শতাব্দীর নক্সা (বিপ্রদাস কৃত মনসা মঙ্গলে উল্লিখিত স্থানগুলি দেখান আছে)



রেনেলের প্রস্তুত হুগলী নদীর নক্সা

এ-অঞ্চল বাংলার গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভূর পদরজে রঞ্জিত হইয়াছিল। ইহা নানা সাধক, ভক্ত, কবি, সাহিত্যিক এবং কর্ম্মী বাঙালীর জন্ম ও কর্ম্ম স্থল।

আসল কলিকাতা বর্ত্তমানে কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, এন্টালী, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, আলিপুর, ভবানীপুর ও কালীঘাট লইয়া গঠিত, এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকাধীন। ইহার আয়তন ১৯,৪৯৩ একর জমি। ইহার পরিমাণ ৩০২ বর্গ মাইল। কলিকাতা কর্পোরেশনের এই এলাকা বত্রিশটি বিভাগে বা ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়া শাসিত হইতেছে। এই বত্রিশটি ওয়ার্ডের পয়ঃপ্রণালী, রাস্তা, গৃহ-নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থার ভার চারিটি ডিষ্ট্রিক্টের উপর ন্যস্ত। কলিকাতা কর্পোরেশনের হদ্দার মধ্যে ১১,৯৬,৭৩৪ জন লোক বাস করে। বোম্বাই শহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা ৩৫ হাজার বেশী।

ইহা ব্যতীত দুইটি সুবারবন্ মিউনিসিপালিটীর অধীনে ৬৩,৯৭৫ ও হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধীনে ২,২৪,৮৭৩ জন লোক বাস করে। ইহা লইয়া কলিকাতায় মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১৪,৮৫,৫৮২।

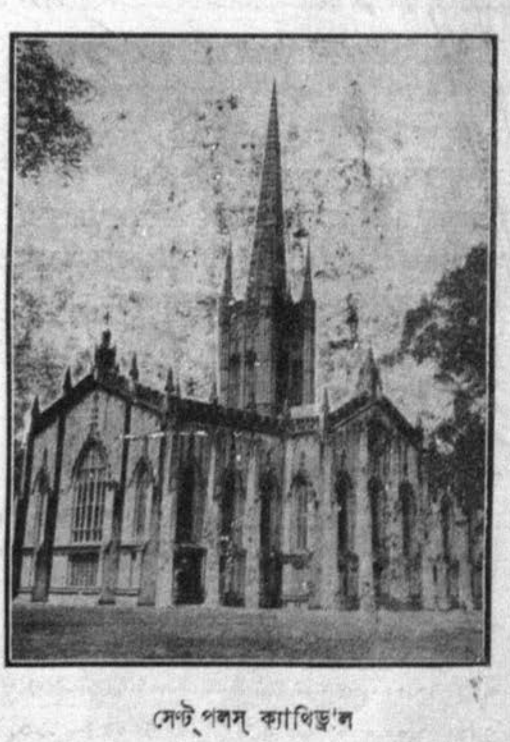
খাস কলিকাতায় প্রতি একারে ৫৮ জন ও শহরতলী লইয়া প্রতি একারে ৪২ জন লোক বাস করে।

কলিকাতার সৌধ-সম্পদ

কলিকাতা শহরে বাটীর সংখ্যা ২,১০,৬৮৬। অনেক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী ইহাকে City of Palaces আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা বড় বড় সৌধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেনটাইন ভ্রমণকালে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে,—"The Town of Calcutta is at present well-worthy of being the seat of our Indian Government both from its size, and from the Magnificent Buildings. The citadel of Fort William is fine work, but greatly too large for defence. The Esplanade leaves a grand openings on the edge of which is placed New Government House, erected by Lord Wellesley, a noble structure (built between years 1797 to 1803) * * * Chowringhee was an entire Village of Palaces, runs for a considerable length at right angles with it, and altogether forms a finest view I ever beheld in any city."

কলিকাতা ইহার পর আরও সমৃদ্ধিশালী, স্বাস্থ্যবান, সৌধ-সম্পদ, সাধারণ প্রতিষ্ঠান, সাধারণ অট্টালিকায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সৌধাবলীর মধ্যে অনেকগুলির চিহ্ন বিলোপ বা সংস্কৃত হইয়াছে, কতকগুলি আজিও সগৌরবে বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস তৈরি সুরু হয় ১৭৯৭ সালে ও শেষ হয় ১৮০৩ সালে। বর্ত্তমান টাউন হলটি আরম্ভ হয়



সেণ্ট্ পলস্ ক্যাথিড্র্যাল

১৮০৫ সালে ও শেষ হয় ১৮১৩ সালে। বিরজাতলার (চৌরঙ্গী ও সাকু‌র্লার রোডের মোড়ে) সেণ্ট্ পল ক্যাথিড্রালটির ১৮৩৯ সালে ভিত্তিস্থাপন হয় এবং ১৮৪৭ সালে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। রৌপ্য মুদ্রার টাকশালের বর্ত্তমান বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য ১৮৩১ সালে শেষ হয়, তাম্র মুদ্রার বাটীটি ১৮৬৫ সালে নির্ম্মিত হয়। ইডেন উদ্যান লর্ড অক্‌লাণ্ডের বিদূষী ভগ্নী মিস্ ইডেনের নামে ১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। এসিয়াটীক্ সোসাইটীর বর্ত্তমান বাটী (পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে) ১৮০৬ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়মের বৃহৎ ডালহৌসী ব্যারাক, কুইন্‌স ব্যারাক ইত্যাদি সৌধাবলী ১৭৭৩ ও ৭৪ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিউজিয়মের বর্ত্তমান বাটীর ভিত্তি স্থাপন ১১৮২ সালে হইয়াছিল। জেনারেল পোষ্ট অফিস ১৮৬৮ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাইটার্স বিল্ডিংস্ লালদীঘির উত্তরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন বাটী ১৭৮০ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ১৮২১ সালে বর্ত্তমান আকারে সুসংস্কৃত হয়। বেলভেডিয়ার প্রাসাদ ১৭৮০ সালে ক্রীত হইয়াছিল। ১৮৬২ সালে বর্ত্তমান হাইকোর্ট অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সিনেট হাউসটি ১৮৭৭ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজের বাটী ১৮৬০ সালে পার্ক ষ্ট্রীটে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিমতলা ষ্ট্রীটের ডাফ্ কলেজের সুবৃহৎ অট্টালিকা ১৮৪৩ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। লালদীঘির উত্তরে সংস্কৃত কলেজের বাটী ১৮২৪ সালে, লাউডন ষ্ট্রীটে লা মার্টিনার স্কুল-বাটী ১৮৩৬ সালে, সাকু‌র্লার রোডের বিশপ কলেজের সৌধ ১৮২০ সালে, মেটকাফ্ হল ১৮৪০ সালে নির্ম্মিত হয়। কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দিরটি ১৮০৯ সালে নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া বহু প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ, বহু বাসিন্দার বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতার প্রাচীন সৌধ-সম্পদ।

জনসংখ্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার জনসংখ্যা মাত্র ১০,০০০ দশ সহস্র ছিল। পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বর্ষে তাহা ১,০০,০০০ এক লক্ষে পরিণত হয়। ১৮৩১ সাল হইতে জনসংখ্যার হিসাব নিয়মিত ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে কলিকাতার জন-সংখ্যা কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই উপলব্ধি হইবে।

সাল	জনসংখ্যা
১৮৩১	২,২৯,৩৩৫
১৮৫০	৪,০০,০০০
১৮৭২	৬,৩˙,০০৯
১৮৮১	৮,২৯,১৯৭
১৮৯১	৯,৩২,৪৪১
১৯০১	১১,৪৫,৯৩৩
১৯১১	১২,৭২,২৭৯
১৯২১	১৩,২৭,৫৪৭
১৯৩১	১৪,৮৫,৫৮২

জনসংখ্যায় কলিকাতা নগরী সমগ্র বৃটীশ রাজত্বের নগরগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। লণ্ডননগরী জনসংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম। ভারতের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী নগরের জনসংখ্যা হইতে কলিকাতার জন-সম্পদ সম্যক উপলব্ধি করা যায়। খাস কলিকাতার জনসংখ্যা ১১,৯৬,৭৩৪।

বোম্বাই	১১,৬১,৩৮৩	রেঙ্গুন	৪,০০,৪১৮
মাদ্রাজ	৬,৪৭,২৩০	আহমদাবাদ	৩,১৩,৭৮৯
দিল্লী	৪,৪৭,৪৪২	লক্ষ্ণৌ	২,৭৪,৬৫৯
লাহোর	৪,২৯,৭৪৭	করাচী	২,৬৩,৫৬৫

খাস কলিকাতা শহরে পুরুষের সংখ্যা ৮,১৪,৯৪৮ ও নারীর সংখ্যা ৩,৮১,৭৮৬ মাত্র। শতকরা পুরুষে ৪৬টি নারী মাত্র। পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা এত কম হইবার প্রধান কারণ—কলিকাতায় কি বাঙালী, কি অবাঙালী বেশীর ভাগ লোক ব্যবসায় বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে বসবাস করে। অনেকের পক্ষে স্বল্প আয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া এ মহানগরীতে বাস করা অসম্ভব, তাই তাহাদের পরিবার-পরিজন পল্লীতে বাস করিতে বাধ্য।

কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৬৬৮ জনের (৯,৯৮,৬৫৬ বাংলায়) জন্ম, ৩১৮ জন

(৪,৪৬,৯২৬) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত, ও ১৪ জন ভারতের বাহিরের লোক।

কলিকাতার অধিবাসীরা নানা ধর্ম্মাবলম্বী। তথাপি হিন্দুর সংখ্যা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা হইতে খুব বেশী।

	মোট সংখ্যা	নারীর সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা শতকরা
হিন্দু	৮,২২,২৯৩	২,৭৪,৪৪৭	৬৮.৭
মুসলমান	৩,১১,১৫৫	৮১,৮৪৪	২৬.
খ্রীষ্টান (দেশীয়)	১৪,৩১০	৬,৬৭২	৪.
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান }	১৭,১০২	১৪,৫৬৯	
ইউরোপীয়েন }	১৬,১১৬		
শিখ	৪,৭০৫		.৩৯
জৈন	৩,১৪৮		.২৭
বৌদ্ধ	৩,০২১		.২৫
ইহুদী	১,৮২৯	৪,২৫৪	.১৫
কনফিউসিয়াস্	১,৩৬৩		.১১
জোরস্ট্রীয়ান্	১,১৯৯		.১০
ট্রাইব্যাল	৪২৬		.০৪

পুরুষ ও নারীর সংখ্যার তুলনা।

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	হাজার পুরুষে নারী
বৃহত্তর কলিকাতা	১৪,৮৫,৫৮২	৯,৯৭,০৫১	৪,৮৮,৫৩১	৪৯০
খাস কলিকাতা	১১,৯৬,৭৩৪	৮,১৪,৯৪৮	৩,৮১,৭৮৬	৪৬৯
হাবড়া	২,২৪,৮৯৩	১,৪৫,১৯০	৭৯,৭৫৩	৫৫০

জন্মমৃত্যুর হার

সংযুক্ত কলিকাতায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩০,০১১ অর্থাৎ হাজারে ২৫.০ এবং খাস কলিকাতায় প্রতি হাজারে ২৫.৫ জনের মৃত্যু হয়। কলিকাতার স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। গত সাত বৎসরের মৃত্যুর হার হইতে উহা উপলব্ধি হইবে।

১৯২৬ সালে	প্রতি হাজারে	৩৪.৭ জনের মৃত্যু
১৯২৭ ,,	,,	৩৪.১ ,,
১৯২৮ ,,	,,	৩১.৬ ,,
১৯২৯ ,,	,,	৩০.৬০,,
১৯৩০ ,,	,,	২৮.৯ ,,
১৯৩১ ,,	,,	২৫.৫ ,,
১৯৩২ ,,	,,	২৫.০ ,,

বর্ত্তমান বর্ষে ২০,২৫৭টি জন্মের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মোট জনসংখ্যায় প্রতি হাজারে ২০.২। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জন্মের হার প্রতি হাজারে ১৮.৭ ছিল। কলিকাতায় নারীর সংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দ্বিগুণের অপেক্ষাও বেশী। সন্তানের মা হইবার মত বয়সের নারীর (১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্কা) সংখ্যা মাত্র ২,০০,২৯৭। ইহার মধ্যে ১২,৯৬১ অবিবাহিতা, ও ৩৪,৬৪৭ বিধবা; বক্রী ১,৫২,০৫৫ বিবাহিত ও সন্তান প্রসবক্ষম বয়স্থা নারী। তাহা হইলে জন্মের হার প্রতি হাজারে ৬৩ জন। গড়-পড়তা জন্মের হার—পুরুষ শতকরা ৩৯.১, নারী শতকরা ৩৪.৪।

কলিকাতার অধিবাসীদের ভাষা—

কলিকাতা নগরী পৃথিবীর সর্ব্ব জাতি ও ভাষা-ভাষীর অধিবাসীতে পরিপূর্ণ। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। এই তালিকায় বৃহত্তর কলিকাতা ও হাবড়া লইয়া মোট ১৪,৮৫,৫৮২ জন সংখ্যা।

	মোট সংখ্যা	শতকরা হিসাব
বাংলা ভাষা	৮,২২,৮৬১	৫৫'৫
হিন্দুস্থানী	৫,৩৫,০২৩	৩৬'০
ইংরেজী	৩৪,৯৫৩	২'৫
উড়িয়া	৪৪,৯২২	৩'০
পাঞ্জাবী	৯,৬৫৪	
রাজস্থানী	৭,৪৮১	
তেলেগু	৬,০১৫	
নেপালী	৪,৭৫২	
গুজরাটী	৪,১২১	

চীন	৩,২২৬
তামিল	২,৭৪৪
খীরওয়ারী	১,৬৩৮
হিব্রু	[১,১৯৫
মারহাট্টি	১,১০১
কুরুক্ষ (ওরাও)	৯৪০
আরাবিক	৮১৭
পুস্তু	৭৫৬
জাপানী	৫৩৮
আর্ম্মেণী	৫২০
পার্সীয়ান	৪১৫
সিন্ধী	৩৮১
মালায়ালাম	২৪৩
ফরাসী	১৭০
ইটালীয়ান	১৫৯
আসামিজ্	১৬০
খাসী	১২৪
বার্ম্মিজ	১০৭
পর্ত্তুগীজ	৮৪
ডাচ্	৬৫
গ্রীক্	৫৯
জার্ম্মান	৫২
রাশিয়ান	৩৭
স্প্যানিস্	৩৮
ফ্লেমিস্	২
গলিক্	৮
হাঙ্গেরিয়ান	১
নরওয়েজিয়ান	১
সুইডিস্	১
ড্যানিস্	২
টারকিস্	৩
সিংহলী	১৫
ক্যানারিজ	৪১
ভূটীয়া	৫৫
কাশ্মীরী	৩৯
আরাকানি	১২
মণিপুরী	২৩
রং (লেপ্চা)	১০
থাম্বু	২
নেওরী	৮
মুর্ম্মি	৭
মরো	১
গুরুঙ্গ	২

কলিকাতা বন্দর—

আধুনিক জাতির গৌরব ও সমৃদ্ধি বন্দরের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা। সাগর হইতে প্রায় ৮৫ মাইল। এক শত মাইল আঁকা-বাঁকা নদীর উপর কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। ইহা তিন অংশে বিভক্ত।

(১) কলিকাতা জেটী-সমূহ চীৎপুর হইতে তক্তা ঘাট পর্য্যন্ত ৬ মাইলব্যাপী নদীর তীরে বড় জেটী ও মালগুদাম অবস্থিত। এখানে বড় বড় বিলাতী জাহাজ আসিয়া মাল খালাস ও বোঝাই করে। আউট্রাম ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, তক্তা ঘাট, প্রিন্সেপ্ ঘাট জেটীতে আরোহী-যাত্রীদের লইবার ব্যবস্থা হয়। রেঙ্গুন, জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপীয় আরোহী-যাত্রী এখান হইতে রওনা হয়। পি. এণ্ড. ও, বি. আই. এস. এন প্রভৃতি বিদেশীয় জাহাজ কোং, হোরমিলার, বেঙ্গল ষ্টীম্ ন্যাভিগেসন কোং ইত্যাদি বঙ্গের জলপথবাহিনী কোম্পানীর জেটী ও অফিস অবস্থিত। ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর পোর্ট আফিস্ আদি অবস্থিত। এ লাইনে সমুদ্রগামী জাহাজ লাগিবার ৮টি জেটী আছে।

(২) খিদিরপুর ডকে ২৭টি বার্থ আছে; তাহাতে সমুদ্রগামী জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাস হয়। ১৭টি নানাদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর জন্য; ১০টি কেবল কয়লার জন্য।

এখানে ৪টী Dry Dock আছে। সেখানে জাহাজ মেরামত হয়। খিদিরপুরের পোতাশ্রয়গুলিতে বড় বড় লক-গেট দ্বারা জল ইচ্ছামত ভর্ত্তি ও বাহির করা হয়। এখানে একটি আলোক ও ঘড়ির স্তম্ভ আছে।

(৩) খিদিরপুর ডকের উত্তরে Royal Indian Marine Dockyard ছিল। সেখানে গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় পোত, জাহাজ, ষ্টীমার আদি মেরামত হইত। ১৯২০ সালে মাঝে তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

(৪) গার্ডেন রীচ ডক—এখানে ৫টি জেটী আছে। ১৯২৮ সালে এখানে বৃহৎ কিং জর্জ ডক প্রস্তুত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই ডকে ৫টি বার্থ আছে, ৩টি আমদানী, একটি রপ্তানী, একটি নদীপথের ষ্টীমারের জন্ত এবং একটি গুরুভার উত্তোলনকারী ক্রেণ-বিশিষ্ট Yard আছে। এই ডকে নদীর মোহনায় অতি উচ্চ একটি ঘড়ির স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা বন্দর কোন্নগর হইতে বজবজ পর্য্যন্ত ২১ মাইলব্যাপী অবস্থিত। এই স্থান পোর্ট ট্রাষ্ট রেলওয়ে দ্বারা সংযোজিত।

বন্দরের কার্য্য-পরিচালনের ভার Port Commissioner নামক একটি সভার উপর ন্যস্ত। এই সভা ১৮৭০ সালে গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত।

চেয়ারম্যান ১, ডেপুটী চেয়ারম্যান ১, নির্ব্বাচিত কমিশনার ১২টী, এবং সরকারী কর্ম্মচারী পদানুরোধে ৫টী, মোট ১৯টী।

নির্ব্বাচিত ১২টীর মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স দ্বারা ৬, কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েসন্ ১, কলিকাতা করপোরেশন ১, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স দ্বারা ৩ ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স দ্বারা ১টি নির্ব্বাচিত হইবে।

পদানুরোধে, ই, আই, আর ; বি, এন, আর ; ই, বি, আর-এর এজেণ্ট ৩ জন, কাষ্টমস্ কালেক্টর, মার্কণ্টাইল ম্যারাইন বিভাগের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ—মোট ৫ জন ইহার অন্তর্ভূক্ত।

কলিকাতা বন্দরে বৎসরে কাঁচামাল আমদানী-রপ্তানীর হিসাবেই বন্দরের গুরুত্ব বোঝা যায়।

রপ্তানী

কয়লা	৩০,১৬,১২৫	টন
পিগ-আইরন	৫,৭৫,৪২৫	"
গুড়	৪,৩২,৭২৪	"
গম ও বীজ	২,২০,৪৯৩	"
পাট	১,২৩,৫০৫	"
চা	১,১৪,৭৪৩	"
চাউল	১,০৮,১২৫	"
গানীব্যাগ	৪৮,৬৭৪	"
শেলল্যাক	৪২,৩০০	"
চামড়া	২৭,৫১৩	"

আমদানী

লবণ	৫,৫৩,০৩০	"
চিনি	৩,৭১,৪৬৮	"
চাল	৩৬,৯০৫	"
গম	১,৮০,৪৬২	"

কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম সৃষ্টি

বিশাল কলিকাতা শহর করপোরেশন দ্বারা শাসিত। ১৭৯৪ সালে এই নগরের উন্নতিসাধনের ভার প্রকৃতপক্ষে একটি সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত হইত। এই সঙ্ঘ তখন Justices of Peace নামক কয়েকটি সভ্যের দ্বারা পরিচালিত। ১৭৮০ সালে মহারাষ্ট্র ডীচ্ নামক গড়টি ভরাট করা হইয়াছিল। বর্গীদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সার্কুলার রোড বেষ্টন করিয়া এই গড় খনন করা হইয়াছিল। ১৭৯৯ সালে সার্কুলার রোড পাকা হয়। ১৮০১ সালে প্রথম ময়লা ফেলার গাড়ীর ব্যবস্থা হয়। ১৮০৩ সালে এই সঙ্ঘের উন্নতি হয়। ১৮১৭ সালে Lottery কমিটি নূতন মিউনিসিপ্যাল শাসনের আকার ধারণ করে।

১৮৪৭ সালে Act XVI দ্বারা ৭ জন কমিশনার লইয়া মিউনিসিপালিটী গঠিত হয়। এই ৭ জনের মধ্যে তিন জন মনোনীত ও ৪ জন নির্ব্বাচিত হইত। এই সভার উপরে

প্রথমে Conservancy কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। পরে ১৮৪৮ সালে রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও মেরামত আদির ভার ন্যস্ত হয়।

কলিকাতার শাসনতন্ত্র—

১৯১২ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে এই মহানগরী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের রাজধানী। এখানে সপারিষদ গভর্ণর বাস করেন। তাঁহার আবাসবাটী গভর্ণমেণ্ট হাউস, এখানে পূর্ব্বে ভাইসরয়ের প্রাসাদ ছিল। ভাইসরয় ডিসেম্বর মাসে প্রায় মাসাবধি কলিকাতার বেলভেডিয়ার প্রাসাদে অবস্থান করেন।

বর্ত্তমানে বাংলার লাট স্যর জন এণ্ডারসন। বাংলার শাসন-যন্ত্র একটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত। ৪ জন একজিকিউটীভ কাউন্সিলার ও ৩ জন মন্ত্রী লইয়া এই শাসন-পরিষদ গঠিত। বাঙালী স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও কাজী নাজিমুদ্দিন সাহেব একজিকিউটীভ কাউন্সিলার, স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ, নবাব ফারুকী ও আজিজুল হক সাহেব বাংলার মন্ত্রী।

ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান সভাপতি রাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী।

প্রদেশের প্রথম বিচারালয় কলিকাতা হাইকোর্ট। তাহার প্রধান বিচারপতি স্যর উইলিয়াম ডার্ব্বীশায়ার। বর্ত্তমানে অনেক বাঙালী জজ-পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন—বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র, বিচারপতি এস. কে. ঘোষ, বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথ গুহ।

কলিকাতা শহরের শান্তিরক্ষার ভার পুলিস কমিশনার মিঃ কলসনের উপর অর্পিত। ফৌজদারী বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে অবস্থিত। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙালী অনারেবল্ সুশীল সিংহ মহাশয়।

কলিকাতার কালেক্টরের উপর রাজস্ব-সংগ্রহের ভার অর্পিত আছে। বর্ত্তমানে কালেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ডিভিসনেরও হেড কোয়াটার। ২৪ পরগণা জেলারও হেড কোয়াটার। ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আলিপুরে বাস করেন। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত।

কলিকাতায় দুইটি সেন্ট্রাল জেল আছে। দুইটিই আলিপুরে কালীঘাট-পুলের নিকট অবস্থিত। একটির নাম প্রেসীডেন্সী জেল, অপরটি আলিপুর সেন্ট্রাল জেল।

কলিকাতায় ভারত-গভর্ণমেণ্টের ছাপাখানার এক অংশ আছে। আলিপুরে বৃহৎ ফরম অফিস ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বৃহৎ ছাপাখানা আছে।

টালীগঞ্জে সরকারী ডিষ্টিলারী আছে। আলিপুরে রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Govt. Test Office) অবস্থিত।

কলিকাতায় ভারত-সরকারের কিয়দংশ ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ৬ এসপ্লানেডে মিলিটারী সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ও কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে কমার্সিয়াল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএ অবস্থিত।

সামরিক ও বৈদেশিক সেক্রেটারিয়েটের বৃহৎ সৌধটী অতি মনোরম পাথরের বাটী। উহা ১৯০৩ সালে নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে এখানে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, ইষ্টার্ণ সার্কেলের প্রত্নতত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস। বর্ত্তমানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ননীগোপাল মজুমদার।

কমার্সিয়াল সেক্রেটারিয়েট সৌধটী ১৯০৯ সালে নির্ম্মিত। ইহা একটি বৃহৎ মর্য্যাদাপূর্ণ সৌধ। এখানে ভারত-সরকারের কয়েকটি অফিস এখনও আছে। এই বাটীতে একটি কমার্সিয়াল মিউজিয়াম ছিল। বর্ত্তমানে এখানে একটি প্রকাণ্ড কমার্সিয়াল লাইব্রেরী অবস্থিত।

ধলন্দার রেস-কোর্সের দক্ষিণে পুলিস ট্রেনিং কলেজ একটি প্রাচীন বৃত্তাকার একতলা অট্টালিকায় বর্ত্তমান। তাহার পার্শ্বে বৃহৎ প্রাচীন সদর দেওয়ানী আদালত অট্টালিকা। বর্ত্তমানে গোরা-সৈন্যদের হাসপাতাল, তাহার পশ্চিমে ভারত-সরকারের টেলিগ্রাফ বিভাগের বড় কারখানা ও ষ্টোর।

ফোর্ট উইলিয়মে ভারতের সৈন্য বিভাগের প্রধান আড্ডা ছিল। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ এখানে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে ঈষ্টার্ণ কমাণ্ডের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং বাস করেন। এইখান হইতে একটার সময় তোপ পড়িয়া থাকে।

কলিকাতায় রেলওয়ে—

জলযান যেমন বন্দরের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করে তেমনি আধুনিক যুগে রেলওয়েও শহরের উন্নতি করিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে ৩টি বড় রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে।

ই, আই, রেল ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। এই রেলপথেই সমগ্র উত্তর-ভারতে যাইবার প্রধান সহায়।

দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে ও বোম্বাই প্রদেশে বি, এন, রেলের সাহায্যে যাতায়াত করা যায়। এই দুইটি রেলওয়ের যুক্ত ষ্টেশন হাবড়া। হাবড়া ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ষ্টেশন। এইখানে ভারতের সর্ব্বপ্রথম রেল ইঞ্জিনটি (Fairy Queen) রক্ষিত আছে।

ই, আই, রেলের সর্ব্বপ্রথম কারখানা লিলুয়াতে অবস্থিত। ইহার কেন্দ্র-আফিস্ ফেয়ার্লী প্লেসে সুবৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত।

বি, এন, রেলওয়ের প্রধান কেন্দ্র-আফিস্ গার্ডেন রীচে সুরম্য বৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। এখানে গঙ্গার উপর দিয়া ফেরী ষ্টীমারে ওয়াগান সকল এপার হইতে ওপার করা হয়।

ই, বি, রেলওয়ে পূর্ব্ব-ও উত্তর বঙ্গের যাতায়াতের একমাত্র বড় রেলপথ। ইহার কেন্দ্র-অফিস্ কয়লাঘাটায় সুদীর্ঘ ত্রিতল অট্টালিকায় অবস্থিত। পূর্ব্বে এইটি সামরিক একাউণ্ট আফিস ছিল। ই, বি, রেলের প্রধান ষ্টেশন শিয়ালদহ। শহরের পূর্ব্বাংশে। ইহার প্রধান কারখানা কাঁচড়াপাড়ায়। শিয়ালদহ হইতে এই রেলের শাখা ডায়মণ্ডহারবার গিয়াছে। এখানে নদীর ঘাঁটি পাহারার জন্য একটি কেল্লা বর্ত্তমান।

মার্টিন কোং হাওড়া-আমতা লাইট রেল ও হাওড়া শিয়াখালা রেলওয়ে, তেলকলঘাট হইতে আরম্ভ হইয়া হাবড়া জেলার গ্রামে গ্রামে গিয়াছে। বসিরহাট মার্টিন কোম্পানীর মালিক স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর জন্মভূমি।

ম্যাকলিয়ড কোম্পানীর কালিঘাট-ফল্‌তা লাইট রেলওয়ে মাঝেরহাট হইতে বাহির হইয়া ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট ফল্‌তা গ্রামে গিয়াছে। ফল্‌তা গাঙ্গের উপর। এখানে একটি ফোর্ট বা কেল্লা ১৮৯২ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল; এখন পরিত্যক্ত। এখানে স্তর জগদীশচন্দ্র বসু-মহাশয়ের মায়াপুরী কানন অবস্থিত।

পোর্ট ট্রাষ্ট্ রেল পোর্ট কমিশনারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। জেটী ও ডকে সমুদ্রগামী জাহাজ হইতে মাল খালাস করিয়া ভারতের চারিদিকে পাঠাইবার জন্য এই রেল পত্তন। এই রেল কলিকাতার উত্তরাংশ কাশীপুর ও চীৎপুর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে গিয়াছে। তথা হইতে ডকের ভিতর দিয়া গার্ডেন রীচ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। ভারতের সকল রেলের মালগাড়ী গার্ডেন রীচ ও সালিমারেতে wagon ferry steamer দ্বারা, হুগলীর জুবিলী ব্রীজ ও সম্প্রতি বালী-দক্ষিণেশ্বর স্থিত উইলিংডন ব্রীজের (১৯৩২ সালে নির্ম্মিত) উপর দিয়া রেলপথে আসিয়া কলিকাতার বন্দরে, জেটী ও ডকে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে করাচী ও বোম্বাই, দক্ষিণে মান্দ্রাজ ও রামেশ্বর হইতে মাল বুঝাই হইয়া যে-কোন একটি ওয়াগন কলিকাতার যে-কোন জেটী, গুদামের সামনে আসিতে পারে।

কলিকাতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বড় ইংরেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৭ সালে ২৪শে জানুয়ারী (Act No. II of 1857) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে স্থাপিত হয়। ৭টি সরকারী, ৬টি বেসরকারী কলেজ ও ৭৯টি স্কুল লইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ইহার পরিধি সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারত এবং ব্রহ্মদেশ ব্যাপী ছিল। আগ্রা, আজমীর, এলাহাবাদ, বেরিলী, বেনারস, ব্রহ্মদেশ, মধ্য-প্রদেশ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নেপাল ও রাজপুতানার

সমগ্র স্কুল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। শিক্ষাবিস্তারের সহিত বাঙালীর শিক্ষার ও কৃষ্টির প্রভাব এইসব স্থানে প্রসারিত ছিল। এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে আলিগড়, এলাহাবাদ (১৮৮৭), আগ্রা, বেনারস, পঞ্জাব (১৮৮২), লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রেঙ্গুন (১৯২২), পাটনা (১৯১৭) ও ঢাকা (১৯২০) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়)। বর্ত্তমানে মহীশূর, অন্ধ্র, ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলিতে কর্ণধার (ভাইস্ চ্যান্সলার) রূপে বহু বাঙালী উন্নতিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

লাহোরে স্তর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদে স্তর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌয়ে মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, নাগপুরে স্তর বিপিনকৃষ্ণ বসু, মহীশূরে স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আগ্রায় মিঃ পি. সি. বসু মহাশয় ভাইস্ চ্যান্সেলারের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিনেট হাউস ১৮৭২ সালে ৪,৩৪,৬৯৭ টাকায় নির্ম্মিত হয়। তৎপরে স্যর আশুতোষের যত্নে ও চেষ্টায় উহা ১৯০৯ সাল হইতে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা প্রদানীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় এবং বর্ত্তমানে উহার সুবৃহৎ সৌধগুলি সমস্তই তাঁহার চেষ্টায় হইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং—সিনেট হাউসের পশ্চিমে ৮,০০,০০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচতলা বিশাল সৌধ ১৯০৯ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্তর রামেশ্বর সিংহ ১৯০৮ সালে পুস্তকালয়ের অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য ২,৫০,০০০ প্রদান করেন। তাঁহারই নামে এই সৌধের নামকরণ হইয়াছে। এই বাটী নির্ম্মাণে গভর্ণমেণ্ট ২,০০,০০০ লক্ষ মুদ্রা দান করেন, বক্রী টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অট্টালিকায় পুস্তকালয়, ল'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস, এবং পাঁচতলায় ৭০০ শত ছাত্রের পরীক্ষা দিবার স্থান আছে।

হার্ডিং হোষ্টেলও পাঁচতলা সুবৃহৎ সৌধ। কলুটোলা ষ্ট্রীট হইতে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং পর্য্যন্ত দেড় বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত। জমির মূল্য দেড়লক্ষ ও অট্টালিকার মূল্য ৪ লক্ষ মুদ্রা। গভর্ণমেণ্ট এই অট্টালিকার জন্য তিনলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। দেড় শত ছাত্র এই বাটীতে বাস করিতে পারে।

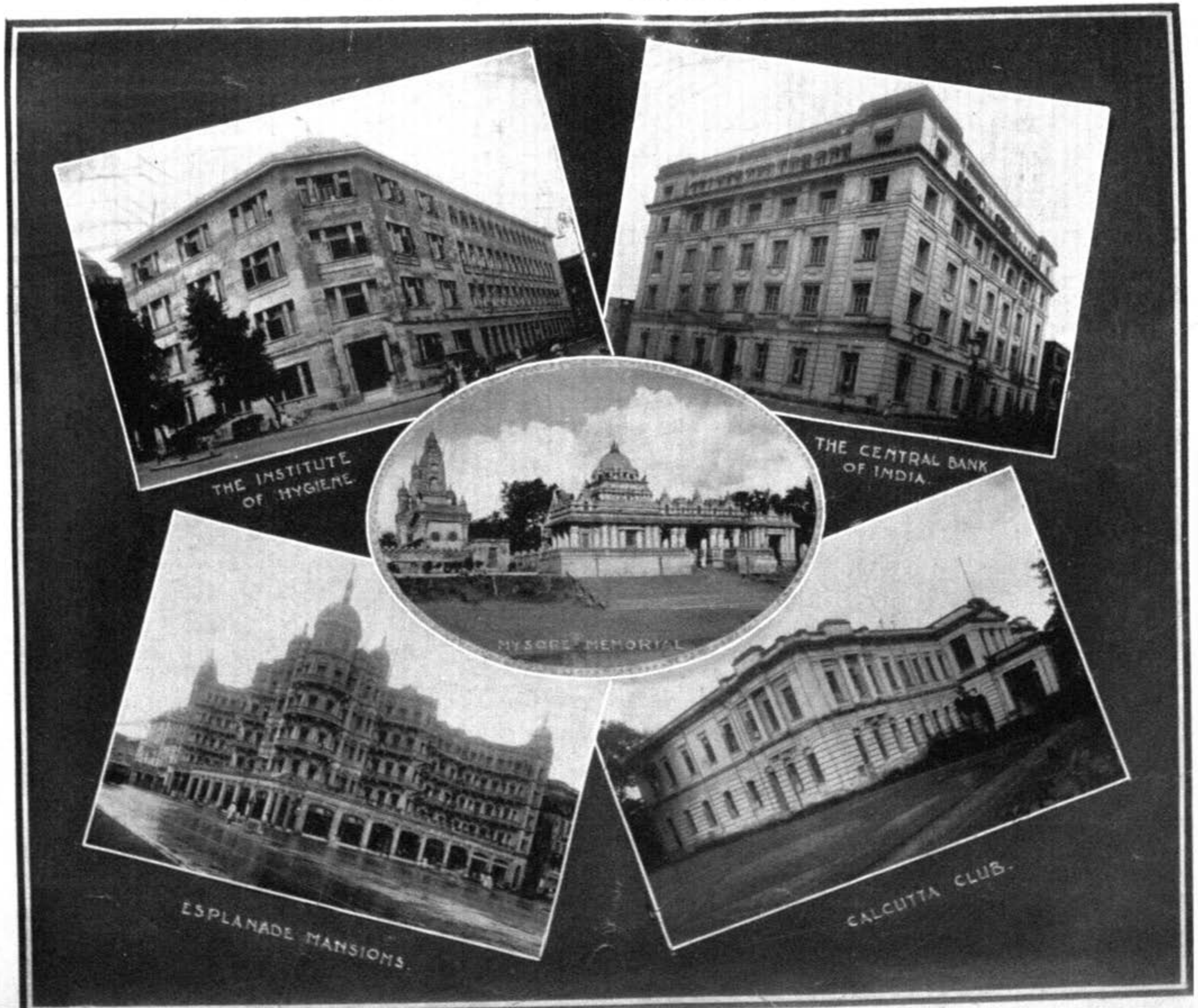
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা একটি অস্থায়ী শেডে আছে; শীঘ্রই বাটী নির্ম্মাণ করিবার পরিকল্পনা হইতেছে।

সায়েন্স কলেজ দুইটি; একটি ৯২, আপার সার্কুলার রোডে ১৮ বিঘা জমির উপর। বিশাল অট্টালিকায় ফিজিক্স ও ক্যামিষ্ট্রি বিভাগ, ল্যাবরেটরী ও কারখানা অবস্থিত। ইহার সৌধ নির্ম্মাণে অদ্যাবধি ৫,৫০,০০০ ব্যয় হইয়াছে। ১৯১৪ সালে মার্চ্চ মাসে স্তর আশুতোষ মুখার্জ্জি দ্বারা ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

অপরটি ৩৫, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে ২৪ বিঘা জমির উপর, ২টি ত্রিতল ও চারিতল বাটীতে অবস্থিত। এই সৌধটি দাতা স্তর তারকনাথ পালিতের নিজ বসতবাটী ছিল। ইহার মূল্য ৬ লক্ষ মুদ্রা।

আশুতোষ বিল্ডিং—সিনেটের দক্ষিণে সুদৃঢ় সৌধ। স্তর আশুতোষের উদ্যোগে ১৯২২ সালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। তিন বিঘা জমি সরকারের ৮ লক্ষ মুদ্রায় খরিদ হইয়াছিল। ৩,১৭,৬০৫ লক্ষ মুদ্রায় ১৯২৬ সালে এই দ্বিতল সৌধ নির্ম্মিত হয়। স্তর আশুতোষের মৃত্যুর পরে তাঁহারই নামে এই সৌধ উৎসর্গ করা হয়। ১৯২৭ সালে গভর্ণমেণ্টের ১,৯৫,০০০ টাকায় পরে ত্রিতল নির্ম্মিত হয়। ১৯২৮ সালে চারিতলার পূর্ব্বদিক নির্ম্মিত হয়। ১৯৩৪ সালে ৫৯,০০০ চারিতলার অপরাংশ ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে প্রস্তুত হইতেছে। এই সৌধে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট আর্টস্ বিভাগের কলেজ, বিশাল পুস্তকালয় ও ৮০০ শত ব্যক্তি বসিবার আশুতোষ-হল অবস্থিত।

এই বাটীগুলি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর হোষ্টেল (কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে), রামমোহন হোষ্টেল (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট), ক্যানিং হোষ্টেল (স্কটস্ লেনে)


THE INSTITUTE
OF HYGIENE
THE CENTRAL BANK
OF INDIA.
MYSORE MEMORIAL
ESPLANADE MANSIONS.
CALCUTTA CLUB.

কলিকাতার সৌধাবলী

রিপণ হোষ্টেল (হ্যারিসন রোডে), সেন্ট্ জেভিয়ার হোষ্টেল সুবৃহৎ ছাত্রাবাসগুলি প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী—১৮৬৯ সালে ২০ শে জুলাই উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত ৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। ১৮৭৪ সালে এই লাইব্রেরীর জন্ত ৯,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া ইহা বৃহৎ আকারে পরিণত হইয়াছে। উপস্থিত এক লক্ষের অধিক নানা ভাষা ও নানা বিষয়ের পুস্তক আছে। অধুনা বাংলা ভাষায় বহু পুঁথির সংগ্রহ হইয়াছে। ডাঃ Pischel এবং Dr. Dunn গ্রন্থালয় এখন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীভুক্ত হইয়াছে। ১৯০৯ সালে ল' কলেজের লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, ৩৮,৪৪২খানি পুস্তক এখানে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পদগুলি—

(১) ঠাকুর-ল প্রফেসার পদ, ১৮৭০ সালে হইতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রদত্ত বার্ষিক ১২,০০০ টাকা দানে প্রতিষ্ঠিত। উপস্থিত ৯,০০০ টাকা পারিশ্রমিক ধার্য্য আছে। বহু বিখ্যাত ব্যবহারাজীবী এই দানে উপকৃত। বর্ত্তমান বর্ষের অধ্যাপক শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি।

(২) মিণ্টো প্রফেসার—

১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী উপলক্ষ্যে গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক ১২,০০০ দানে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি এই পদে অধিষ্ঠিত।

(৩) জর্জ্জ দি ফিফ্থ প্রফেসার—১৯১১ সালে করোনেশনের সময় দর্শন-শাস্ত্রের জন্ত এই অধ্যাপক পদ স্থাপিত। বার্ষিক ১২,০০০ টাকা বেতন ভারত-সরকার প্রদান করেন। বর্ত্তমান অধ্যাপক ডাঃ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৪) হার্ডিং প্রফেসার—১৯১১ সালে অঙ্কশাস্ত্রের জন্ত স্থাপিত। বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ। বেতন বার্ষিক ১২,০০০ টাকা।

(৫) কারমাইকেল প্রফেসার—১৯১১ সালে প্রাচীন ইতিহাসের জন্ত স্থাপিত, বার্ষিক বেতন ১২,০০০ টাকা। বর্ত্তমানে ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকার অধ্যাপক আছেন।

(৬) আশুতোষ প্রফেসার—১৯২৬ সালে স্থাপিত।

(ক) সংস্কৃত শাস্ত্রের জন্ত একজন অধ্যাপক মাসিক ৬০০ হইতে ১০০০৲ বেতন ধার্য্য আছে। বর্ত্তমানে ডাঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(খ) ইসলাম শাস্ত্রের মাসিক ৬০০-৫০-১০০০৲ বেতনে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ সিদ্দিক এই পদে আছেন।

(গ) ইতিহাসের জন্ত ৬০০-৫০-১০০০৲ বেতনে একটি অধ্যাপক পদ স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ইহার অধ্যাপক।

(৭) স্তর তারকনাথ পালিত প্রফেসর—১৯১২ সালে স্তর তারকনাথের ১৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা দানের সাহায্যে দুইজন অধ্যাপকের আসন স্থাপিত হয়—একটি পদার্থ অপরটি রসায়ন বিদ্যা। মাহিনা প্রতি অধ্যাপকের মাসিক ১০০০৲ ধার্য্য আছে।

বর্ত্তমানে রসায়নের অধ্যাপক স্তর পি, সি, রায়।

ফিজিক্সের অধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু। পূর্ব্বে স্তর সি, ভি, রামন ছিলেন।

(৮) স্তর রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর—স্তর রাসবিহারী ঘোষ ১৯১৩ সালে ১০,০০,০০০৲ ও ১৯১৯ সালে ১১,৪৩,০০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই দানের সাহায্যে নিম্নলিখিত মাসিক ৬০০৲ টাকা মাহিনায় অধ্যাপকের পদগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

(ক) Applied Mathematics—অধ্যাপক ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন

(খ) ফিজিক্স—

(গ) রসায়ন—অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

(ঘ) বোটানি—ডাঃ আগর কার

(ঙ) Applied Chemistry—ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন।

(চ) Applied Physics—ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

(৯) খয়রা প্রফেসরশিপ্—খয়রার রাজা গুরুপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের দানে নিম্নলিখিত অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক প্রফেসরের অন্যূন ৫০০ শত টাকা মাসিক মাহিনা ধার্য্য আছে।

(ক) রাণী বাগেশ্বরী সুকুমার শিল্পের অধ্যাপক—ডাঃ সাহীদ সুরাবর্দ্দী।

(খ) গুরুপ্রসাদ ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) গুরুপ্রসাদ পদার্থবিদ্যা—ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র

(ঘ) " রসায়ন—ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

(চ) " কৃষিবিদ্যা—

(১০) রামতনু লাহিড়ী প্রফেসর—রামতনু লাহিড়ীর প্রদত্ত অর্থে প্রথম প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই সঞ্চিত অর্থে ৭০০—৫০—১০০০ টাকা মাসিক মাহিনায় বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ত্তমানে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ইহার অধ্যাপক।

(১১) বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক বার্ষিক ৫,০০০৲ পারিশ্রমিকে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক অধ্যাপক আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বৃত্তি ও পদক দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে উৎসাহিত করা হয়। তাহার মধ্যে প্রধান।

(১) প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ্—১৮৬৬ সালে দাতা ২৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, তাহার আয় হইতে ১০,০০০ টাকা প্রতি বৎসর এম-এ পরীক্ষার উৎকৃষ্ট একটি ছাত্রকে দেওয়া হইত। উপস্থিত বার্ষিক ২,৪০০৲ টাকা করিয়া চারিটি ছাত্রকে দেওয়া হয়।

(২) কমলা লেকচারশিপ—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ৪০,০০০৲ প্রদানে ইহা স্থাপনা করিয়াছেন। লেকচারার ১০০০৲ নগদ ও স্বর্ণ পদক পাইবেন। ইংরেজী বা বাংলায় বক্তৃতা দিতে হইবে। ডাঃ আনি বেসেণ্ট, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু, স্যর শিবস্বামী আয়ার, ডাঃ পরাঞ্জেপ ও গঙ্গানারাণ ঝা প্রমুখ ভারতের প্রধান মনীষীরা ইহার লেকচারার হইয়াছেন।

(৩) জগত্তারিণী পদক—বঙ্গ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর যাঁহারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পান নাই তাঁহাদের দুই শত টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক প্রদান করা হইবে। এই মর্ম্মে স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি স্বয়ং ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়া ইহা স্থাপন করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকরা এ-পর্য্যন্ত এই পদক পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৯২১), শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২৩), অমৃতলাল বসু (১৯২৫), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৯২৭), কামিনী রায় (১৯২৯), ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৩১), শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩) সালে এই পদক পাইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ভাইস্-চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎপরে স্যর আশুতোষ একাধিক্রমে ৮ বৎসর ও আরও দুই বৎসর ছিলেন। স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যর নীলরতন সরকার, স্যর যদুনাথ সরকার ও স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম বাঙালী ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। স্যর হাসান সুরাবর্দ্দী প্রথম মুসলমান ভাইস্-চ্যান্সেলার। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬৯টি কলেজ ও ১৯৩৫টি স্কুল আছে।

১৯৩৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১২,৬৮৭ ছাত্র ও ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙালীর প্রধান সাহিত্য-সাধনার প্রতিষ্ঠান। বাঙালীর একটি গৌরবের অনুষ্ঠান। ইংরেজী ১৮৯৪ সালের ২৯শে এপ্রিল শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে ত্রিশটি সাহিত্যানুরাগী মহোদয় লইয়া উহা স্থাপিত হয়। পরে ১৩৪০ সালের ৮ই শ্রাবণ বর্ত্তমান আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার প্রথম সভাপতি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সারদাচরণ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

১৩৪১ সালে পরিষদের সভাসংখ্যা ১১১১ হইয়াছিল।

(ইহার ভিতর ১০ জন আজীবন সভ্য, ৭জন বিশিষ্ট সভ্য, ৯জন অধ্যাপক সভ্যও আছেন)।

পুঁথিশালায় অতি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগৃহীত আছে। মোট পুঁথির সংখ্যা ৫২০৪ (বাংলা—৩১১১, সংস্কৃত—৮২৭, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী—১২, আসামীয়া—৩, উড়িয়া—৪, হিন্দী—২, চীনা—১) এখানে টীবেটান ট্যেঙ্গুর পুঁথি—১০০০ সংখ্যক আছে।

চিত্রশালাতে প্রায় ১৪০ জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের তৈলচিত্র ও আলেখ্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আবক্ষ মৃত্তিকা-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

গ্রন্থাগারে ৩৮,২৭৪খানি পুস্তক আছে। বিশাল গ্রন্থাগার পরিষদের যত্নে ও নানা পরিষদ-বন্ধুর দানে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২২৫০
রমেশচন্দ্র দত্ত	৭৩২
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব	৭৬৪

জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, সুকুমার হালদার মহাশয়দের গ্রন্থাগার ও পুস্তকদ্বারা পরিষদ্-গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট।

পরিষদ হইতে 'সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলা ভাষায় বহু তথ্যপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়।

পরিষদ-মন্দির মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রদত্ত ভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের দ্বিতল লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রাওর অর্থে নির্ম্মিত। ইহার পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আরও সাত কাঠা জমি দান করেন, তাহার উপর প্রায় ৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে রমেশ-ভবন নির্ম্মিত। পরিষদের প্রথম ন্যস্ত-রক্ষক (Trustee) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, সারদাচরণ মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের সভাপতি স্যর পি, সি, রায় এবং সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্

বর্ত্তমান মিউজিয়ম্ প্রতিষ্ঠা হইবার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আশ্চর্য্য ও কৌতুকাবহ দ্রব্য সকল সংগৃহীত হয় এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটী অব্ বেঙ্গলের কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সেগুলি রক্ষিত হয়। তৎপরে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি বাটী প্রস্তুত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মিউজিয়মটি প্রতিষ্ঠার কথা ১৮১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী স্থির হয়। ডাক্তার ওয়ালিচ্ (Dr. Nathienal Wallich) নামক একজন দিনেমার উদ্ভিদবেত্তার যত্নেই উহার কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার মূল্যবান সংগ্রহ সমস্তই প্রদান করেন এবং নিজে অবৈতনিক অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতে থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাকেই মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। যাদুঘরের দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ-কার্য্যে দেশীয় লোকেদের মধ্যে রামকমল সেন মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে একটি আইন দ্বারা ইহা গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি-ভুক্ত করা হয়। বর্ত্তমান বাড়ীটি ১৮৭৫ সালে নির্ম্মিত হইয়া সাধারণের জন্য খোলা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ইহা একটি গবেষণা-মন্দির। ইহা কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মিউজিয়মে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান সংগ্রহ। ৫,০০০ হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার মহেঞ্জোদাড়োয় আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির নিদর্শন আছে। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পিপরাউ স্তূপের (relic box) ভূরুট স্তূপের রেলিং, সারনাথ অশোক স্তম্ভের চূড়া, মুসলমান যুগের আরববাসী ও পারসীক কর্ত্তৃক খোদিত প্রস্তর, নাদির শা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত জহরতাদি সংগৃহীত আছে।

কলা বিভাগ—ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত তিব্বতীয় পতাকা, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মসলীন চাপকান, ব্রহ্মদেশের রাজা থিবোর অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় কাষ্ঠসিংহাসন, মানুষের

উরুর হাড় হইতে নির্ম্মিত মালা ; চিত্রশালায় ভারতের নানা সময়ের চিত্র নিপুণতার নানা নিদর্শন আছে।

ভূতত্ত্ব বিভাগ—বিশ হাজার বৎসরের প্রস্তরে পরিণত বৃক্ষগুঁড়ি। উহা আসানসোল কয়লার খনি হইতে আনীত। নানা কঙ্কাল ও প্রস্তরের নমুনা সংগৃহীত আছে।

শিল্প বিভাগ—ভারতীয় গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত বহু রকমের দ্রব্য সজ্জিত আছে। চা ও ধানের অসংখ্য নমুনা আছে। ভারতজাত নানা শিল্পের নিদর্শন, প্রাচীন অস্ত্র, বেশভূষা, মানব-আকৃতি, গহনা, বাদ্যযন্ত্র, নিত্যব্যবহারের দ্রব্যাদি সংগৃহীত আছে।

নানা প্রকার জন্তু, জানোয়ার, পশু, পক্ষী, প্রজাপতি প্রভৃতির খোলস পরিষ্কৃত করিয়া যথাযথ স্বরূপ দেখাইবার জন্য সযত্নে রক্ষিত আছে।

রমেশ-ভবন

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ-সংলগ্ন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রদত্ত জমিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইহা সম্পূর্ণ বাঙালীর দ্বারা গঠিত। এখানে বহু প্রাচীন শিল্প-কলার নিদর্শন সংরক্ষিত।

এখানে গান্ধার, কুশান, মগধ ও বাংলার নানা পদ্ধতির অনেক উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি সংগৃহীত আছে। মাটির দেশ বাংলায় এরূপ শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ পাথরের মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখিলে প্রত্যেক বাঙালীর প্রাণ গৌরবে ভরিয়া উঠে। Mr. W. M. Rothenstein (President of the Indian Society of Arts) বলেন যেন এই সব মূর্ত্তি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ও অতুলনীয় (impossible to match)। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি সংগৃহীত আছে। বিদ্যাসাগরের লিখিবার টেবিল ; রাজা রামমোহন রায়ের কেশ-গুচ্ছ ও পাগড়ী ; বঙ্কিমচন্দ্রের দোয়াত ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জামা ; স্বর্ণকুমারী, কামিনী রায়, গিরিন্দ্রমোহিনী দেবীর দোয়াতদানি, সত্যেন ঠাকুর ও বিপিন পালের চশমা সংগৃহীত আছে। রবীন্দ্র-সংগ্রহ আগারে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের আলেখ্য, পুস্তক ও কবিতার পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত ঝর্ণা কলম, চশমা ইত্যাদি সজ্জিত আছে। রবীন্দ্র-সংগ্রহের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আরও সংগ্রহ করিতেছেন। স্তর পি, সি, রায়ের জয়ন্তীতে প্রাপ্ত উপঢৌকন ও এ-যাবৎ যাহা উপহার পাইয়াছেন সমস্তই এক আধারে সংগৃহীত আছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক-দের ১১২খানি চিত্র সংগৃহীত আছে। এই রমেশ-ভবনের সম্মুখভাগ প্রস্তরমণ্ডিত। ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত। তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৯১১ সালে ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। স্থানাভাব বশতঃ দ্বিতল গঠনের সূত্রপাত হইয়াছে।

মাদ্রাসা—ইংরেজী আদর্শে গঠিত পুরাতন বিদ্যালয়ের মধ্যে মাদ্রাসাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হেষ্টিংসের চেষ্টায় আরবী ও পারসী ভাষা এবং মুসলমান আইন-শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭৮০-৮১ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার জন্য ৩,০০,০০০৲ টাকা দান করেন, আবার হেষ্টিংসের নিজ ব্যয়ে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ইহার বর্ত্তমান ভবন ১৮২০ সালে নির্ম্মিত হয়। ১৮২৯ হইতে ইংরেজী বিভাগ খোলা হয়। ইহা ২১, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে এক বৃহৎ দিঘীর উত্তরে অবস্থিত।

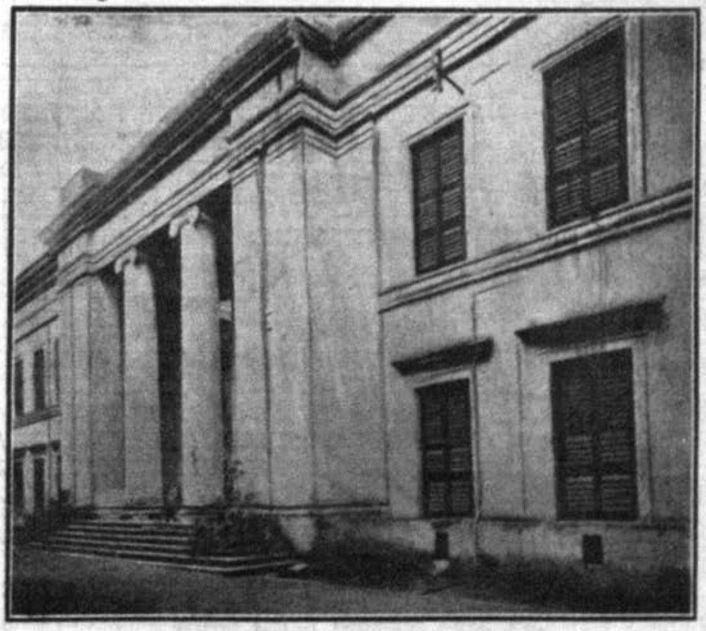
ফ্রি স্কুল—খ্রীষ্টান্ বালক-বালিকাদের জন্য ইহা ১৭৯৫ সালে জানবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওল্ড ক্যালকাটা চ্যারিটি এবং ফ্রি স্কুল্ সোসাইটী তহবিলের তিন লক্ষ টাকায় ইহা নির্ম্মিত হয়। পুরাতন বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ার পর ১৮৫৪ সালে উহার বর্ত্তমান বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন্—১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাই মাত্র ৫টি বালক লইয়া চন্দননগরের ফিরিঙ্গী কমল বসুর আপার চিৎপুর রোডের বাটীতে ডাক্তার ডফ্ (Dr. Alexander Duff) কর্ত্তৃক উহা স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ সালের ২৩শে বা ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইহার বর্ত্তমান বাটীর ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পর বৎসর এই বাটীতে ইহা উঠিয়া আসে। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল

সাত শতেরও অধিক। ১৮৪৪ সালে অস্থায়ীভাবে ইহা বন্ধ হয় এবং ১৮৪৬ সালে পুনরায় খোলা হয়। পরে ১৯০৮ সালে ইহারই নাম হয় স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। ইহা ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন ও ডফ্ কলেজের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা এখন হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্বে অবস্থিত।

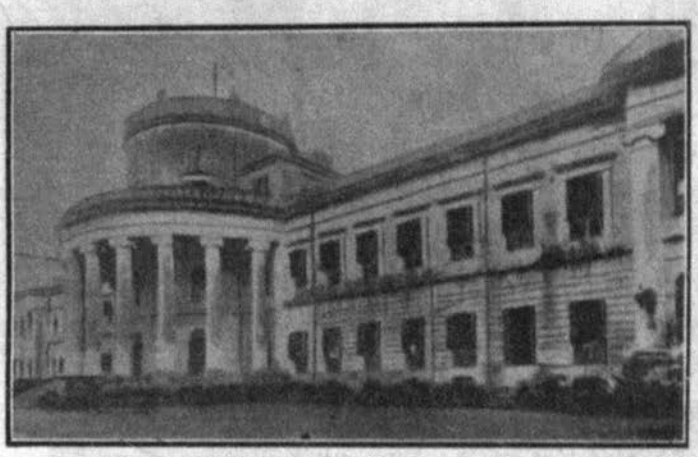
ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন্—ডাক্তার ডফের চেষ্টায় ১৮৪৩ সালে নিমতলা একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ সালে নূতন বাটীতে উঠিয়া আসে এবং ১৯০৮ সালে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে পরিণত হয়। ইহার বিশাল হর্ম্ম্য পুলিস অফিস ও জোড়াবাগান পুলিস কোর্ট রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ইহা ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের আদালত-বাটীতে যাইবে।

সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজ—



সংস্কৃত কলেজ

পার্ক ষ্ট্রীটে এই কলেজটি ১৮৬০ সালে খোলা হয়, তখন উহার নাম ছিল সেণ্ট্ জন্‌স্ কলেজ। ১৮৪৪ সালে ডাক্তার বারু (Rev. Dr. Barew) ৪০,০০০৲ টাকা মূল্যে কলেজের বর্ত্তমান বাড়ীটি খরিদ করিয়াছিলেন। এই কলেজ কলিকাতার একটি প্রাচীন উৎকৃষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রদানের



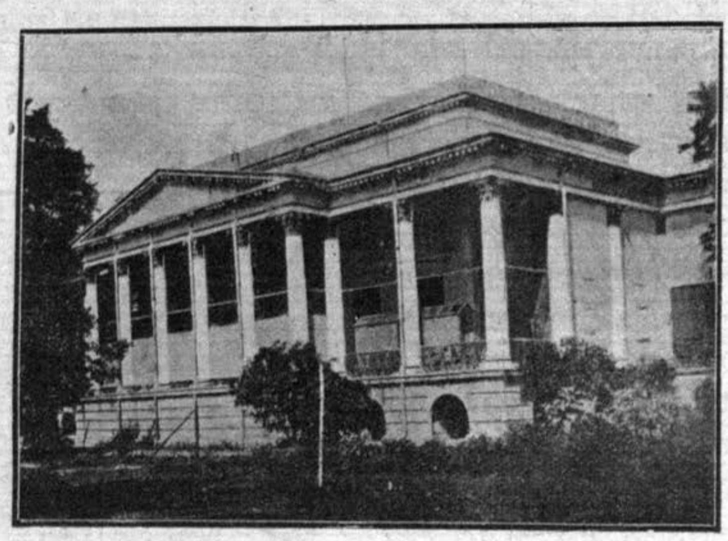
লা মার্টিনার কলেজ

প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞান শিক্ষায় এই কলেজ সর্ব্বাগ্রণী। ইহার সৌধাবলী বিশাল ও সুন্দর। ইহার গ্রন্থাগারে প্রায় ২৭,০০০ পুস্তক আছে। ইহার Goethals, Indian Library বহুপ্রাচীন। ইহাতে পর্ত্তুগীজ ও ডাচ্ আধিপত্যসময়ের বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে।

সংস্কৃত কলেজ—১৮২৪ সালে লর্ড আমহার্ষ্টের সময় ইহা স্থাপিত হয়। তখন ইহার জন্ত বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৩০,০০০৲ টাকা। ইহা গোলদীঘির উত্তরে অবস্থিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশ স্তায়রত্ন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাতে বহু সংস্কৃত মূল্যবান পুঁথি সংগৃহীত আছে।

লা মার্টিনার কলেজ—জেনারেল ক্লড মার্টিনের (General Claude Martin)

দান-পত্রের সর্ত্তানুসারে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ টাকা স্কুল পরিচালন ও দেড় লক্ষ টাকা গৃহনির্ম্মাণ) ব্যয়ে ১৮৩৬ সালের ১লা মার্চ্চ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দাতার অভিপ্রায় অনুসারেই এই নামকরণ হইয়াছিল। এখানে ছাত্র ও ছাত্রীগণের আহার ও শিক্ষার ব্যয় লাগে না। স্তর পল চার্টার পরে এগার লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার দুইটি বৃহৎ সৌধ লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত।



বেথুন কলেজ

প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৫৫ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা এই কলেজটি খোলা হয় এবং পূর্ব্বের হিন্দু কলেজ বা মহাবিদ্যালয়টি ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলিকাতার যুবকদের উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটীতে উঠিয়া যায়। তৎপরে প্রায় ১,৭০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহার জন্য নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হয়। প্রাচীন হিন্দু কলেজটি ও তাহার অর্থভাণ্ডার নামান্তরিত ও স্থানান্তরিত হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না। পূর্ব্বে যে বাটীতে হিন্দু কলেজ ছিল, পরে তাহাতেই হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ সালে স্তর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের দ্বারা বর্ত্তমান বাটীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহাই বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। ইহার গ্রন্থাগারে ৪৫ হাজার পুস্তক আছে।

(৫) **বেথুন কলেজ**—১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাসে বেথুন সাহেব (J. E. Drinkwater Bethune) দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেপুটী গভর্ণর স্তর জন্ লিটলার (Honble Sir John Littler) কর্ত্তৃক মহাধুমধামের সহিত ইহার ভিত্তি-প্রস্তর সংস্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই শিক্ষামন্দিরের বাটী-নির্ম্মাণের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। রাজা স্তর রাধাকান্ত দেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ মহোদয়গণ ইহার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ইহাই প্রথম বিদ্যালয়। এখানকার প্রথম ছাত্রীদ্বয়ের নাম ভুবনমালা ও কুন্দমালা। ইঁহারা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা। ইহা ১৮১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে হেদুয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী তটিনী দাস।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—ইহা কলিকাতার রাজকীয় সাধারণ গ্রন্থাগার। স্তর চার্লস্ মেট্‌কাফের স্মৃতিরক্ষার্থ কয়লাঘাটের মেট্‌কাফ্ হলে ইহা অবস্থিত ছিল। ইহা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ১৮৩৫ সালের আগষ্ট মাসে এক সাধারণ সভার দ্বারা কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা স্থির হয়। পর বৎসর কতকগুলি ব্যক্তির প্রদত্ত উপহার-পুস্তক ও গভর্ণমেণ্টের ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ হইতে প্রদত্ত প্রায় ৪,৫০০খানি মূল্যবান গ্রন্থ লইয়া ষ্ট্রঙ্গ সাহেবের বাটীর

নিম্নতলে ১৮৪১ সালে উহার কার্য্য আরম্ভ হয়। সাধারণের চাঁদায়, এবং এগ্রিকালচারল্ ও হর্টিকালচারল সোসাইটী ও কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর তহবিল টাকায় ১৮৪৪ সালে মেট্‌কাফ্ হল নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে কার্জ্জন পার্কের উত্তরে ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী অবস্থিত।

আর্ট স্কুল—ইহা Society for the Promotion of Industrial Art দ্বারা ১৮৫৪ সালে ৩৬৫ আপার চিৎপুর রোডে স্থাপিত। পরে কলুটোলা ষ্ট্রীট, ১৮৫৯ সালে শিয়ালদহে এবং ইহা ১৮৬৪ হইতে ১৮৯৩ পর্য্যন্ত বৌবাজারে অবস্থিত ছিল। মঁসিয়ে রিগাঁ (Mons. Rigand) নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক ইহার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ সালে গভর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করেন। উপস্থিত ২৮ চৌরঙ্গী রোডে মিউজিয়ামের পার্শ্বে বিশাল বাটীতে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন।



সেনেট্ হাউস্

সেনেট হাউস্—১৮৭৩ সালে এই বাটী ৪,৩৪,৬০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহার ভিতরের হলটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ ফিট এবং প্রস্থে ৬০ ফিট। এই হলের মধ্যে বহু মহাত্মার অর্দ্ধাবয়ব প্রস্তরমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি সজ্জিত আছে। সোপানশ্রেণীর উপর বারান্দায় যে প্রস্তরমূর্ত্তি আছে উহা 'ল' লেকচারার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। হলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্যর গুরুদাস ব্যানার্জ্জীর আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি; রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর তারকনাথ পালিত, স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জী ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দানশীল ব্যক্তিদের পূর্ণাবয়ব তৈল-চিত্র রক্ষিত আছে। এখানে ১,৫০০ ছাত্রের পরীক্ষা দিবার স্থান আছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ ও সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর চিত্র আছে।



হেয়ার স্কুল

হেয়ার স্কুল—হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর হেয়ার সাহেবের ঐকান্তিক যত্নে শহরের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য "স্কুল সোসাইটী" নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটীর চেষ্টায় কলিকাতায় কতিপয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৩ সালে সোসাইটীর এই আদর্শ বিদ্যালয়টি হেয়ার সাহেবের পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে

হেয়ার সাহেবের এক পূর্ণাঙ্গ মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

সায়ান্স কলেজ—৯২ আপার সার্কুলার রোডের উপর বিজ্ঞান-গবেষণা কলেজটি মহামতি দানশীল স্যর রাসবিহারী ঘোষ (সাড়ে বাইশ লক্ষ) ও স্যর তারকনাথ পালিত মহাশয়ের (১৯ লক্ষ টাকা) প্রদত্ত অর্থে বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মুখে উক্ত মনীষীদ্বয়ের প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বাটীর ভিত্তি স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জী ১৯১৪ সালে ২৭শে মার্চ স্থাপন করেন। নির্ম্মাণ-ব্যয় ৫,৩০,০০০ টাকা। ইহার একটি অংশ স্যর পি, সি, রায় Annexe নামে ১৯৩২ সালে অভিহিত হয়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেখানে নির্ম্মিত, পূর্ব্বে সেখানে হরিণবাড়ী জেলখানা ছিল। ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তদানীন্তন যুবরাজ বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত নির্ম্মাতা ও স্থপতি-সঙ্ঘ মার্টিন কোম্পানী (যাহার কর্ণধার স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) এই সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি ৭৬ লক্ষ টাকা ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে। ইহার চতুষ্কোণে ৪টি গম্বুজ এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।



স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যোধপুর রাজ্যের মাকরানা মার্ব্বেল দ্বারা ঐ সৌধ নির্ম্মিত। ইহার সাজসজ্জা বা কারুকার্য্য প্রভৃতি ইটালীয় মার্ব্বেলে গঠিত হইয়াছে। সৌধের শীর্ষদেশে ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিটি ১৬ ফিট উচ্চ ও তিন টন ভারি। প্রধান গম্বুজ জমি হইতে ১৮২ ফিট উচ্চ। সমগ্র সৌধটি ৩৩৯ ফিট দৈর্ঘ্যে ও ২২৮ ফিট প্রস্থে। ইহার প্রাঙ্গণের উত্তর দরজার সামনে এই সৌধের পরিকল্পনাকারী লর্ড কার্জ্জন সাহেবের বৃহৎ ও সুদৃশ্য মর্ম্মর-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি স্থাপিত। উদ্যানের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি একটি বিশাল দ্বার খিলানের উপর স্থাপিত।

সৌধের ভিতর সম্রাট এডওয়ার্ড, সাম্রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রা, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরী, লর্ড ক্লাইভ, লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রমুখ ব্যক্তির নানা মর্ম্মর-মূর্ত্তি শোভিত। ইহার চিত্রশালায় বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ, বিখ্যাত ইংরেজ ও ভারতীয় মহারথীদের তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। সপ্তম এডওয়ার্ডের ১৮৬৭ সালের জয়পুর ভ্রমণের চিত্রটি অতি বৃহৎ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্যবহৃত পিয়ানো ও লিখিবার মেজটি রক্ষিত আছে। অনেক ঐতিহাসিক কাগজপত্র দলিল ও ছবি রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

মানমন্দির বা অবজারভেটরী—ইহা আলিপুর চিড়িয়াখানার পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৮৬৪ সালের ঝড়ের পরে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সাল হইতে মিঃ ব্লাণ্ডফোর্ড ইহার কার্য্য নিয়মিতভাবে আরম্ভ করেন। ১৮৬৭ সাল হইতে আবহাওয়ার নিত্য গতি ও মাপাদি প্রকাশিত হয়। ইহার শক্তিশালী টেলিস্কোপ-সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি প্রত্যক্ষ করা যায়। নানা যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর গতি, উত্তাপের প্রকোপ, আবহাওয়ার চাপ ও গতি নির্দ্ধারিত হয়। এখানেই সূর্য্যের বিষুব রেখা (Meridian) পরিভ্রমণ লক্ষ্য করিয়া কেল্লার টাইমবল পড়ে। তাহা লক্ষ্য করিয়া কেল্লা হইতে ১টার সময় তোপ গর্জ্জন হয়। তাহা শ্রবণ করিয়া কলিকাতাবাসীরা ঘড়ির সময় নির্দ্ধারণ করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজ—এই বিদ্যায়তনটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত কলেজ এইটিই প্রথম। ৩৯, শঙ্কর ঘোষ লেনে অবস্থিত। কয়েক বৎসর এই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রী বিভাগ খুলিয়াছেন। পৃথক বাড়ীতে ছাত্রীদের শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্তর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এই কলেজে প্রথম শিক্ষাদান-ব্রত আরম্ভ করেন। ইহার ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১৬০০।

সিটি কলেজ—১০২-১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নবনির্ম্মিত সুবৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। এই বাড়ী প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে গোলদীঘির দক্ষিণে সিটি স্কুল নামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই স্কুল পরে ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপন কর্ত্তৃক কলেজরূপে উদ্ঘোষিত হয়। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

রিপন কলেজ—১৮৮০ সালে প্রেসিডেন্সী স্কুল রূপে ইহা স্থাপিত। পরে স্তর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক ইহা কলেজে পরিণত হয়। তিনি এই কলেজের পরিচালনভার নিজ হস্তে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। যখন স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ, তখন এই কলেজ কলিকাতার এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনে পরিণত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার হ্যারিসন রোডের নিজ বাটী ১৯১৪ সালে নির্ম্মিত হয়।

বঙ্গবাসী কলেজ—২৮, স্কট লেনে নিজ বাটীতে ১৮৮৬ সালে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দ্বারা স্কুল রূপে স্থাপিত। ইহা ১৮৮৭ সালে কলেজে পরিণত হয়। ৪৭ বৎসর ধরিয়া প্রিন্সিপ্যাল গিরীশ বসুর নিজ পরিচালনায় ও কর্ত্তৃত্বাধীনে এই কলেজ চলিতেছে। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের মধ্যে ইহার ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

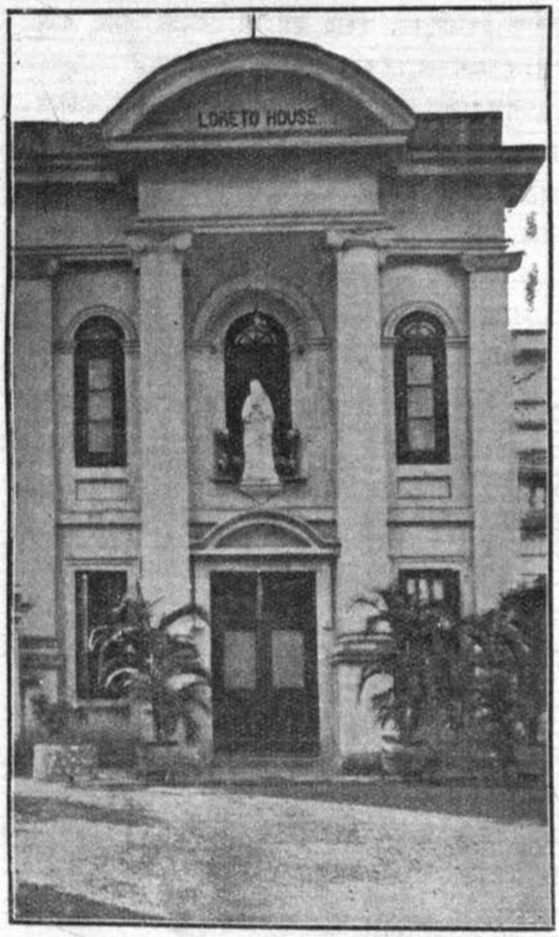
সেন্ট্ পল ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ—৩৩-১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বৃহৎ ক্ষেত্রে ও সুবৃহৎ হর্ম্ম্যে এই কলেজ বর্ত্তমানে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণে বিখ্যাত লং সাহেবের গীর্জ্জা এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৮৬৫ সালে ২২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে ইহা মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত।

আশুতোষ কলেজ—রসারোড সাউথ ভবানীপুরে অবস্থিত। ১৯০৬ সালে ভবানীপুরে প্রাচীন এল, এম, এস কলেজ (১নং রসা রোড) উঠিয়া যাওয়াতে স্তর আশুতোষ মুখার্জ্জি দ্বারা সাউথ সুবারবন কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালে আশুতোষের মৃত্যুর পর আশুতোষ কলেজ নামে অভিহিত হয়। ইহা দক্ষিণ কলিকাতার একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ। তিন বৎসর হইল ছাত্রীদের পৃথক সময়ে পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। ২৪০ ছাত্রী ও ৭৫০ ছাত্র বর্ত্তমানে পড়িতেছে। হাজরা পার্কের উত্তরে করপোরেশনের জমিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার বিশাল বাটী নির্ম্মিত হইতেছে।

ইসলামিয়া কলেজ—ইহা ৮, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে অবস্থিত। ১৯২৬ সালে গভর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষাদানের জন্য ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বাটী সুদৃশ্য ও প্রাচ্য স্থপতির এক নিদর্শন।

মহিলা বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান

লরেটো হাউস—ইহা ৭ মিডলটন রোডে অবস্থিত। ১৮৪২ সালে সিষ্টার লরেটোর দ্বারা ইংরেজ মহিলাদের উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য স্থাপিত হয়। এখানে কেম্ব্রিজ



লরেটো হাউস্

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারায় শিক্ষা প্রদান হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ১৮৮৯ সাল হইতে সংশ্লিষ্ট; বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় বাঙালী রমণীও এখানে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

ডায়োসিসান কলেজ—ইহা ৪৭, এলগিন রোডে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্থাপিত। ১৯০৭ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ভারতীয় রমণীদের উচ্চ শিক্ষা দিবার উচ্চাঙ্গের প্রতিষ্ঠান। এখানে বি, টি, পড়ান হয়।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশ্যন—ইহা ৭৮, আপার সার্কুলার রোড়ে 'কমল কুটীর' গৃহে (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আবাসবাটীতে) অবস্থিত। ইহা প্রথমে বালিকা বিদ্যালয় রূপে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা ১৮৭১ সালে স্থাপিত। কেশব সেনের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী এই সম্পত্তি উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩২ সাল হইতে ইহা বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজে পরিণত হইয়াছে।

গোখেল মেমোরিয়াল গার্ল্স্ স্কুল ও কলেজ—১৯২০ সালে মিসেস পি, কে, রায় কর্তৃক ভবানীপুরে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২।১, হরিশ মুখার্জ্জি রোডে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নবনির্ম্মিত সুরম্য অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে সিনিয়র কেম্ব্রিজ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। মিস্ রাণী ঘোষ, এম-এ, ইহার প্রিন্সিপাল।

বেলতলা গার্ল্স্ স্কুল ও কলেজ—২০।১, শ্যামানন্দ রোডে নিজ বাটীতে অবস্থিত। ৮০০ শত ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। কলিকাতার অন্য কোন বালিকা বিদ্যালয়ে এত ছাত্রী অধ্যয়ন করে না। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। আই-এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ১৯২০ সালে জুলাই মাসে স্থাপিত। ১৯২৭ সালে লেডী যাদুমণি মুখার্জ্জির দ্বারা নবগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন—২৯৪।১, আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। করপোরেশন-প্রদত্ত এক বিঘা জমির উপর ৬২,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার নব-গৃহ ১৯৩৩ সালে নির্ম্মিত। মহীয়সী মহিলা হরিমতি দত্ত বিধবাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ৩,৫০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। এখানে ৫০টি

হিন্দু বিধবাকে বিনা খরচায় রাখিয়া জীবিকা অর্জ্জন উপযোগী শিল্প ও ট্রেনিং শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৯২২ সালে স্থাপিত ও নারীশিক্ষা সমিতির দ্বারা পরিচালিত। সমিতির এই বিধবা আশ্রম ব্যতীত নারীদের শিল্প শিক্ষাদান জন্য মহিলা শিল্প ভবন ও পল্লীতে আরও ৪০টি বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া থাকেন। লেডী অবলা বসু এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা। এই সমিতির উদ্যোগে বাংলায় নারী দ্বারা পরিচালিত "নারী সমবায় ভাণ্ডার" নামে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত একটি সমবায় দোকান খুলিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্প আশ্রম—এই আশ্রমটি বালীগঞ্জে ৫৩।২ হাজরা রোডের চৌ-মাথায় প্রায় দুই বিঘা জমির উপর অবস্থিত। বাংলার সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী দ্বারা ১৯০৬ সালে স্থাপিত। এখানে বিধবাদের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ইহার সভানেত্রী।

গোবিন্দকুমার হোম—অপ্রাপ্তবয়স্কা পতিতা ও নিগৃহীতা নারীদের উদ্ধার করিয়া তাহাদের সৎপথে রাখিয়া জীবিকার্জ্জন ও চরিত্র-গঠন শিক্ষা ও আশ্রয় দান নিমিত্ত ১৯২৬ সালে স্থাপিত। পানিহাটীতে এই আশ্রম বাটী অবস্থিত। কলিকাতার লর্ড বিশপ ইহার কর্ণধার।

সরোজনলিনী এসোসিয়েসন্—১৯২৫ সালে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, I. C. S. মহাশয়ের স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত। ইহা ৬০-বি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত। মহিলাদের শিল্প শিক্ষা প্রদান এবং মহিলাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই সমিতি স্থাপিত এবং সমগ্র বঙ্গ ও ভারতব্যাপিয়া ইহার প্রভাবে বহু মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় টালা, শ্যামপুকুর, রাজবালা, ল্যান্সডাউন, লেক, বহুবাজার, কসবা ও ঢাকুরিয়ায় মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

"বঙ্গলক্ষ্মী" নামে একখানি মহিলাদের উপযোগী মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে দশ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমতী হেমলতা দেবী ইহার সম্পাদিকা।

ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়——২৯৫, আপার সার্কুলার রোডে সুবৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। প্রধানতঃ চিত্তরঞ্জন দাশের অর্থে ইহার পিতৃনামে নব-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন মেরী কার্পেন্টার হল ও ছাত্রী-আবাস আছে। কলিকাতার মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উচ্চ ইংরেজী বালিকাবিদ্যালয়। ইহা ১৮৯০ সালে স্থাপিত। ইহার ছাত্রীসংখ্যা ৪১২ জন।

সাওকাত মেমোরিয়াল গার্ল স্কুল—মুসলমান বালিকাদের একটি প্রধান শিক্ষা-নিকেতন। ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। ১৯২৩ সালে স্থাপিত। ছাত্রী সংখ্যা ১১১ জন।

স্যর রমেশ গার্ল স্কুল—১৫, যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর। ১৮৯৪ সালে স্থাপিত। বর্ত্তমানে ইহা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৩১ সালে নব-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা ২২৫টি। প্রথম বাঙালী চীফ্ জাষ্টিস্ স্যর রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ এই বিদ্যালয় স্থাপিত। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস আর. পি. ঘোষ, বি-টী।

কলিকাতার প্রধান প্রধান বালিকাবিদ্যালয়

মহাকালী পাঠশালা—সুকীয়া ষ্ট্রীট

বীণাপাণি পর্দ্দা হাই স্কুল—১৫, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি বসু, বি-টি।

ইউনাইটেড মিশনারী হাই স্কুল—৩, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড। স্থাপিত ১৮৭৯।

দেশবন্ধু হাই স্কুল—২২১।১, রসারোড। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ ইলা সেন, এম-এ

রাজবালা গার্লস্ হাই স্কুল—২২।১, চক্রবেড়িয়া রোড।

মনোরমা গার্ল হাই স্কুল—৫৫, ল্যান্সডাউন রোড, প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী জ্যোৎবালা দেবী, এম-এ

কমলা গার্ল হাই স্কুল—২৩৭, রাসবিহারী এভেনিউ, প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ শোভা সেন।

স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি হাই স্কুল—৯৩, আপার সার্কুলার রোড।

লেক গার্লস স্কুল—৪৩৩, রাসবিহারী এভেনিউ, প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ সুষমা সেনগুপ্ত, এম-এ।

নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান—১৪, আর্ল ষ্ট্রীট—বয়স্থা ও কুলবধূদিগের শিক্ষালয়। প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সুবর্ণবালা পুরকায়স্থ, এম-এ।

ভারত স্ত্রীশিক্ষা সদন—১৫৯।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী।

কলিকাতায় নারী-শিক্ষার হিসাব—

কলিকাতার নারী বিদ্যালয়		ছাত্রী সংখ্যা
কলেজ	৯	৮৪৪
ট্রেনিং কলেজ	২	৪০
হাই স্কুল	৪০	৭,৭২৩
মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়	১৩	২,০৮৪
ট্রেনিং স্কুল	৮	১,৪১০
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল	৬	৪২৩
মেডিক্যাল কলেজ		১৬
মেডিক্যাল স্কুল		২৮
বিকলাঙ্গ বিদ্যালয়	৭	৫০০
প্রাইমারী স্কুল	১৩৯	১৬,৯০৫

কলিকাতায় করপোরেশন দ্বারা পরিচালিত ৯০টি ও সাধারণের দ্বারা পরিচালিত ৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রীসংখ্যা ১৩,২০৫। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ৩,৭০০ জন ছাত্রী। মোট ১৬,৯০৫ ছাত্রী অধ্যয়ন করে।

কলিকাতায় মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩,৮১,৭৮৬, তন্মধ্যে ১,১৩,৭৯৯ লিখিতে পড়িতে পারে। ৩৭,৮৫৭ জন ইংরেজী জানে।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ—২৫-৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও সুরম্য অট্টালিকায় কলেজ ও ছাত্রাবাস অবস্থিত। ১৯০৮ সালে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতি শিখাইবার জন্য স্থাপিত। ইহার সংশ্লিষ্ট একটি সুপরিচালিত হাই স্কুল এক সুবৃহৎ নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশে ও আসামে মাত্র ২টি বি, টি পড়াইবার কলেজ আছে—একটি ঢাকায় ও অন্যটি এই প্রতিষ্ঠান।

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ—শিবপুরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে, হাওড়ার দক্ষিণে বোটানিকেল গার্ডেনের সন্নিকটে বাংলার একমাত্র স্থপতিবিদ্যার সরকারী কলেজ অবস্থিত। উহা ১৮৮০ সালে স্থাপিত হয়, কলেজ ও ছাত্রাবাসগুলি বৃহৎ ও সুরম্য। এখানে বি, ই, মাইনিং, সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনঃ যাদবপুর—বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ১৯০৬ সালে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। তারকনাথ পালিত, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুবোধ মল্লিক প্রমুখ ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ, এ রসুল, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যর পি, সি, রায় প্রমুখ মনীষীগণের উদ্যোগে বাংলার যুবকদিগকে স্বাধীন ভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এড়ুকেশন স্থাপিত হয়। অনেক বাধা ও বিঘ্নের ভিতর দিয়া এখন ইহা একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯২২ সালে কলিকাতার দক্ষিণে যাদবপুরে কলিকাতা কর্পোরেশন একশত বিঘা জমি দান করেন। তথায় প্রায় সাত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও কারখানা, গৃহের জন্য তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাওয়ার হাউস ও যন্ত্রপাতি খরিদ করিতে দুই লক্ষ টাকা ও ল্যাবরেটরীর জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহাতে ৩০,০০০ টাকা মূল্যের পুস্তক আছে। এখানে চার বৎসরের মেয়াদে মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ান হয়। দুই বৎসর যাবৎ সার্ভে ও ড্রাফট্‌স্‌ম্যান বিদ্যা শেখান হয়। প্রায় ৬৫০টি ছাত্র বর্ত্তমানে শিক্ষা পাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান গঠনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৫০০,০০০৲
মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	২৫০,০০০৲

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক	১,০০,০০০৲
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু	২৫,০০০৲
স্যার রাসবিহারী ঘোষ	১৬,০০,০০০৲
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ	১,০০,০০০৲
কলিকাতা কর্পোরেশন বৎসরে ৩০,০০০ টাকা ও	১০০ বিঘা জমি

বাংলার ইহা এক গৌরবময় প্রতিষ্ঠান।

শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল—এই স্কুলটি ১৯০৯ সালে স্থাপিত। ১৯০১ সালে এই প্রকার শিল্প শিক্ষা প্রদান করিবার প্রস্তাব ভারত-সরকার গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুরে রাজা কিশোরী গোস্বামীর এক বাটীতে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয়। ইহা এখন একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়। গত বৎসর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য দুই সহস্র প্রার্থী হইয়াছিল। শ্রীরামপুরে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রধান কারণ—শ্রীরামপুরে একসময় ছয় শত ঘর তাঁতীর বাস ছিল, তাহারা হাত-মাকু দ্বারা তাঁত বুনিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত। তাঁতীরা হাতে বুনিয়া বিদেশীয় সূতার কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম মনে করিয়া রেশম বুনা আরম্ভ করে। এই কার্য্য কয়েক বৎসর বেশ চলিয়াছিল। পরে তাহার কার্য্যও মন্দা হইয়া আসে। তখন এক ডেনিস্ একটি ঠক্‌ঠকী তাঁত আমদানী করেন। এই তাঁতটি তিনি কাহাকেও দেখাইতেন না। একদিন এক তাঁতীর কামার-বন্ধু তাহা দেখিয়া সেই প্রকার একটি ঠক্‌ঠকী তাঁত প্রস্তুত করে এবং তথায় এই তাঁতের প্রচলন হয়। এই ঘটনা দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের। তাই শ্রীরামপুরে এই উইভিং স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

গভর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল—১১০ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীটে সরকারী বাটীতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। এখানে মেকানিকাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা প্রদান করা হয়। কুটীরশিল্প গঠনের শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে।

গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল্ ইন্‌ষ্টিটিউট—১৯০৫ সালে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। শিক্ষার্থীদের ব্যবসায়-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি জাগরিত করিবার জন্য সরকার ইহা স্থাপন করেন। ব্যাঙ্কিং শিক্ষানবীশ শিখিবার ব্যবস্থা আছে। ১১ হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটে ইহা অবস্থিত।

গভর্ণমেণ্ট রিসার্চ ট্যানারী—কলিকাতার নিকট বেলেঘাটার খাল-ধারে এই বিদ্যালয় অবস্থিত। চামড়া পরিষ্কার, নরম ও রং-করা পদ্ধতি শিখাইবার ও এ-বিষয়ে গবেষণা করিবার সুব্যবস্থা আছে। এখানে অনেক ভদ্রসন্তান চামড়ার কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ—কলিকাতার নিকট সোদপুরে বড় বাজারের এক মাড়োয়ারীর দ্বারা ১৮৮৫ সালে একটি পিঞ্জরাপোল স্থাপিত হয়। প্রায় ১৩০০ পশু, বিশেষতঃ গরুকে, এখানে খাওয়ান হয়। ইহা দেখিয়া Dr. Keneth McLeod ও কয়েক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী সরকারের ১৮৮৬ সালের প্রস্তাবিত পশু-চিকিৎসালয় সোদপুরে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। মাড়োয়ারীরা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০,০০০ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হন। কিন্তু অবশেষে বেলগাছিয়াতে রাজা সিউ বক্স বগলা তাহার ৩½ বিঘা জমি ও ঐ টাকা দান করাতে বেলগেছিয়ায় ১৮৮২ সালে ২০শে এপ্রিল এই পশু-চিকিৎসার কলেজ ও হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন বাংলার শাসনকর্ত্তা স্যার চার্লস ইলিয়ট কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। স্যার দীন্‌সা মানকজী পেটীট ইহার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে গভর্ণমেণ্ট ৫ বিঘা জমি খরিদ করিয়া সুবৃহৎ কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮০৪ সালে ইহা প্রথম খোলা হয় ও ১৮৯৮ সালে ইহা কলেজে পরিণত হয়।

কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়—২৯৩, আপার সার্কুলার রোডে বিদ্যালয়ের বৃহৎ অট্টালিকায় ছাত্র-ছাত্রী-আবাস ও কারখানা অবস্থিত। মানবের কল্যাণকর এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৩ সালে ১৩, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে শ্রীনাথ সিংহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর যামিনী ব্যানার্জ্জী ও মোহিনী মজুমদার মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্য্যে

ব্রতী হন। যামিনীবাবু ১৮৯৬ সালে আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে মূক ও বধিরদিগের শিক্ষাপ্রদান-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসেন ও তাঁহার চেষ্টায় আজ এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে। চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া এই বিদ্যালয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি গৃহ পরিসরের জন্য ২০,০০০৲ দান করিয়াছেন। ভারতের নানাদেশ হইতে মূক ও বধির বালক-বালিকা শিক্ষাগ্রহণ করিলে সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। অপরের গলগ্রহ না হইয়া দেশের মূক ও বধির সম্প্রদায় ড্রয়ীং, মুদ্রণ, দর্জ্জীর কাজ, ফিটার ম্যান, ছুতার-মিস্ত্রীর কার্য্যে পারদর্শী হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেছে।

কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয়—মানবের হিতকর আর একটি প্রতিষ্ঠান বাঙালীর কৃতিত্ব। ১৮৯৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত। কলিকাতার দক্ষিণে বেহালা গ্রামে এই প্রতিষ্ঠান নিজ আবাসে নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বর্গীয় লালবিহারী সাহা ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয়ে অন্ধ বালক ও বালিকাকে সাধারণ বিদ্যা, শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ-রাইটীং, সঙ্গীত, বেতের সামগ্রী গঠন, তাঁতবুনন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক অন্ধ বালক এখানে শিক্ষা পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং নানা স্থানে চাকুরী বা শিল্পকার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

কলিকাতার বিশিষ্ট স্থান ও সৌধ

গভর্ণমেণ্ট ভবন—ইহা একটি দর্শনীয় স্থান হইলেও সাধারণের দেখিবার সুযোগ নাই। বর্ত্তমান লাট-ভবন নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থানেই আর একটি অট্টালিকা ছিল। তথায় রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। উহা সম্ভবতঃ



লাটভবন তোরণ

১৭৫৭ সালে আরম্ভ হইয়া ১৭৭৩ সালে সমাপ্ত হয়। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস্ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লী প্রথম সঙ্কল্প করেন। কাপ্তেন্ ওয়াট্ (Captain Wyatt) ইহার জন্য স্থপতি নিযুক্ত হইয়া-



লাটভবনের পুরাতন দৃশ্য

ছিলেন। ১৭৯৯ সালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮০৪ সালে শেষ হয়। মোট ব্যয় হইয়াছিল প্রায় দেড়লক্ষ পাউণ্ড। জমি খরিদে ৮০,০০০৲ এবং আসবাবপত্র খরিদে ৫০,০০০৲ ব্যয় হইয়াছিল। এই প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন মিঃ হিকি। এই প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন জমিতে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে নানা যুদ্ধের বিজয়স্মৃতি সকল সযত্নে রক্ষিত আছে।

কারেন্সী অফিস—লালদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত এই বাটীটি প্রথম আগ্রা ব্যাঙ্কের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে উহা গভর্ণমেণ্ট খরিদ করিয়া লইয়া কারেন্সী অফিসে পরিণত করেন।

বেঙ্গল্ ক্লাব্—১৮২৭ সালের প্রথমে ৩৩ নম্বর চৌরঙ্গী ভবনে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা লর্ড মেকলের বাড়ী ছিল। ইহার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন ভাইকাউণ্ট কম্বারমিয়ার্ (Hon'ble Viscount Combermere) ডালহৌসী স্কোয়ারে বর্ত্তমানে নিউম্যান্ কোম্পানী যে বাটীতে আছে সর্ব্বপ্রথম উহা তথায় স্থাপিত হয়, এরূপও উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর উপর মনোরম সুবৃহৎ সৌধ বঙ্গল ক্লাব।

জেনারেল্ পোষ্ট অফিস্—ভারতীয় পোষ্ট অফিস সমূহের মধ্যে এরূপ সুন্দর অট্টালিকা আর আছে কি না সন্দেহ। ১৮৬৮ সালে এই বাটীটি নির্ম্মিত হয়। ইহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট স্থপতি গ্রানভিল সাহেব (Walter B. Granville) ইহার পুর্ব্বে পোষ্ট অফিস নিকটেই ছিল। কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ ইহার উত্তরাংশে ছিল, তাহা পিতলের লাইনের দ্বারা চিহ্নিত আছে।

গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিস্—১৮৭৩ সালে এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়। ইহার টাওয়ারের উচ্চতা ১২০ ফিট এবং অন্যান্য অংশ ৬৬ ফিট।

কাষ্টমস্ হাউস্—১৮১৯ সালে বর্ত্তমান কাষ্টমস্ হাউস নির্ম্মিত হয়। ১৭৬৬ সালে প্রস্তাব হইয়াছিল পুরাতন দুর্গটিকে কাষ্টমস্ হাউসে পরিণত করা হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ক্লাইব ষ্ট্রীটের যে স্থানে ইহা অবস্থিত উহা পুরাতন দুর্গের উত্তর সীমা।

রাইটার্স বিল্ডিংস্—লালদীঘির উত্তর দিকে যেখানে বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং অবস্থিত, বহু পূর্ব্বেও ঐ স্থানে এতাদৃশ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল তাহাকেও রাইটার্স বিল্ডিং বলিত। তখন বর্ত্তমান ডালহৌসী স্কোয়ারকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বলিত। পূর্ব্বে সিভিলিয়ান্ যুবকগণের এদেশে আসার পর এক বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে পণ্ডিত ও মুন্‌সির নিকট ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল সিভিলিয়ান্ যুবকদের সুখ-সুবিধার জন্যই প্রথম এই বাটীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৮৩৬ সালে একটি বিধি নির্দ্ধারিত হওয়ায় সিভিলিয়ান ছাত্রগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত অন্যত্র থাকিতে পারিতেন। তখন হইতে



জেনারেল পোষ্ট অফিস

সাধারণের প্রয়োজন এবং গুদামরূপে ব্যবহারের জন্য উহা ভাড়া দেওয়া হয়। এই অট্টালিকার নির্ম্মাণকাল জানিতে



বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং

পারা যায় না, ১৭৮০ সালে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২১ সালের পর ইহাকে সংস্কৃত করিয়া সৌষ্ঠবসম্পন্ন করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এই বাটীতেই ছিল। উহা উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে উহাকে সরকারী অফিসে পরিণত করা হয়।

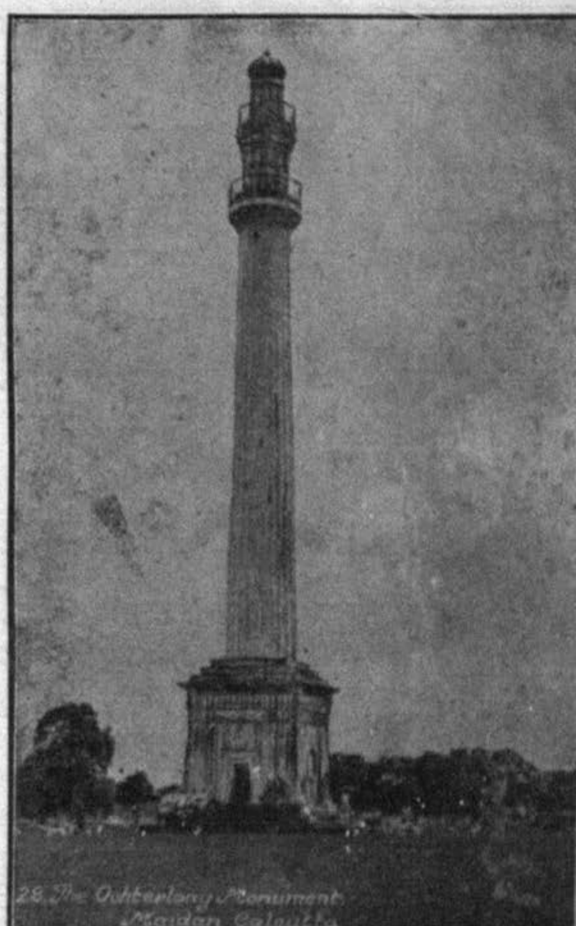
অক্টারলনি মনুমেণ্ট—স্যার ডেভিড্ অক্টারলনীর স্মৃতি-রক্ষা কল্পে নির্ম্মিত এই মনুমেণ্টটি কলিকাতার অন্যতম সম্পদ। ১৮২৮ সালে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই স্মৃতিস্তম্ভের উচ্চতা ১৬৫ ফিট।



১। স্মৃতি স্তম্ভ। ২। পুরাতন দুর্গের অংশ ৩। সিভিল অফিসারদের বাসভবন। ৪। লালদীঘির অংশ

বেল্‌ভেডিয়ার—ইহা ১৮৫৪ হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত ছোটলাটের বাসভবন বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা আলিপুরের জু-গার্ডেনের অনতিদূরে অবস্থিত। উপস্থিত কলিকাতায় ভাইসরয়ের আবাসবাটী। উহা ক্রাঙ্কল্যাণ্ড নামক এক সাহেবের বাগান-বাড়ী ছিল। কথিত আছে, প্রিন্স্ আজিম উস্‌শান দ্বারা ১৭০০ সালে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৭৬২ সালে বেলভেডিয়ারের প্রথম নামোল্লেখ দেখা যায়। জানা যায়, ১৭৮০ সালে হেষ্টিংস্ মেজর টলিকে এই বাটী বিক্রয় করেন। তৎপরে কতিপয় হাত ফিরিয়া শেষে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে রবার্ট প্রিন্সেপের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। সাধারণের ইহা দেখিবার বিশেষ সুযোগ নাই।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—এক্ষণে যে ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নামে খ্যাত ১৮০৬ সালের ১লা মে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন উহার নাম ছিল ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা। ১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারী ইহা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নাম প্রাপ্ত হয়। প্রথম ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। :এইটি ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ সরকার সাহচর্য্যে স্থাপিত ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের কলিকাতা ও ভারতের অন্ততম গভর্ণর স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী।

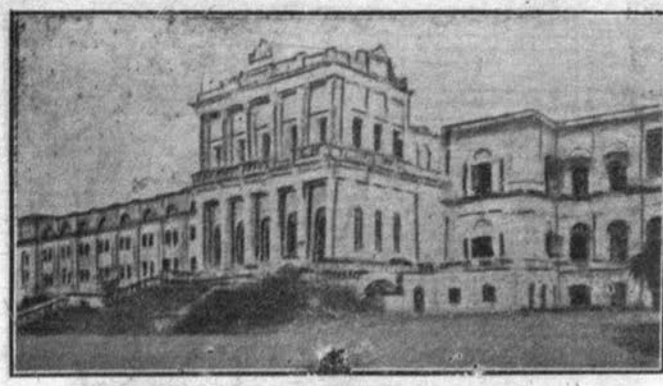


অক্টারলনি মনুমেণ্ট

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাটী—চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের "মারবেল্ হাউস্" নামক সুন্দর প্রাসাদ কলিকাতার অন্ততম দ্রষ্টব্য। এরূপ সুরম্য অট্টালিকা বাংলায় খুব কমই আছে। প্রাসাদের সৌন্দর্য্য ভিন্ন এখানে বহু মূল্যবান চিত্র, প্রস্তরমূর্ত্তি এবং মূল্যবান আসবাবপত্রাদি দেখিবার জিনিষ। এই বাটী-সংলগ্ন একটি চিড়িয়াখানা আছে।

টালার ট্যাঙ্ক—ইহা একটি অতি-বৃহৎ লৌহময় চৌবাচ্চা বা জলাধার, বহুসংখ্যক লৌহস্তম্ভের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা হইতে কলিকাতায় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই অসাধারণ সুউচ্চ জলাধারের চতুষ্পার্শ্বে যাইবার জন্ত একটি অনতিপ্রশস্ত পথ আছে।

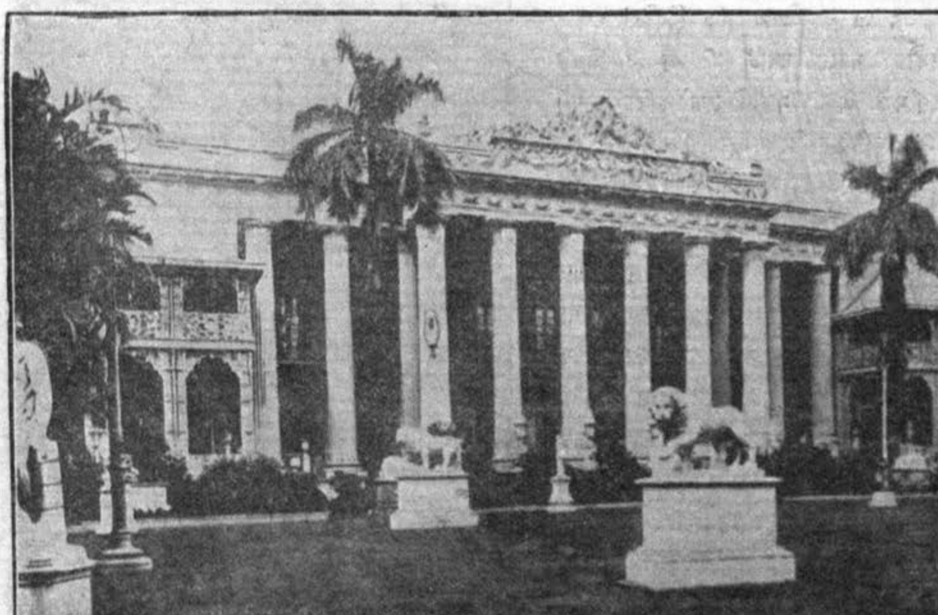
টাউন্ হল্—১৮১৪ সালে কলিকাতার অধিবাসীদের অর্থে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। উক্ত টাকার মধ্যে পাঁচ লক্ষ সিক্কা-টাকা লটারীর দ্বারা তোলা হয়। কাহারও কাহারও মতে ১৮০৬।৭ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়।



বেলভেডিয়ার

হল' ছিল। টাউন হলের পরিধি দৈর্ঘ্যে ১৭২ ফিট, প্রস্থে ৬৫ ফিট।

এসিয়াটিক্ সোসাইটী— ইহা প্রাচ্যে সর্ব্ব-প্রাচীনতম সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পরিষদ। স্যর উইলিয়ম্ জোন্স দ্বারা ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি এবং ওয়ারেন্ হষ্টিংস ইহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক হন। ইহার বর্ত্তমান বাড়ীটি ১৮০৬ সালে নির্ম্মিত হয়। এখানে



রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের প্রাসাদ

বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকীয় ঘোষণাসমূহ ইহার বিস্তৃত সোপানাবলী হইতে বিঘোষিত হইয়া থাকে। এই বাটীর মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও প্রস্তর-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এই বাটী নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ১৭৯২ সাল পর্য্যন্ত ওল্ড কোর্ট হাউসে 'টাউন্

বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে নানা গবেষণা মূলক তত্ত্ব-সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এখানে প্রায় ১৬,০০০ সংস্কৃত ও ৫,০০০ পার্সী হস্তলিখিত পুঁথি এবং প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগৃহীত আছে।



টাউন হল



ট্যাকসাল

এসিয়াটীক সোসাইটীর উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম স্থাপিত হয়।

ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট্—সিপাহী বিদ্রোহের বীর-পুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার্থ বিবিধ তহবিলের টাকা ও



ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট্

সাধারণের চাঁদা হইতে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা লালদীঘির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ—ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামে ইহার নামকরণ হয়। ১৭৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে জঙ্গল পরিষ্কার করা আরম্ভ হয় এবং অবিলম্বে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৭৭৩ সালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। এই কার্য্যে মোট ব্যয় হয় দুই মিলিয়ন ষ্টার্লিং। উহা নির্ম্মাণের সময় ভিতরে চারি সহস্র লোক থাকিবার মত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, পরে উহা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উহার পূর্ব্বের দুর্গটি ক্লাইব ষ্ট্রীটে ছিল। ১৬৯২ সালে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দুর্গের ভিতরে উচ্চ স্তম্ভের উপর একটি বল রক্ষিত আছে। তাহা একটায় যখন তোপধ্বনি হয় তখন একটি দণ্ড অবলম্বনে উঠিয়াই পতিত হয়। ডালহৌসী ব্যারাকের চারিতলায় ও কুইন্‌স্‌ব্যারাকে সৈন্যাবাস আছে। ভারতের জঙ্গীলাটের প্রাসাদ ইহার এক ফটকের উপর ছিল। কলিকাতা, পলাশী, চৌরঙ্গী, পানী, ট্রেজারী আলিপুর—এই ছয়টি দরজা আছে।

টাকশাল—বর্ত্তমান টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জার পশ্চিমে একটি টাকশাল ছিল। উহাতে প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয় ১৭৬২ সালে। তামার পয়সা সম্ভবতঃ ১৭৩৩ সালে প্রথম প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান টাকশালের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ১৮২৪ সালের মার্চ্চ মাসে। উহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে এক লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড এবং কলকারখানা বসাইতে ১০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া ইহাতে মোট ৩,১০,০০০ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। কথিত আছে, ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাকশাল। ইহা একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ, তবে ইহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে না, প্রবেশের জন্য অনুমতি লওয়া আবশ্যক।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্—ইহা বাঙালী প্রতিষ্ঠিত একটি জমিদার-সভা। দেশের নানা মঙ্গলামঙ্গল বিষয় ইহাতে আলোচিত হয়।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তির দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সেকালের কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি আছে।

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ ফর্ দি কালটিভেশ্যন্ অব্ সায়ান্স—স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ইহা অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৮৭৬ সালে স্যর রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে উহার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। লর্ড রিপন দ্বারা ১৮৮২ সালে উহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফোঁ (Rev. Father Lafont) ইহার কার্য্যে প্রথমাবধি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে একটি উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরীর আবশ্যক দ্রব্যাদি খরিদ করা হয়। ভিজিয়ানা-গ্রামের তদানীন্তন মহারাজা ৪০,০০০৲ দান করায় তাঁহার নামে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্ম্মিত হয়। অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতেও লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করা

হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বসু, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ মহাত্মাগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি একদিনে ১৭,৫০০৲ দিয়া ৭০ জন আজীবন সভ্য করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে অবাঙালীর কর্ত্তৃত্ব হইতে বাঙালীর করতলগত করিয়াছেন। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের একটি গৌরবের সামগ্রী।

টলিস্ নালা—গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ১৭৭৫ সালে কাপ্তেন টলির দ্বারা ইহা খনন করা হয়। এই খালের মধ্য দিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়ায় যে শুল্ক আদায় করা হইত তাহাতেই ইহার নির্ম্মাণ-ব্যয় উঠিয়া গিয়াছিল। তাঁহার নাম অনুসারেই টালিগঞ্জ নাম হইয়াছে। বর্ত্তমান বেলভেডিয়ার নামক ভবনটি এক সময়ে তাঁহার সম্পত্তি ছিল এবং তিনি তথায় বাস করিতেন।

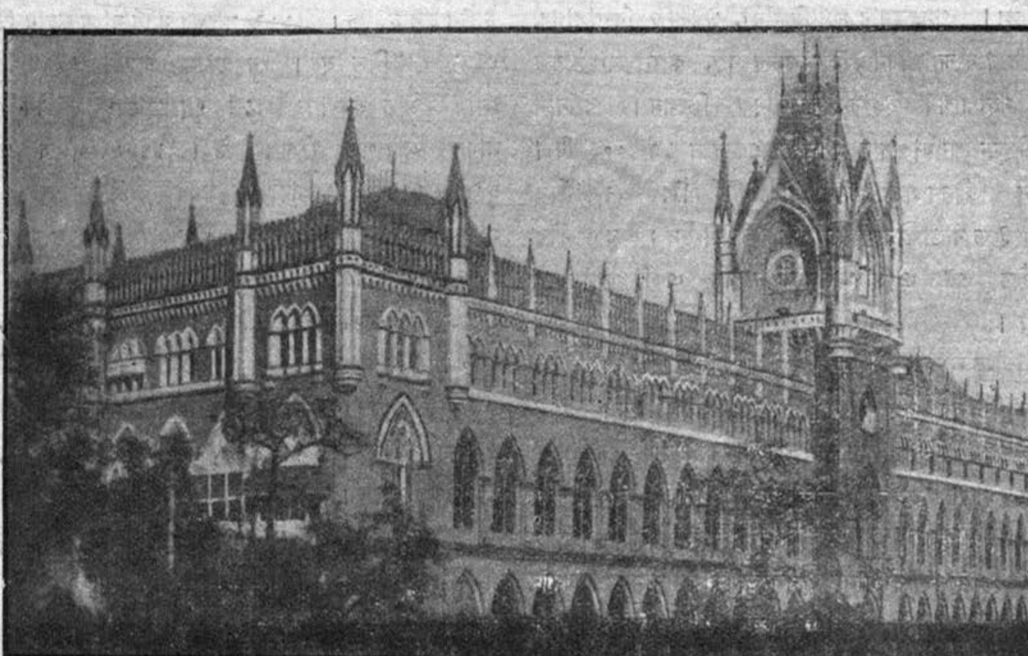
খিদিরপুর ডক্—১৮৭০ সালে পোর্ট কমিশনার্স সমিতি গঠিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের 'মেরিন' বিভাগ হইতে তাঁহারা কলিকাতা বন্দরসমূহের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সালে তাঁহাদের দ্বারা ডকের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ২৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৯২ সালের জুন মাসে এখানে প্রথম জাহাজ প্রবেশ করে। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৩,৩৪,৪৪,৮৭০৲ ব্যয় হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ইহার বহু উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। এই ডক্ একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এই ডক্-নির্ম্মাণের বহু পূর্ব্বে ওয়াটসন্ (Colonel Henry Watson) প্রথম ডক্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ওয়াটসন্ সাহেবের নাম হইতেই ওয়াটগঞ্জ নাম হইয়াছে। নব-নির্ম্মিত কিং জর্জ ডক ভারতের সর্ব্ববৃহৎ পোতাশ্রয়।

হাইকোর্ট—ইহা কলিকাতার গঙ্গার ধারে ইডেন উদ্যানের উত্তরে অবস্থিত। ইহা এখানকার সৌধ-সম্পদের অন্যতম। ইহা ১৮৭২ সালে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার বিশিষ্টতাপূর্ণ নক্সার পরিকল্পনা আসে ইপ্রেসের টাউন্ হল হইতে। ১৮৬২ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হয়। যে স্থানে এক্ষণে এই সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই স্থানেই সুপ্রীম কোর্ট নামক আদালত ছিল। উহা ১৭৯২ সালে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই আদালত প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৪ সালে, তখন বুশিয়ে (Dr. Bouchier) নামক এক সওদাগরের বাটীতে ইহার কার্য্য হইত। এই সৌধ গথিক শিল্প-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। ইহার গম্বুজের উচ্চতা ১৮০ ফিট।

হাইকোর্টের লাইব্রেরী ও অন্যান্য কক্ষে বহু খ্যাতনামা প্রাচীন কালের বিচারপতি ও অন্যান্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি আছে।

ডাক্তার বোসের বিজ্ঞান-মন্দির—ইহা জগৎ-বিখ্যাত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বারা ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-গবেষণাগার। এই মন্দির মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত ১,৫০০ লোকের বসিবার আসন-সম্বলিত কক্ষ আছে, তাহার ছাদের তলদেশ ও দেওয়াল-গাত্র প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত বহু চিত্রে পূর্ণ। বসু-মহাশয় তাঁহার নূতন নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে যন্ত্রাদি সহযোগে এখানে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। বসু-মহাশয়ের পার্শীবাগানস্থিত বাসভবন ঠিক ইহার দক্ষিণ পার্শ্বেই অবস্থিত। এই বসু-বিজ্ঞান-মন্দির শুধু বাংলার নয় ভারতের একটি গৌরবের বস্তু। ইহা ৯৩ আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণটি অতি কবিত্বময়।

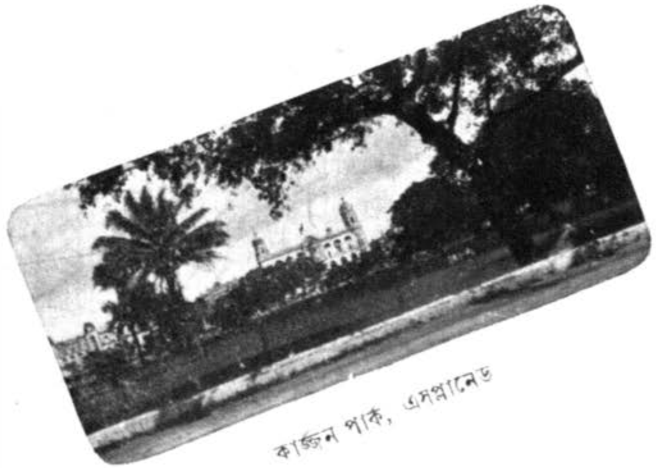
অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান—অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান বা প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে নবনির্ম্মিত এসেম্বলী রুম্, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, সাহেবদের কয়েকটি গোরস্থান, রেস্ কোর্স, নিমতলার শ্মশান ঘাট, আর্ট গ্যালারী ইত্যাদি অনেকের ভাল লাগিতে পারে। যাঁহাদের বাঙালী প্রতিষ্ঠিত কারখানাদি দেখিবার আগ্রহ আছে, তাঁহারা সোপ ফ্যাক্টরী, ট্যানারী, উল্টাডিঙীর সিল্ক ফ্যাক্টরী, দিয়াশলাইয়ের কারখানা, সোদপুরে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, বিস্কুটের কারখানা প্রভৃতি দেখিতে পারেন।



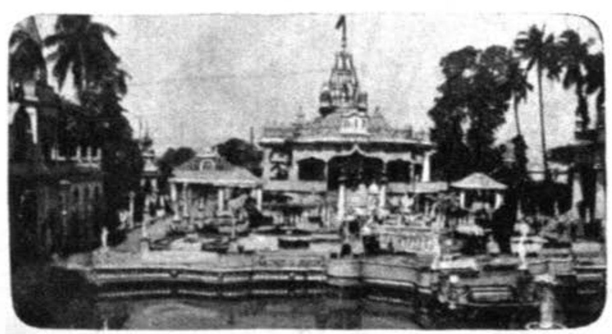
হাইকোর্ট



রেস্ কোর্স

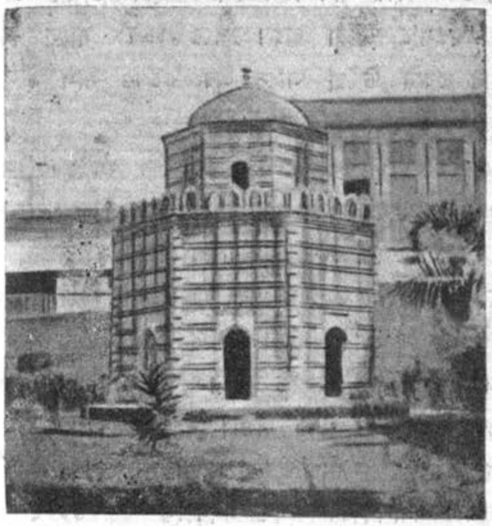

কার্জ্জন পার্ক, এসপ্ল্যানেড


নাবিকদের স্মৃতি-স্তম্ভ, স্ট্র্যাণ্ড রোড

পরেশনাথ মন্দির


হাই কোর্ট


চারনক স্মৃতি-সৌধ—ইহা জব চার্ণকের কবরের উপর নির্ম্মিত কলিকাতার সর্ব্বপ্রাচীন সৌধ।



জব চার্ণকের সমাধিমন্দির

হলওয়েল মনুমেণ্ট—ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকারের সময় যে অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থানে হইয়াছিল। এই স্থানে অন্ধকূপে হত্যার ইংরেজ সিপাহীদের নাম অঙ্কিত করিয়া একটি মর্ম্মর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ্ মার্কেট—১৮৬৬ সালে বাজার-নির্ম্মাণকল্পে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির দ্বারা পুরাতন ফেনউইক্ বাজারের স্থানে ১৮৭৪ সালে এই বাজারটি নির্ম্মিত হয়। জমির মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে মোট তৎকালে ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান্ ও পুলিস কমিশনার স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ্ এই বাজারের স্থাপয়িতা। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর The City of Dreadful Nights গ্রন্থে এই বাজারের একটি বর্ণনা আছে। এই বাজারটি আকার, সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতায় কলিকাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য কোন বাজারে এরূপ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের সমাবেশ দেখা যায় না। প্রায় ৫,০০০ দোকান-ঘর আছে। ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা ছাড়া বিশাল সব্জী, ফল, মেওয়া, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি বিক্রয়ের স্থান আছে।

অন্যান্য বাজার—এখানে আরও বহুসংখ্যক বাজার প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে নূতন বাজার ও নব প্রতিষ্ঠিত কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটটি প্রধান। নূতন বাজারে শাক-সব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বৈঠকখানা বাজার, চাঁদনী, শ্যামবাজার, জগুবাবুর বাজার রাজার-চকের বাজারও ছোট নয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জিনিষের জন্য কলিকাতায় বহু ভিন্ন চক আছে।

কলিকাতায় স্মৃতি-স্তম্ভ ও মূর্ত্তি

১। কলিকাতার গড়ের মাঠে, গঙ্গার ধারে ও উদ্যানে নানা মূর্ত্তিতে শোভিত। গড়ের মাঠের প্রধান স্মৃতি নিদর্শন অক্টারলনী মনুমেণ্ট।

২। সৈনিকদের স্মৃতি—(ক) বৃটিশ সৈন্য-স্তম্ভ সিনাটোপ গভর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণে। (খ) খালাসীদের প্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর। গম্বুজটি পিত্তল-নির্ম্মিত। (গ) বাঙালী সৈনিকদের শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিমে অবস্থিত। (ঘ) শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণে রেল কর্ম্মচারী সৈনিকদের প্রস্তরনির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ।

৩। গোয়ালিয়র স্মৃতি-স্তম্ভ—প্রিন্সেপ ঘাটের নিকট শ্বেত পাথরের বুরুজের উপর ব্রোঞ্জের গম্বুজ। ইহা গোয়ালিয়র রাজার সৎকারের স্মৃতিস্বরূপ।

৪। মহীশূর মেমোরিয়াল—কেওড়াতলার শ্মশানের দক্ষিণে সুবৃহৎ মন্দির ও ঘাট মহীশূরের রাজার শ্মশান-ভূমির উপর নির্ম্মিত।

৫। দেশবন্ধু স্মৃতি-স্তম্ভ—ইহা কেওড়াতলার শ্মশান-ভূমির উপর নির্ম্মিত হইতেছে। ইহা পাথরের ৫৬ হাত উচ্চ মন্দির ও স্তম্ভ এবং শ্মশানযাত্রীর বিশ্রামাগার।

৬। শ্মশান-স্মৃতি-স্তম্ভ—কেওড়াতলার শ্মশানে স্যর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজা বনবিহারী কর্পূর বাহাদুর ও অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতি-চিহ্ন রহিয়াছে।

মূর্ত্তি—গড়ের মাঠে চৌরঙ্গীর উপর আউটরাম, ময়দানে ঘোড়ার উপর মেয়ো, ক্যানিং রেড রোডের উপর লর্ড রবার্টস্, লর্ড কিচনার, লর্ড রিপন, লর্ড ডালহৌসী, লর্ড বেণ্টিঙ্ক, লর্ড ডাফরীন ও অন্যান্য মূর্ত্তি। ভিক্টোরিয়া হলের সামনে লর্ড কার্জ্জনের বৃহৎ মর্ম্মর-মূর্ত্তি। ডালহৌসী স্কোয়ারে স্যর জন উডবরন্, ইডেন এবং অন্যান্য ছোটলাটদের মূর্ত্তি। ইডেন উদ্যানের সম্মুখে নৌ-সেনাপতি নেপিয়ারের মূর্ত্তি। চৌরঙ্গী, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও এসপ্লানেডের মোড়ে স্যর আশুতোষের বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর ও রাধাচরণ পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। হ্যারিসন রোডের মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তি, হেদুয়াতে বটকৃষ্ণ পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তি, বীডন উদ্যানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কবিরাজ দ্বারিকানাথ, সীতানাথ রায়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। জোড়াসাঁকো পার্কে গিরীশ ঘোষ ও দেশবন্ধু পার্কে ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য্যের মূর্ত্তি বিরাজিত। টাউন হলে, সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে সিনেট হাউসেও অনেকগুলি মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে।

হাসপাতাল

মেয়ো হাসপাতাল—ইহা ষ্ট্রাণ্ড রোডের উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠিত। ১৭৯২ সালে রেভারেণ্ড জন্‌ওয়েন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন লেখক বলিয়াছেন, ১৭৯৩ সালে স্যর জন্ শোর ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম ইহা চিৎপুরে ছিল, তখন ইহার নাম ছিল নেটিভ হাসপাতাল। পরে ইহা ধর্ম্মতলায় উঠিয়া যায়। পরে ১৮৭১ সালে ইহা বর্ত্তমান ভবনে উঠিয়া আসে এবং ১৮৭৪ সাল হইতে সাধারণের ব্যবহারে লাগিতেছে।



মেডিক্যাল কলেজ

মেডিক্যাল কলেজ—লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৪ সালে আরম্ভ হইয়া পর বৎসর ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। লটারী কমিটির অবশিষ্ট টাকা, পুরাতন ও নূতন হাসপাতালের তহবিল এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা হইতে ১৮৪৮ সালে ইহার সংলগ্ন হাসপাতাল নির্ম্মিত হয়। ১৮৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে রোগীদের লওয়া হয়। তখন পাঁচ শত রোগী থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম বলিয়া খ্যাত।

ক্যাম্বেল স্কুল ও হাসপাতাল—ইহাও একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে বহু রোগী থাকিবার স্থান আছে। ইহার প্রথম নাম ছিল পপার হাসপাতাল। বাংলার ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের নামে ইহার নামকরণ হয়।

লেডি ডফরিন হাসপাতাল—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত। লেডী ডফরিনের নামে ইহার নাম-করণ হইয়াছে। এখানে স্ত্রীলোকেরাই কেবল স্থান পাইয়া থাকেন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১৯টি রোগিণী থাকেন। এখানে ধাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল—ইহা একটি অতি পুরাতন হাসপাতাল। ১৭০৯ সালে ইহার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সদর দেওয়ানী আদালত যে-বাটীতে ছিল প্রথম অস্থায়ীভাবে ইহা তথায় স্থাপিত হয়। ১৭৬৮ সালে গভর্ণমেণ্ট জেনারেল্



স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জির মূর্ত্তি

হাসপাতালের জন্য কিছু জমি ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই হাসপাতালটি কেবলমাত্র সাহেবদের জন্য প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য হাসপাতাল—এতদ্ভিন্ন মাড়োয়ারী হিন্দু হাসপাতাল, পুলিস হাসপাতাল, কারমাইকেল কলেজ হাসপাতাল, য়্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল একটি দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামে মহাত্মা চিত্তরঞ্জন দাসের বাসভবনে মহিলাদের জন্য যে হাসপাতালটি কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বাঙালীর একটি বিশেষ কীর্ত্তি এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আবাস-বাটীতে স্থাপিত। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই অর্থে এই প্রতিষ্ঠানে অত্যাবশ্যক এবং একান্ত আধুনিক প্রথায় স্ত্রীলোকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ১৯২৬ সালে প্রথম স্থাপি ত হয়। তখন ২৩টি রোগীর আশ্রয় ছিল। এখন ১৩০টি রোগী থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই স্থানে প্রসব, রঞ্জন-রশ্মি-প্রয়োগ ও রেডিয়াম চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। এখানে ৩৬টি ধাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার সংলগ্ন শিশু-হাসপাতালের ভিত্তি মহাত্মা গান্ধী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস——কলিকাতার সাত মাইল দক্ষিণে যাদবপুর ষ্টেশনের নিকট এই হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল—তিলজলা, গোরাচাঁদ রোডে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্থাপিত হইয়া বর্ত্তমানে ইহা এক বৃহদাকার হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আবাস-বাটী

রাজা রামমোহন রায়—ইঁহার বাটী ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে এখানে পুলিস অফিস ও থানা আছে। তৎপরে ৮৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভবনে তিনি ও বংশধরগণ বাস করিতেন। এই স্থানে মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

ওমি চাঁদ—বাগান-বাটী হালসীবাগান। এই ভূমির এক অংশে বর্ত্তমান-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবচরণ শেঠ—কয়লাঘাটায় বর্ত্তমান মেট্‌কাফ হল যেখানে নির্ম্মিত হইয়াছিল সেইস্থানে তাঁহার আবাসস্থল ছিল।

আমির চাঁদ—লায়নস্ রেঞ্জে তাঁহার বাটী ছিল। এখন সেখানে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইনি ২৩ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট) বাস করিতেন। তথায় মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ইনি ৬ নং মানিকতলা মেন রোডে বাস করিতেন, পরে শুঁড়ায় বাস করিতেন। তথায় মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব—রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে ইহার প্রাসাদ ছিল। এখানে মর্ম্মর প্রস্তর-ফলক প্রোথিত আছে।

কেশবচন্দ্র সেন—১৮৩৮ হইতে ১৭৭৭ সাল পর্য্যন্ত ৫৯ ভবানীচরণ দত্ত লেনে, পরে ৭৮ নং আপার সার্কুলার রোডে 'কমল কুটীরে' বাস করিতেন। এখানে মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি ৫নং প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি লেনে (মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে) বাস করিতেন। এখানে মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর পদ্মপুকুরের দক্ষিণে তাঁহার বাটী ছিল। এখানেও মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—খিদিরপুরের পুলের নিকট বড় রাস্তার উপর একটি বাটীতে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন লোপ পাইয়াছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর—৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর

লেনে (জোড়াসাঁকো) তাঁহার প্রাসাদ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, বলেন্দ্রনাথ,—প্রভৃতির আবাসবাটী।

নবাব ওয়াজিদ আলি শা—লক্ষ্ণৌয়ের শেষ স্বাধীন নরপতি ওয়াজিদ আলি নির্ব্বাসিত অবস্থায় মেটীয়াবুরুজে বিশাল কেল্লা ও প্রাসাদে বাস করিতেন। এখনও গঙ্গার তীরে প্রাচীরের চিহ্ন বর্ত্তমান।

রাণী রাসমণি—জানবাজার, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোডে বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

টিপু সুলতান-পুত্র ও বংশধর—টালিগঞ্জে ইঁহাদের প্রাসাদ ও গোরস্থান আদি অদ্যাপি বিরাজিত।

দাতা গৌরীসেন—ইনি বড়বাজার ক্রস্ ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। তাহার কোন চিহ্ন নাই।

ভূকৈলাস-রাজ—এই ঘোষাল-বংশীয়েরা গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে বৃহৎ গড়-বিশিষ্ট প্রাসাদে বাস করিতেন। এখনও তাহা বর্ত্তমান। ইহা ভূকৈলাস নামে প্রতিষ্ঠিত।

দেওয়ান রামকমল সেন—ইঁহার বসতবাটী কলুটোলায় মুরলীধর সেন লেনে। এখানে অনেক সমাধি-মন্দির আছে। প্রস্তর-ফলক প্রোথিত আছে।

কয়েকটি প্রাচীন সৌধ

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী কলেজ—ইহা একটি প্রাচীন উৎকৃষ্ট কলেজ ছিল। ইহার সুবৃহৎ থামওয়ালা বাটী চৌরঙ্গী ও স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডের জংসনে অবস্থিত। ইহা ১৮৫৪ সালে নির্ম্মিত। এখন ইহুদী বালিকাবিদ্যালয়।

ফিমেল অরফ্যান্ এসাইলাম—লোয়ার সার্কুলার রোডে ১৮২১ সালে স্থাপিত।

প্রিন্সেপ ঘাট—টাকশালের কর্ত্তা জেমস্ প্রিন্সেপের স্মৃতিতে নির্ম্মিত। কলিকাতায় যখন রাজধানী ছিল, ডিউক অব এডিনবরা ও কনট, সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স জর্জ (বর্ত্তমানে কিং জর্জ পঞ্চম), সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ তদানীন্তন বিদেশীয় রাজা ও ভাইসরয়গণ প্রথম আগমনে এই ঘাটে উত্তীর্ণ হইতেন ও জনসাধারণ দ্বারা সম্বর্দ্ধনাও পাইতেন।

ইউনাইটেড সার্ভিস্ ক্লাব—১৮৪৮ সালে চৌরঙ্গী রোডে বেঙ্গল মিলিটারী ক্লাব নামে স্থাপিত।

হারমনিক ট্যাভার্ণ—ইহা লালবাজারে বর্ত্তমান পুলিসের প্রধান আড্ডার স্থানে একটি সুদৃশ্য বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বাটী সাধারণ বিশ্রামাগার, এসেমব্লী রুম, বলডান্স ও অভিনয়-কক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন এখানে নাচ-গান চলিতেছিল। ১৭৮৫ সালে এই স্থানে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বিদায়-অভিনন্দন হইয়াছিল।

সাটার্ডে ক্লাব—১৮৭৮ সালে উড ষ্ট্রীটে ইহা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ স্থানের সুবৃহৎ সৌধাবলীতে, ইংরেজদের নাচ-গান, খেলা-ধূলা ও মেলামেশার একটি প্রধান আড্ডা।

খিদিরপুর মিলিটারী অরফ্যান স্কুল—১৭১০ সালে খিদিরপুরে স্থাপিত। এখনও উক্ত স্থানে নূতন একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

ডভ্‌টন কলেজ—১৮৫৪ সালে স্থাপিত হয়। Captain John Dovton ২,৩০,০০০ টাকা দানে পার্ক ষ্ট্রীট্ ও ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন সেই স্থানে থিওডোর ম্যানসন।

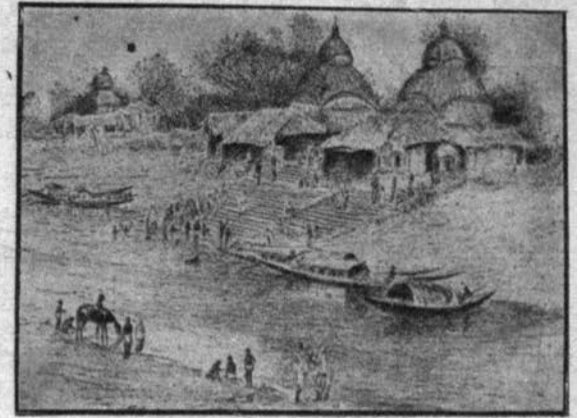
সেরবর্ণ সেমিনারী—চিৎপুর রোডে বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজের দক্ষিণে সম্ভবতঃ মিঃ সেরবর্ণ সাহেবের দ্বারা ১৭৮৪ সালে স্থাপিত। ঠাকুর-বাটীর অনেকে ও রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এইখানে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

সেণ্ট্ জোসেফ স্কুল—১৮৪৩ সালে ৬৯ বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে ইহার বিস্তার সাধিত হইয়াছে।

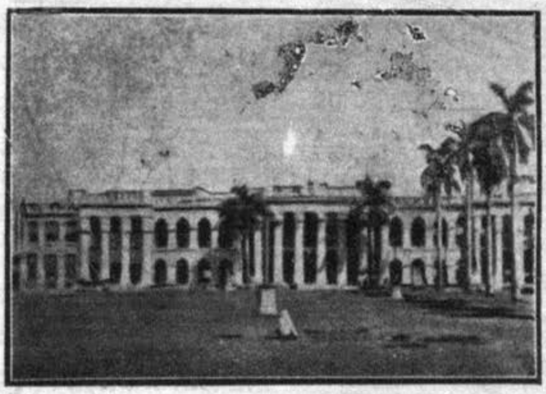
কলিকাতা থিয়েটার—ক্লাইব ষ্ট্রীটে ও লায়ন্স রেঞ্জের কোণে ১৭৭৫ সালে স্থাপিত। হেষ্টিংস্, বারওয়েল, ইম্পে, ম্যানসন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮০৮ সালে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে এখানে ফিনলে মুরের অফিস্।

চৌরঙ্গী থিয়েটার—ইহা ১৮১৩ সালে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮২৯ সালে ইহা অগ্নিদাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে এই রাস্তার নাম থিয়েটার রোড হয়।

বোরোটার বাটী—২৫, ম্যাঙ্গো লেনে অবস্থিত। এখনও এই বাটী বর্ত্তমান।



প্রাচীন কালীঘাট



রায় নন্দলাল বসুর বাটী

মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনাগার

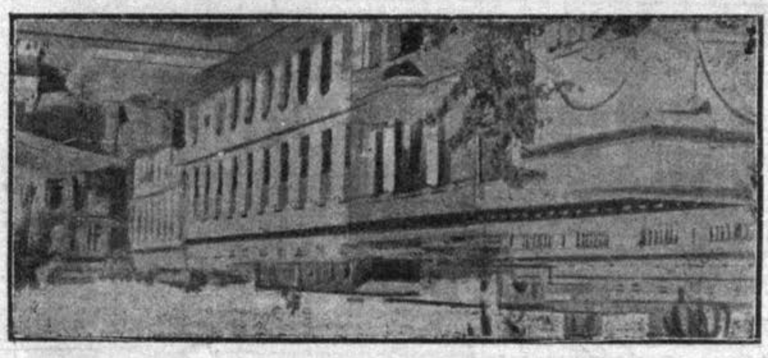
কালীঘাটের মন্দির—কালীঘাট ভারতের একটি হিন্দু মহাতীর্থ, ইহা বাহান্ন পীঠের অন্যতম। হিন্দুমাত্রেরই এই স্থানে শ্রীশ্রীকালীদর্শন করা কর্ত্তব্য। দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বহু প্রকার জনপ্রবাদ ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহার প্রাচীনতার বিষয় সঠিক নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। যতদুর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাতে ইহা কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী দ্বারা জঙ্গল মধ্যে প্রাপ্ত এবং প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বপ্রথম এক পর্ণকুটীরে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৎপরে যশোহরাধিপতি বসন্ত রায় একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দেবীর সেবার জন্য মন্দিরের চতুষ্পার্শে প্রায় ৬০০ বিঘা যে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, কেহ বলেন, ইহার সমস্ত সন্তোষ রায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত,



কালীঘাটের মন্দির

আবার কেহ বলেন, পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ ঐ ভূমি দেবোত্তররূপে দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্দির সন্তোষ রায়ের অর্থে তাঁহার পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায়ের যত্নে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮০৯ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের উচ্চতা ৬০ হাত। এখানে নকুলেশ্বর, শ্যামরায় প্রভৃতি আরও দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত আছে। গঙ্গার ঘাট ও অন্যান্য মন্দিরাদি হুজুরিমল্ল, তারা সিংহ, উদয়নারায়ণ মণ্ডল প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। কালীঘাটে সময় সময় অসংখ্য যাত্রী-সমাগম হইয়া থাকে। অনেকের অনুমান কালীঘাট হইতে কালীক্ষেত্র এবং কালীক্ষেত্র হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাগবাজারের মদনমোহন—এই বিগ্রহ-মূর্ত্তির প্রসিদ্ধিও কম নহে। ইহার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিংবদন্তী



মদনমোহনের মন্দির

এইরূপ—বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন-বিগ্রহ বন্ধক রাখিয়া এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লন। পরে রাজা উহা উদ্ধার করিতে আসিলে মিত্র-মহাশয় একটি অনুরূপ বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া তাহাই রাজাকে প্রদান করেন। পরে তিনি শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরবাটী, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির—ইহাও একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উপকণ্ঠ মধ্যে অবস্থিত। ধর্ম্মশীলা মহাপ্রাণা রাণী রাসমণি স্বপ্নে ৺জগন্মাতার দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ১২৬২ সালে এখানে শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী কালীর প্রতিষ্ঠা ও নবরত্ন মন্দির, নাটমন্দির, ভোগঘর, বিষ্ণুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এখানে আরও কয়েকটি দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার রচিত পঞ্চবটী এখনও বিদ্যমান এবং রামকৃষ্ণ দেবের শয়ন-কক্ষের মধ্যে তাঁহার ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য এখনও যথাযথ সজ্জিত ও রক্ষিত আছে।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—ইহার মধ্যে এক সন্ন্যাসী-প্রতিষ্ঠিত কালী-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেন। এখানে ঐতিহাসিক পুরুষ 'কাল জমিদার' (গোবিন্দরাম মিত্র) দ্বারা নির্ম্মিত এক সুউচ্চ বিরাট মন্দির ১৭৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ইহার উচ্চতা অক্টার্লোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা অধিক ছিল, ১৮২০ সালের ভূমিকম্পে ইহা ভূপতিত হয়। পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দরামের বংশধর অভয়চরণ মিত্র একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে। সাহেবরা এই মন্দিরকে গোবিন্দরাম মিত্রের প্যাগোডা বা ব্লাক প্যাগোডা বলিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—১৮৭৮ সালের ১৫ই মে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে সাধারণের প্রদত্ত প্রায় ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহার বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়।



দক্ষিণেশ্বরের মন্দির



জৈন মন্দির

পরেশনাথের বাগান—মাণিকতলার জৈন মন্দির যে বাগানে প্রতিষ্ঠিত আছে উহাকে লোকে পরেশনাথের বাগান বলিয়া থাকে। ১৮৬৭ সালে রায় বাহাদুর বদ্রীদাস দ্বারা এই সুন্দর ও মূল্যবান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা শীতলনাথ জীর নামে উৎসর্গীকৃত। এরূপ বৈচিত্র্য-পূর্ণ মন্দির কলিকাতায় আর একটিও নাই। ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

নাখোদার মসজিদ—ফৌজদারী-বালাখানার এই

নবনির্ম্মিত মসজিদটি বর্ত্তমানে সকল মুসলমান ভজনালয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এস্থানে ইহার পূর্ব্বের মসজিদটি বৃহৎ ছিল।

ধর্ম্মতলার মসজিদ্—এই সুন্দর মুসলমান ভজনালয়টি টিপু সুলতানের পুত্র গোলাম মহম্মদ কর্ত্তৃক ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মসজিদ্-গাত্রে লিখিত আছে—লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সময়ে টিপু সুলতানের পুত্র কুমার গোলাম মহম্মদের দ্বারা ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ ও মাননীয় কোর্ট অব্ ডিরেক্টর কর্ত্তৃক তাঁহাকে ১৮৪০ সালে ভাতার দরুণ টাকা প্রদান করার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হয়।

সেণ্ট্ জন্ গির্জ্জা—কলিকাতায় যে কয়টি প্রোটেষ্টাণ্ট্-দিগের প্রধান গির্জ্জা আছে তন্মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহা প্রথম ১৭৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ও মিঃ জনসনের (Rev. M. Johnson) দ্বারা উৎসৃষ্ট হইয়া লর্ড



ধর্ম্মতলা মসজিদ



সেণ্ট্ জন গির্জ্জা

কর্ণওয়ালিসের দ্বারা উদ্বোধিত হয়। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয় হইয়াছিল মোট এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। মহারাজা নবকৃষ্ণ ৩০,০০০ টাকা মূল্যের একখণ্ড সংলগ্ন জমি গির্জ্জার জন্য দান করেন। এই গির্জ্জার আসবাবপত্র, মখমল ও ঘণ্টার জন্য কোম্পানী ১২,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিত্রকর জোফানি (Zoffany) এখানকার বেদীর জন্য altar-piece বিনামূল্যে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত সুপ্রসিদ্ধ চিত্র "Last Supper" এখানে রক্ষিত আছে। এই গির্জ্জা-সংলগ্ন একটি গোরস্থান আছে; তাহার মধ্যে কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক, ডাক্তার হ্যামিল্টন্ ও অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি আছে। ইহাই পাথরের গির্জ্জা।

গৌড়ীয় মঠ—বাগবাজারে অতি সুরম্য ও সুবৃহৎ মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির, চাঁদনী, আশ্রম, লাইব্রেরী, ভজনালয় আদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখান হইতে নানা বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশিত হইতেছে। ভববন্ধুদাস কর্তৃক নির্ম্মিত।

অন্যান্য মন্দির ও উপাসনাগার—এ সকল ছাড়া কলিকাতায় স্থানে স্থানে বহু মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, জৈন প্রভৃতির উপাসনা-মন্দির আছে। তন্মধ্যে পোস্তায় জগন্নাথের মন্দির, বহুবাজারের ফিরিঙ্গী কালী, নোঙ্গরেশ্বর মহাদেব, টালিগঞ্জের মণ্ডলদের মন্দির, বেলেঘাটার লস্করদের মন্দির, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কালীমন্দির, ভোলানাথ মন্দির, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, মাণিক পীর, জুম্মা পীরের আস্তানা, সেণ্ট পল্ ক্যাথিড্রাল্, সেণ্ট্ জেমস্ গির্জ্জা, সেণ্ট এণ্ড্রু গির্জ্জা, রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা ও বেলগেছিয়া জৈনমন্দির, সোনার কার্ত্তিকও উল্লেখযোগ্য।



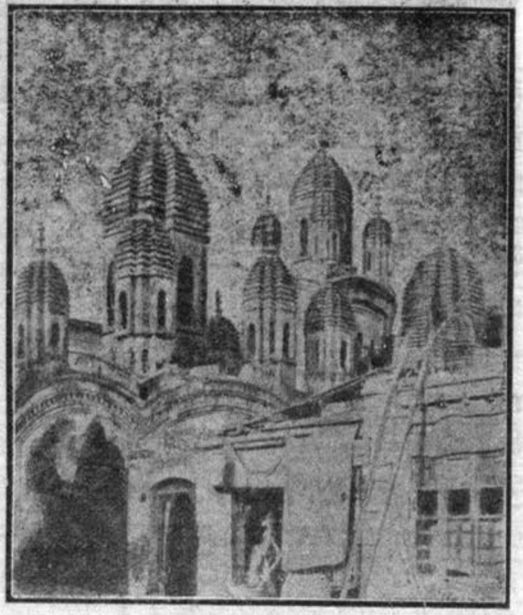
আরমেনীয় গির্জ্জা



নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দির



জগন্নাথ মন্দির—পোস্তা



ভোলানাথ মন্দির



কালীমন্দির—বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট



টালিগঞ্জের মণ্ডলদের মন্দির

সাধারণ ভ্রমণ-স্থান

বোটানিক্যাল্ গার্ডেন্—১৭৮৬ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল্ কিড-এর পরামর্শ অনুসারে কলিকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজের পরপারে এই প্রসিদ্ধ উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই রাজকীয় বাগানের অধ্যক্ষ ছিলেন। কথিত আছে, চা ও সিনকোনা বা কুইনাইনের চাষ সম্বন্ধে প্রথম এই স্থানেই পরীক্ষা হয়। এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদির গাছও বাংলায় প্রথম এই স্থানে রোপিত হয়। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ১৬১ বৎসরের বটবৃক্ষটি বিশাল, না দেখিলে তাহার আকার কল্পনা করা দুরূহ। এখানে কর্ণেল কিডের একটি প্রস্তরময় স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। এই কিডের নাম হইতেই খিদিরপুর নাম হইয়াছে। এই উদ্যানটি সকলেরই দেখা উচিত।

ইডেন্ গার্ডেন—কলিকাতার মধ্যে বেড়াইবার জন্য এমন মনোরম উদ্যান আর নাই। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শাসনকালে তাঁহার ভগিনী মিসেস্ ইডেন্ দ্বারা ১৮৪০ সালে এই উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে যে ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা আছে উহা ১৮৫৪ সালে ব্রহ্মযুদ্ধের পর প্রোম হইতে বিজয়-চিহ্নরূপে ইংরেজ বাহাদুর কর্ত্তৃক আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

হর্টিকালচারাল্ সোসাইটীর উদ্যান—উদ্ভিদতত্ত্ব ও বৃক্ষলতাদি বিষয়ে যাঁহাদের সখ আছে তাঁহাদের আলিপুরস্থিত এই বাগানটি দেখা উচিত। এই সোসাইটী ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশনারী জেমস্ কেরির উদ্যোগেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

জুলজিক্যাল্ গার্ডেন—ইহা একাধারে একটি মনোরম সুবিন্যস্ত উদ্যান ও পশুশালা। ইহাও আলিপুরে অবস্থিত; সাধারণতঃ ইহা আলিপুরের চিড়িয়াখানা নামে খ্যাত। ১৮৬৭ সালে ডাক্তার ফেরার সর্ব্বপ্রথম এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে পরিকল্পনা করেন। ছয় বৎসর পরে মিঃ শ্টীউয়েণ্ডার (Mr. L. Schwender)এর চেষ্টায় এসিয়াটিক্ সোসাইটী এবং হর্টিকালচারাল্ সোসাইটী প্রস্তাবিত বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং ১৮৭১ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হয়। ১৮৭৬ সালের ১লা জানুয়ারী সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ রূপে ভারত-ভ্রমণে আসিয়া উহার উদ্বোধন করেন।

দেশবন্ধু পার্ক—উত্তর-কলিকাতার বাঙালীদের প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের জন্য এমন বৃহৎ উদ্যান আর নাই। ইহা শ্যামবাজারের নিকট রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে উৎসৃষ্ট।

লেক্ রোড—দক্ষিণ-কলিকাতায় নরনারীদের ভ্রমণের জন্য এমন সুরম্য স্থান আর নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার নবনির্ম্মিত কৃত্রিম হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ কলিকাতার সান্ধ্য ভ্রমণের পক্ষে তুলনাহীন বলিলেও হয়। এ সকল স্থান পূর্ব্বে অতি অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর ছিল।

গ্রীয়ার পার্ক—আপার সার্কুলার রোডের পার্শ্বে সায়ান্স কলেজের সম্মুখে এই অনতিবৃহৎ উদ্যানটি অবস্থিত। ইহা কেবলমাত্র মহিলাদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং তদনুরূপ সকল ব্যবস্থা আছে।

বীডন উদ্যান—দেশীয় পল্লীর মধ্যে ইহা একটি পুরাতন পার্ক, ছোটলাট সিসিল্ বীডনের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

কার্জ্জন পার্ক—গড়ের মাঠের উত্তরাংশে লর্ড কার্জ্জনের সময় এই পার্কটি সৃষ্ট হয়। ভ্রমণের পক্ষে ইহা একটি রম্য স্থান।

বালীগঞ্জ পার্ক—এই নবনির্ম্মিত পার্কটি আকারে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দক্ষিণ-কলিকাতার এইটি প্রধান বেড়াইবার স্থান। স্থানটি অতি রমণীয়।

অন্যান্য ভ্রমণের স্থান—এতদ্ভিন্ন গড়ের মাঠ, লালদীঘি, গোলদীঘি, হেদুয়া, ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার প্রভৃতি আরও ছোট-বড় বহু ভ্রমণের উপযোগী স্থান আছে। যাঁহাদের গাছপালায় সখ আছে তাঁহারা ভিক্টোরিয়া নার্সারি, নুরজাহান নার্সারি প্রভৃতি দেখিতে পারেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে।

বেলুড়—রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র বেলুড় মঠের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই স্থানেই তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে গঙ্গার ধারটি অতি মনোরম। পরপারে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের লীলাস্থান, রাণী রাসমণির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর এই পুণ্য তীর্থ বেলুড় মঠ সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোকের পক্ষেই দর্শনীয়।

বালী—ইহা একটি প্রাচীন শহর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে সুবৃহৎ ও সুপ্রশস্ত লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে উহা এখানকার দ্রষ্টব্য। লর্ড ওইলিংডন্ ইহার উদ্বোধন-কার্য্য সমাধা করেন। সেতুটির নাম দেওয়া হইয়াছে "ওইলিংডন্ সেতু"। বালীর খালের উপর যে সেতু আছে প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় বাংলার এরূপ সুদৃঢ় ও সুন্দর সেতু কোথাও ছিল না। এখানে একটি প্রাচীন পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। এরূপ সুবৃহৎ ও মূল্যবান গ্রন্থাগার বাংলায় খুব কমই আছে। এখানে একটি কলেজও আছে। এই দুইটিই স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তি। বালীর উপর প্রান্তে ছোট দুইটি শিব-মন্দির বিশপ হিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কোন্নগর—ইহাও একটি পুরাতন শহর। বাংলায় বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এখানে একটি ডক্ ছিল, উহা বর্ত্তমান দ্বাদশ মন্দির ও ঘাটের উত্তরে অবস্থিত ছিল। এখন সে ডকের চিহ্নমাত্রও নাই। ঘাট ও মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম হরসুন্দর দত্ত।

রিসড়া—ইহার সমৃদ্ধি পূর্ব্বে অধিক ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই স্থানে একটি পল্লী-নিবাস ছিল, তাহাকে "রিসড়া হাউস্" বলিত। অদ্যাপি তথায় "হেষ্টিংস্ ঘাট" নামে একটি ঘাট দৃষ্ট হয়।

মাহেশ—ইহাও একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এখানে যে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য যেরূপ প্রচারিত, পুরীর পর বোধ হয় এরূপ আর অন্যত্র নাই। এই দেব-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রথের সময় এখানে মহা ধূমধাম হইয়া থাকে। এখানকার প্রথম রথখানি এক মোদক দান করিয়াছিলেন।

মাহেশের নিকট বল্লভপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ দেবের জন্য প্রসিদ্ধ। বাওরার রুদ্র পণ্ডিত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

শ্রীরামপুর—খ্রীষ্টান মিশনারীদের সংশ্রবেই প্রধানতঃ শ্রীরামপুর প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার গঠনমূলে এই প্রাচীন নগরীর দান অমূল্য। ডাক্তার মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি স্থষ্ট মিশন দ্বারা যেমন বাংলায় দেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল সেরূপ তাঁহাদেরই পরিশ্রমে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ এখান হইতেই তাঁহারা প্রকাশ করেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় প্রথম বাংলায় মিশনারী ছাপাখানা স্থাপিত হয়। বৈদেশিক ভাবে প্রথম বাংলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহারাই করেন। ভারতে প্রথম ষ্টীম এঞ্জিন্ এই স্থানের কাগজের কলেই আনীত হয়। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" এবং প্রথম বাংলা অক্ষরে নামসহ ভারতের মানচিত্র এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর কলেজও মিশনারীদের অন্যতম কীর্ত্তি। এখানকার

গোরস্থানে পূর্ব্বোক্ত মিশনারী-ত্রয়ের সমাধি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কল ও একটি



উইলিয়ম কেরি

সূতার কল আছে। প্রাচীন শ্রীরামপুর কলেজটিও উল্লেখ-যোগ্য।

তারকেশ্বর—ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া খ্যাত। বাবা তারকনাথ দর্শনার্থ এখানে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। শিবরাত্রির সময় এখানে একটি মেলা বসে, সে সময় বহুসহস্র যাত্রী সমাগম হয়। শেওড়াফুলী ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত একটি স্বতন্ত্র লাইন আছে।

শেওড়াফুলী—এখানকার কালীবাটী ও হাট প্রসিদ্ধ। এখানকার রাজা-মহাশয়েরা এই উভয়েরই প্রতিষ্ঠাতা।

বৈদ্যবাটী—এখানেও একটি অতি পুরাতন সমৃদ্ধ হাট হইয়া থাকে। এখানকার গ্রাম্য দেবী শ্রীশ্রী৺ভদ্রকালী অতি জাগ্রত। সুপ্রসিদ্ধ নিমাইতীর্থের ঘাট এইখানে প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শনার্থ যাইবার কালে গঙ্গাতীরে এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ঘাট-সান্নিধ্যে একটি নিমগাছ রোপিত হইয়াছিল। তদবধি এই স্থান "নিমাইতীর্থ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চন্দননগরের স্বনামধন্য কাশীনাথ কুণ্ডু উক্ত ঘাটের চাঁদনী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র সহিত এই স্থানের সম্পর্ক আছে। এই অঞ্চলের মধ্যে পথিকদের জন্য ডাকবাংলো সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যবাটীতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গৌরহাটী—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই স্থানটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। ইহার কতক অংশ বৃটিশ এবং কতক অংশ ফরাসী দ্বারা অধিকৃত। এক সময় ইহা ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লের একটি রম্য উদ্যান-ভবন বা পল্লীবাস ছিল। গ্রাঁপি (Grandpre) ও কুরি (Right Rev. Daniel Currie) ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এই প্রাসাদকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবন বলিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রাসাদের আর কোন চিহ্ন নাই, কেবল একটি স্তম্ভের অতি সামান্য অংশ মাত্র একটি অশ্বত্থ তরু জড়াইয়া আছে। ১৬৭০ সালে ষ্ট্রাভোরিনস্ (Stravorinus) সহস্রাধিক লোক ধরিতে পারে ইংরেজদের এমন একটি সামরিক দুর্গ এখানে দেখিয়াছিলেন। ১৭৫৭ সালের মে-জুন মাসে মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইব এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন তিনি এই স্থান হইতেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া পলাশী-প্রাঙ্গণে জয়লাভ দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

প্রাচীন কালের গৌরবময় যুগে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গী কবি এণ্টনি সাহেব এই গৌরহাটীতেই বাস করিতেন।

ভদ্রেশ্বর—ইহাও অতি প্রাচীন গ্রাম। শ্রীশ্রী৺ ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও ভদ্রেশ্বরগঞ্জের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। ভদ্রেশ্বরদেবের উৎপত্তির বিবরণ অজ্ঞাত। সাধারণের বিশ্বাস কাশীর বিশ্বেশ্বর, দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের ন্যায়

ইনিও স্বয়ম্ভূ। পূর্ব্বে কালনা ইহতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে এতবড় গঞ্জ আর ছিল না।

ভদ্রেশ্বরের নিকট তেলিনী পাড়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামটিতে সুপ্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির প্রসিদ্ধ।

চন্দননগর—ভাগীরথী-তীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইংরেজদের কথা ছাড়িয়া দিলে এক্ষণে কেবলমাত্র ফরাসীরা ভিন্ন তাঁহাদের আর কেহই নাই। চন্দননগর এই ফরাসীদেরই একটি উপনিবেশ। গঙ্গার ধারে এখনও ইহা একটি সুন্দর নগরী হইলেও ইহার পূর্ব্ব-শ্রী আর নাই; এখন অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া আছে মাত্র। এ স্থানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে। পূর্ব্বকালে এখানে রেশম, নীল, চাউল, বস্ত্র, দড়ি, চিনি প্রভৃতির কাজ খুব বেশী ছিল। তখন সুরাট, তিব্বত, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এখানকার সূক্ষ্ম-বস্ত্র তখন ইউরোপেও রপ্তানি হইত। কিন্তু চন্দননগরের প্রসিদ্ধি শুধু ইহাতেই নহে; এই স্থানের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। চন্দননগরের গৌরবময় যুগে এখানে ফোর্ট দ্য আরলাঁ নামে কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম্ এবং হুগলীর ওলন্দাজ দুর্গ অপেক্ষা দৃঢ় ও আড়ম্বরপূর্ণ একটি দুর্গ ছিল। আজ যে পরাক্রান্ত বৃটিশ জাতি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়, ১৭৫৭ সালে ২৩শে মার্চ এই দুর্গ-পাদমূলেই তাঁহাদের ভাগ্য-পরীক্ষা হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে যে নীতি অবলম্বনে এই চন্দননগরে বসিয়া একদিন ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই নীতি গ্রহণ করিয়াই আজ তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান জাতি।

এখানে পূর্ব্ব-গৌরবের মধ্যে আছে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত "নন্দদুলালের মন্দির।" তাউৎখানার বাগানে ওলন্দাজদের উপাসনা-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, গঙ্গার ধারে, কনভেন্ট-সংলগ্ন গির্জ্জা, কোম্পানীর সময়ের গোরস্থান ও লালদীঘি এবং এখানকার জাগ্রত দেবী শ্রীশ্রী৺বোড়াইচণ্ডী, শ্রীশ্রী৺দশভুজা ও শ্রীশ্রী৺ভুবনেশ্বরী মাতা বিরাজ করিতেছেন। এই নগরেই সুপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা রাসু নৃসিংহ, গোরক্ষনাথ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলমণি পাটুনি, এন্টনি ফিরিঙ্গী, বলরাম কপালী, পাঁচালী-ওয়ালা চিন্তেমালা, নবীন গুঁই, কথক রঘুনাথ শিরোমণি, তমাল অধিকারী এবং বৌ মাষ্টার, মদন মাষ্টার, ব্রজ অধিকারী, মহেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালাগণ বাস করিতেন।

বর্ত্তমান যুগের কথা আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় বাঙালীর দ্বারা সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা) এই চন্দননগরে। গত মহাযুদ্ধে প্রথম যিনি (যোগেন্দ্রনাথ সেন) প্রাণ দিয়াছিলেন তিনি চন্দননগরবাসী। প্রথম বাঙালী সৈন্যদল যাঁহারা যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাঁহারা এই স্থান হইতেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা যখন প্রথম উন্মেষ হয় সে সময় তিনি এইখানেই বাস করিতেন। আর কানাইলালের জন্মস্থান এই চন্দননগরে।

এখানকার ষ্ট্রাণ্ডরোডটি পরম রমণীয় ও দ্রষ্টব্য স্থান। একটি সুন্দর রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জা, ডুপ্লে কলেজ ও স্কুল, চন্দননগর পুস্তকাগার, নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির ও হুগলী জেলার মধ্যে মেয়েদের জন্য একমাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির। এখানে আগন্তুকদের থাকিবার জন্য "শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" নামে একটি অতিথি-ভবন আছে।

চুঁচুড়া—ওলন্দাজদের অধিকারে আসার পর হইতেই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি, ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানে গাস্টেভাস্ নামক একটি দুর্গ ছিল। উহা কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম ও চন্দননগরের ফোর্ট দ্য আরলাঁর সমসাময়িক। ফরাসীদের মত ওলন্দাজরাও বৃটিশদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারাইয়াছিলেন। ইংরেজ-শাসনে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধনৈশ্বর্য্যে তাঁহারাই ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইংরেজাধিকারে আসার পর দুর্গ ও গভর্ণমেণ্ট-ভবন বিনষ্ট

করিয়া ফেলা হয় এবং তৎস্থানে একটি ব্যারাক নির্ম্মিত হয়। উহার মধ্যে এক সহস্র লোকের থাকিবার স্থান ছিল। এক্ষণে এই বাটীতে কাছারি, কলেক্টরী প্রভৃতি আছে। এতাদৃশ দীর্ঘ অট্টালিকা ভারতের মধ্যে কমই আছে। এখানে হুগলী কলেজ, কলিজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসা জেলার গৌরবের বস্তু। ইহা প্রাতঃস্মরণীয় দানশীল মাহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীনের অন্যতম কীর্ত্তি। এখানে আর ৩তিনটি ইংরেজী বিদ্যালয় আছে।

এখানকার প্রাচীন সৌধাদির মধ্যে আরমেনীয়দের দ্বারা ১৬৯৫ সালে নির্ম্মিত খ্রীষ্টান উপাসনা-মন্দির, গঙ্গার ধারের গির্জ্জা ও গোরস্থানটি উল্লেখযোগ্য। স্বনামধন্য মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সুরসিক সাহিত্যিক দীননাথ ধর মহাশয়ের আবাসস্থান এইখানেই। এখানকার গ্রাম্যদেবতা শ্রীশ্রী৺ষণ্ডেশ্বর জীউ নামক মহাদেব অতি প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রতিষ্ঠার বিষয় কিছুই জানা যায় না।

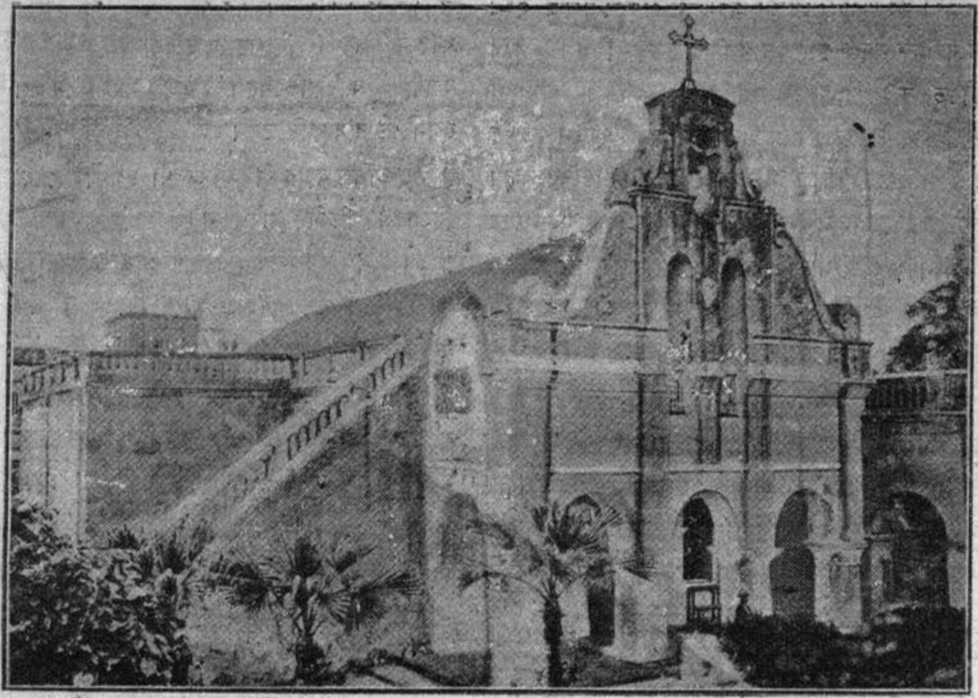
হুগলী—ভাগীরথী-তীরে যে কয়েকটি স্থানে পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অপর সকল স্থান অপেক্ষা প্রাচীন। পোর্ত্তুগীজরাই এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইহার পরিচয়। তাঁহাদের আগমন-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন ১৫৩৭ সালে, আবার কেহ বলেন ১৫৭০ সালে। খ্রীষ্টান-নির্ম্মিত বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম নির্ম্মিত সৌধ ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা ১৫৯৯ সালে তাঁহাদের দ্বারাই ব্যাণ্ডেলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুরাতন গির্জ্জা ও হাজি মহম্মদ মহসীনের অতুলনীয় কীর্ত্তি ইমামবাড়া এবং গঙ্গার উপর লৌহ-নির্ম্মিত সেতু জুবিলী ব্রীজ এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। ইমামবাড়া নির্ম্মাণকল্পে প্রায় পৌণে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে নানা দিক দিয়া হুগলীর সমৃদ্ধি ছিল। ইহা একটি ঐতিহাসিক নগর। মুসলমানেরা হুগলীতে পোর্ত্তুগীজদের পরাজিত করার পর, পঞ্চদশ শত বৎসর বাণিজ্য-সম্পদে সম্পদশালী সাতগাঁ পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতেই তাঁহারা বাংলার রাজকীয় বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীগণ যতদিন পর্য্যন্ত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে অসমর্থ ছিলেন ততদিন তাঁহারা এই স্থানেই ব্যবসা করিয়াছিলেন। এই সময় মোগল-শাসনকর্ত্তা হুগলীতে বাস করিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ নবাব খাঁ জেহান খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার ছিলেন। তিনি মুসলমানদের দুর্গমধ্যে বাস করিতেন। ক্লাইব উহা ধ্বংস করেন, এক্ষণে আর উহার চিহ্নমাত্র নাই। এখানেবর ফ-তোলার মাঠ নামে যে মাঠটি দেখা যায় পূর্ব্বে তথায় বরফ প্রস্তুত হইত। বাংলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে। উইলকিন্স (Charles Wilkins) সাহেব পঞ্চানন কর্ম্মকার ও মনোহর দাসের সহায়তায় এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ সালে হালহেড

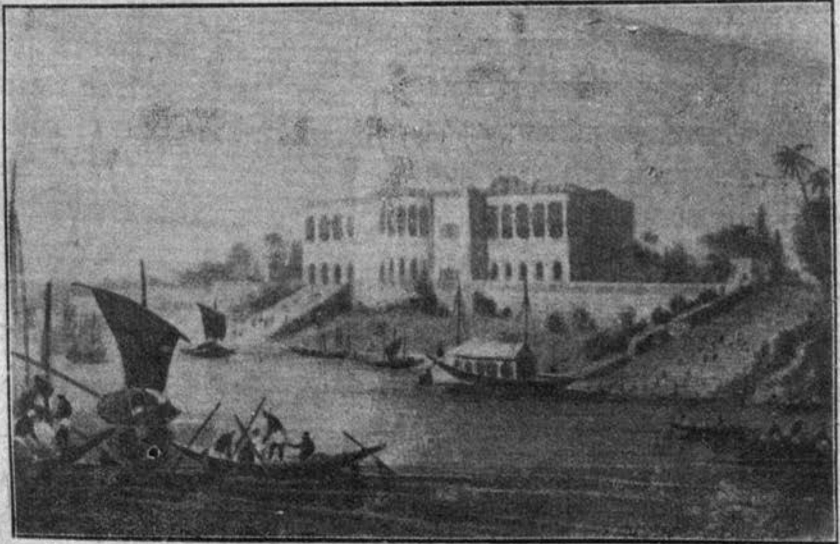


ইমামবাড়া—হুগলী

সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ এই ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। এখানে মল্লিক কাশিমের হাট নামে একটি প্রসিদ্ধ হাট আছে। সুবিখ্যাত গৌরী সেন মহাশয়ের হুগলীতে বাড়ী ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির এখনও বিরাজিত। হুগলীর অনতিদূরে কেওটা নামক স্থানে সারকিট হাউস্ নামক একটি ঐতিহাসিক বাড়ী আছে।



চন্দননগরের প্রাচীন গির্জ্জা



হুগলী কলেজ

বংশবাটী—এখানকার রাজা-মহাশয়দের পরিচয়েই এ-স্থানের পরিচয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বংশের নৃসিংহদেব একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। এখানকার গৌরব ত্রয়োদশ-চূড় হংসেশ্বরী মন্দির তিনিই পত্তন করেন এবং তাঁহার স্ত্রী রাণী শঙ্করী এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া উহাও চতুর্দ্দশেশ্বর দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লিখিত নৃসিংহদেব ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্য একখানি বাংলার মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় তন্ত্র ও কাশী-খণ্ড তর্জ্জমা বিষয়েও তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। পুরাতন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে এখানকার বিষ্ণুমন্দিরটি দেখিবার জিনিষ। শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। বাঁশবেড়িয়াতে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত-শিক্ষার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। ১৮১৮ সালে এখানে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য বার-চৌদ্দটি টোল ছিল। বাঙালী যাজক লইয়া খ্রীষ্টান উপাসনা-মন্দির এই স্থানেই প্রথম স্থাপিত হয়। সেই যাজকের নাম তারাচাঁদ। এখানে পূর্ব্বে নীলের কাজ অনেক ছিল। এখনও পুরাতন নীলকুঠীর বাটী এখানে দেখা যায়। দীনবন্ধু মিত্র রচিত "নীলদর্পণ" নাটকের নীলকুঠীর স্থান এই বংশবাটী।

ত্রিবেণী—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থান এই ত্রিবেণী হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত "পবন দূতম্" নামক সংস্কৃত কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে ইহা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান ছিল। এক সময় এখানে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এবং ত্রিশটিরও অধিক সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় তিনি হিন্দু আইন প্রকাশের বিশেষ ভার লইয়াছিলেন। উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ত্রিবেণীর ঘাট ও তাহার অনতিদূরে সপ্ত শিব মন্দির এবং জাফর খাঁ গাজির সমাধি ও মসজিদ ভিন্ন আর কোন প্রাচীন নিদর্শন এখানে নাই। মসজিদটি ১২৯৮ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া উহার উপাদান হইতে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই জাফর খাঁ মুসলমান হইলেও শুনা যায় গঙ্গাদেবীর পূজা করিতেন।

ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে

দক্ষিণেশ্বর—একটি সামান্য গ্রাম হইলেও এখানকার শ্রীশ্রীকালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকায় স্থানটিকে তীর্থে পরিণত করিয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই পুণ্যবতী রাণী রাসমণির এই মহাকীর্ত্তি দর্শন করা কর্ত্তব্য। এখানে আরও বহু দেব-দেবী বিরাজিত আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস-কক্ষটি এখনও তাঁহার শয্যা ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। গঙ্গাবক্ষ হইতে মন্দির-শোভিত এই স্থানটি অতীব মনোরম।

দমদম—এখানকার গান এণ্ড শেল্ ফ্যাক্টরী প্রধান উল্লেখযোগ্য। নব-প্রতিষ্ঠিত য়্যারোড্রম্ একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

পানিহাটী—ইহা বৈষ্ণবদের একটি প্রিয় স্থান। রাসযাত্রার সময় এবং বৈষ্ণবী মেলা নামে বৎসরে এখানে দুইটি মেলা হইয়া থাকে। রাঘবপণ্ডিতের মাধবীলতা ও সমাধি ভক্তজনের পক্ষে দর্শনীয়। কথিত আছে, পণ্ডিত-প্রবরের দ্বারা এই মাধবীলতা রোপিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে এই শ্রীপাট পানিহাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে এই সময় একটি উৎসব ও বৈষ্ণব-প্রদর্শনী হইতেছে।

ইহার অনতিদূরে খড়দহ। নিত্যানন্দ প্রভুর এই স্থানে আগমন ও বাস হইতে ইহার প্রসিদ্ধি। এখানে নেড়ানেড়ির মেলা হইয়া থাকে।

ব্যারাকপুর—গভর্ণর-জেনারেলের পল্লী-বাস রূপে এই স্থানটি দীর্ঘকাল হইতে পরিচিত। দেশীয় লোকেরা স্থানটিকে চানক্ নাম অভিহিত করিয়া থাকে। ১৬৮৯ সালে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক এই স্থানে একটি বাংলো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন ইহা হইতে চানক নামের উৎপত্তি। এখানকার সৈন্যাবাস, পার্ক, সাহসী সৈনিকদিগের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে সৃষ্ট মেমোরিয়েল হল, গভর্ণমেণ্ট হাউস্, প্যারেড গ্রাউণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান। অসাধারণ বাগ্মী সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যারাকপুরের মধ্যে মণিরামপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

টিটাগড়—পূর্ব্বকালে এখানে একটি ডক ছিল। তৎপরে উদ্ভিদতত্ত্ব-বিষয়ে পরীক্ষার জন্য এখানে কোম্পানীর একটি ৩০০ বিঘা বাগান উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ওয়ালিচের কর্তৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এখানকার কাগজের কল দ্রষ্টব্য।

শ্যাম নগর—এখানকার বর্ত্তমান দ্রষ্টব্য শ্যাম নগরের অন্তর্গত মুলাযোড়ের কালী মন্দির। এই ব্রহ্মময়ী কালী-মূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিব কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহার পার্শ্বেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ, অতিথিশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, মারাঠাদের আক্রমণের সময় বর্দ্ধমানের রাজার দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কেহ অনুমান করেন, উহা বাকি-বাজারস্থ অষ্টেণ্ড কোম্পানীর কুঠীর অংশবিশেষ।

শ্যাম নগরের পর ভাটপাড়া ও কাঁঠালপাড়া নামক গ্রাম দুইটিও প্রসিদ্ধ। ভাটপাড়া পণ্ডিত-প্রধান স্থান ও সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র। কাঁঠালপাড়া বাংলার ঔপন্যাসিক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবাস-স্থান। বঙ্কিমবাবু বাটীর যে-কক্ষে বসিয়া লেখনী চালনা করিতেন সে-কক্ষটি এখনও আছে। 'চন্দ্রশেখরে' বর্ণিত ভীমা পুষ্করিণীর কল্পনা যাহা হইতে আসিয়াছিল সে জলাশয়টিও দেখা যায়।

ঘোষপাড়া—এই স্থানেই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এখানে "হিমসাগর" নামে একটি জলাশয় আছে। সাধারণের বিশ্বাস ইহার জল-স্পর্শে মনোভিলাষ সিদ্ধ হয়। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউল চাঁদের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী রামশরণ পালের সমাধির নিকট একটি ডালিম গাছ আছে; কিংবদন্তী এইরূপ যে, এই দাড়িম্বতলের মৃত্তিকা-স্পর্শে সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।

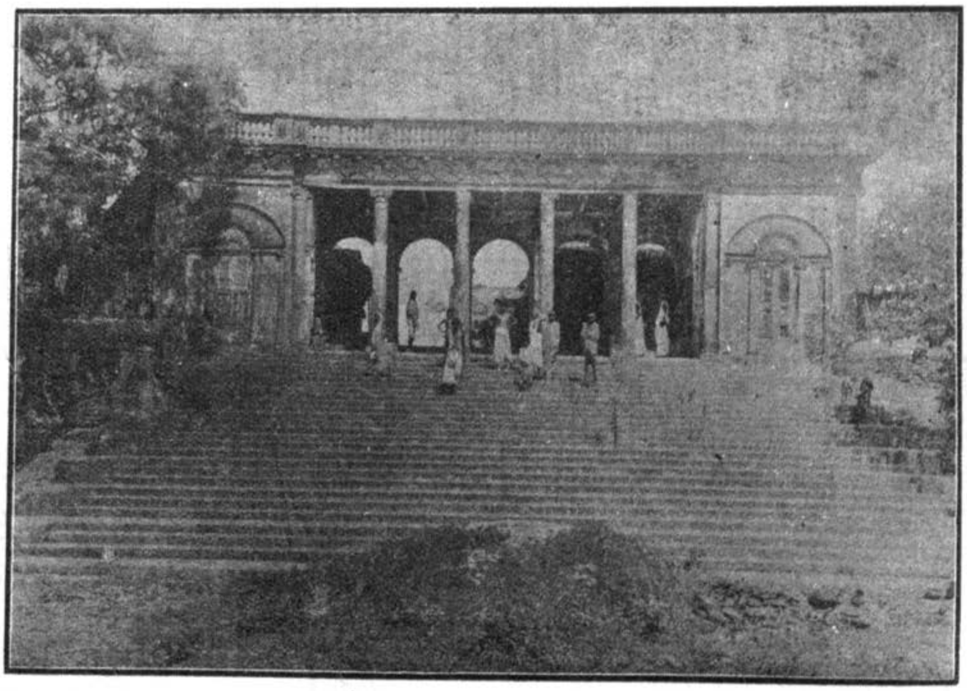
হালি সহর—সাধক কবি রামপ্রসাদের সাধনার স্থান হালি সহর এমন কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হইলেও ভক্তজনের পক্ষে ইহা আদরের স্থান। এখানকার "চৈতন্য ডোবা" চৈতন্যদেবের পুণ্য স্মৃতির সহিত বিজড়িত। রামপ্রসাদের সমসাময়িক ভক্ত-বৈষ্ণব আজু গোঁসাইয়ের ইহা জন্মস্থান। তাঁহার ভিটা এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ যে পঞ্চবটীতে বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান। সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বপুরুষেরা এই স্থানে বাস করিতেন।

হালি সহরের নিকট বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান কুলের পাট। কথিত আছে, কুলিয়া গ্রামের বাচস্পতি-গৃহে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন কয়েক দিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভুর কৃপায় কুলিয়া নরনারীর অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিয়া তিনি বর দিয়াছিলেন। গ্রামের জাগ্রত দেবতা গৌর নিতাই ও দ্বাদশ বকুল এখানকার দ্রষ্টব্য। অগ্রহায়ণ মাসের একাদশী তিথিতে দীর্ঘকাল হইতে শ্রীপাট অপরাধ-ভঞ্জনের মহোৎসব ও একটি মেলা বসিয়া থাকে।

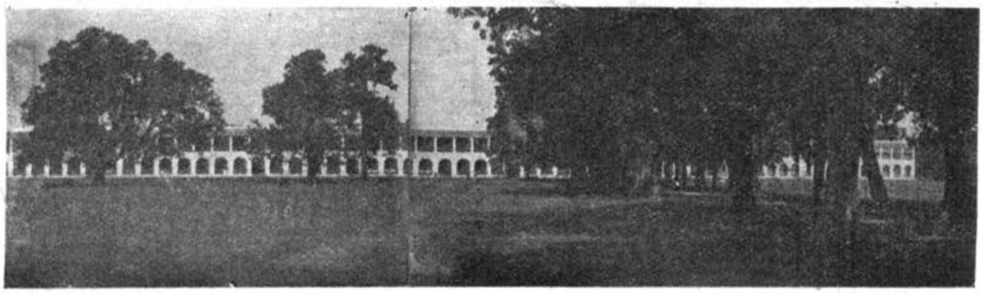
অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান—যাঁহারা সময়ক্ষেপ করিতে পারেন, তাঁহারা বর্দ্ধমান ও কালনায় গিয়া বর্দ্ধমানের রাজাদের কীর্ত্তি সকল দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে সুন্দরবন, ক্যানিং এ-সব স্থানও বেড়াইয়া আসা বিশেষ অসুবিধা নাই। কলিকাতার অতি নিকটে মুচিখোলা, মেটিয়াবুরুজও দেখিয়া আসা দরকার। ষ্টীমার-যোগে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত যাতায়াত বেশ আনন্দদায়ক।



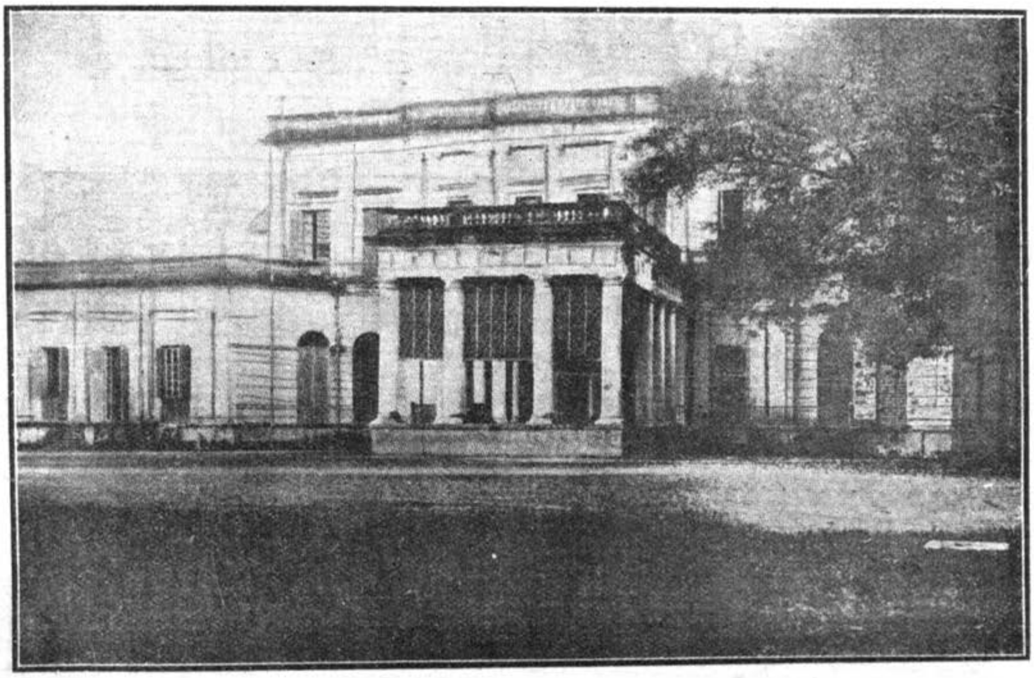
কুলের পাটের মন্দির



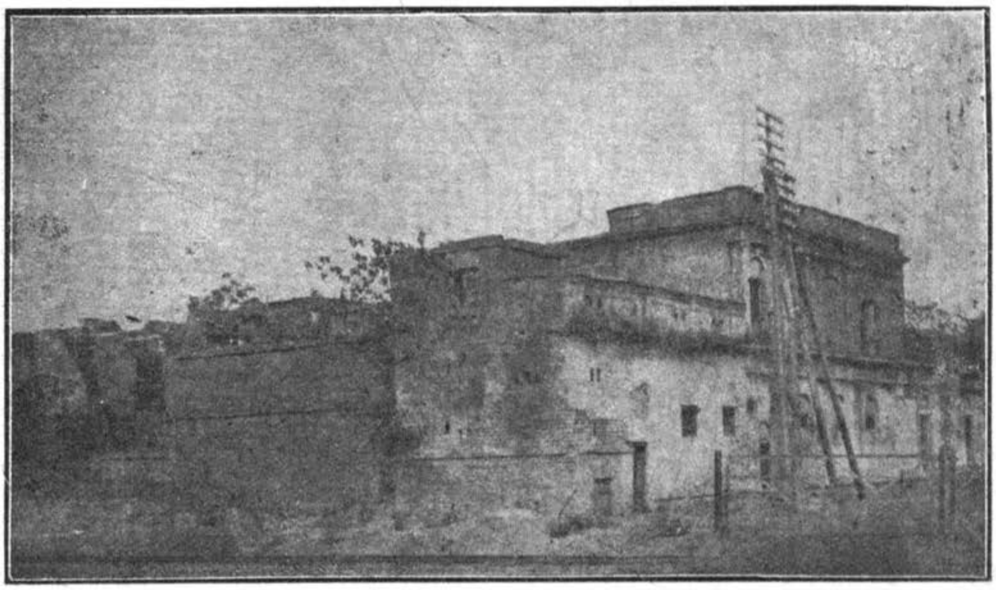
নিমাইতীর্থের ঘাট—বৈদ্যবাটী



চুঁচুড়ার গোরাবারিক



হেষ্টিংস্ হাউস



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী—কাঁঠালপাড়া



রামপ্রসাদের পঞ্চবটী—হালিসহর



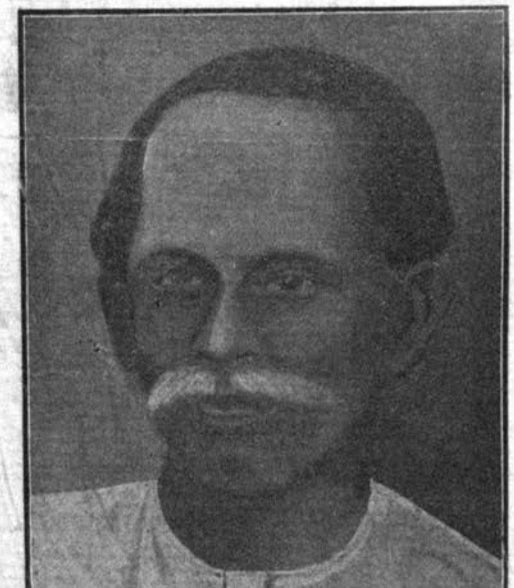
ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা



মুলাযোড়ের কালীবাড়ী

অভয়চরণ মিত্র—ইনি সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধর। নবরত্নের মন্দির ভূমিসাৎ হইবার পর ইনি একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

অক্রূরচন্দ্র দত্ত—ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের নিকট সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারসম্ভূত অক্রূরচন্দ্র দত্ত-মহাশয় কোম্পানীর আমলে কমিসারিয়েট্ বিভাগে কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন। বীরভূমের যুদ্ধব্যাপারে তিনি ইংরেজ-সেনার সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই দত্ত-বংশ নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের জন্য কলিকাতা-সমাজে বিশেষ পরিচিত। খ্যাতনামা মহিলা-কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই দত্ত-পরিবারের বধূ ছিলেন।



অক্ষয়কুমার দত্ত—১২২৭ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮২০ সালে নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রথম তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকরূপে মাসিক আট টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৩ সালে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে তিনি দেশীয়-গণের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহার দেহ-মন নিয়োজিত করেন। তিনি কবিতায় গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুরের দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ইনি ১২৩৬ সালে ২৯শে চৈত্র, ইং ১৮২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদালতে নাজিররূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে সিনিয়ার সরকারী উকিল হন। হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, ১৮৭০ সালে তিনি উক্ত আসন লাভ করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং ফ্যাকাল্টি অব্ ল-র সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭১ সালে মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকপ্রাপ্ত হন।

অমৃতলাল বসু—ইনি ১২৬০ সালে ৬ই বৈশাখ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের ইনি একজন অন্যতম উদ্যোগী। ইনি প্রথমে ন্যাশন্যাল্, বেঙ্গল্ প্রভৃতি নাট্যশালার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। পরে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও অন্যতম অংশীদার হন। সুনিপুণ অভিনেতারূপেই ইঁহার খ্যাতির সূত্রপাত হইলেও ইনি এক জন সাহিত্যরথী, সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার লিখিত "বিজয়-বসন্ত," "তরুবালা," "হরিশ্চন্দ্র" প্রভৃতি নাটক ও "বিবাহবিভ্রাট", "তাজ্জব ব্যাপার", "একাকার" প্রভৃতি প্রহসনগুলি বাংলার বিশেষ আদরের বস্তু। ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের একবার সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্যামবাজারে ইঁহার চেষ্টায় একটি বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'অমৃত মদিরা' ইহার একটি সুকাব্য। ১৩৩৬ সালে ১৮ই আষাঢ় ইহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার বড়াল—ইনি ১৮৬০ সালে চোর-বাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আদিনিবাস চন্দননগর। ইনি এক জন সুকবি ছিলেন। ইহার রচিত "প্রদীপ," "এষা", "শঙ্খ" "কনকাঞ্জলি" প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় এক সময় বিশেষ আদৃত ছিল।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—১২৮৫ সালে কলিকাতায় ইহার জন্ম হয়। ইনি এক জন যশস্বী অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন। প্রথম সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি এক জন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে তাঁহার পারদর্শিতা অসাধারণ ছিল। ১৩১৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী এক জন সুপরিচিত সাহিত্যসেবী এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—ইনি কতিপয় গীতিনাট্য, নাটক ও সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার রচিত "নন্দবিদায়" এক সময় খুব প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ও রমেশচন্দ্র দত্তের অনেকগুলি উপন্যাস কৃতিত্বের সহিত ইনি নাটকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে ইহার মৃত্যু হয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—বাংলার উজ্জ্বলতম রত্ন বাণীর বরপুত্র আশুতোষ ১৮৬৪ সালের জুন মাসে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়া প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং পরে বি-এল ও ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার ন্যায় মেধাবী ও প্রতিভাবান্ ছাত্র অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ব্যবহারাজীবীরূপে তাঁহার দক্ষতা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিন তিনি অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির আসনও অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কর্ম্মবীর আশুতোষের প্রসিদ্ধি ইহাতেই শেষ হয় নাই, তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার সংস্কার ও উন্নতিসাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, উচ্চ পরীক্ষাসকলের প্রধান পরীক্ষক এবং ইহার প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও বড়লাটের সভার সদস্যপদ তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে মনোনীত হন। তিনি অশেষবিধ সংস্কার সাধন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে নূতন সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। আট বৎসর কাল উক্ত পদে আসীন থাকিয়া তিনি উহা ত্যাগ করেন। পরে বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক ইউনিভার্সিটি কমিশনের সভ্য মনোনীত হন। আজ তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গভাষা এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-স্থিত তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তিতে তাহা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।

আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় অল্পে দেওয়া বা তিনি যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন তাহার সম্যক উল্লেখ সম্ভবপর নহে। তাঁহার উপাধি-তালিকাও বহু। তিনি সি-আই-ই, নাইট্, সরস্বতী, বাণী-বিনোদ, সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে পাটনায় অকস্মাৎ এই মহাপুরুষের দেহান্ত ঘটে। একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ ভিন্ন আর কাহারও মৃত্যু সমগ্র ভারতকে এরূপ শোকাচ্ছন্ন করে নাই। তাঁ-

নশ্বর দেহ কলিকাতায় আনীত হইলে যেরূপ সমারোহের সহিত তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় তাহাও অপূর্ব্ব। কলিকাতার রসা রোড নামক বিস্তৃত রাজপথটির নাম আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড রাখা হইয়াছে এবং ধর্ম্মতলার নিকট তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বাড়ীটি "আশুতোষ বিল্ডিং" নামে অভিহিত। ভবানীপুরে হাজরা পার্কে আশুতোষ কলেজ ও স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। আশুতোষ মনে-প্রাণে, আহারে-পরিচ্ছদে সর্ব্বাংশে এক-জন আদর্শ বাঙালী ও হিন্দু ছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার।

আশুতোষ চৌধুরী—ইনি এক জন দেশবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুবক্তা ছিলেন, কয়েক বৎসর হাইকোর্টে জজিয়তিও করিয়াছিলেন। ইনি বহু ভাষা ও বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং এক জন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। তিনি এক সময় স্তর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। চিত্রকলায় এবং সঙ্গীত-শিল্পের উন্নতিকল্পে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ পাইত। ১৯২৪ সালে স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্তর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি এই যুগের ভদ্রতা ও শিক্ষার অপূর্ব্ব প্রতীক্।

আশুতোষ দে—ইনি এবং রসময় দত্ত, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বীর-নরসিং মল্লিক ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহোদয়গণ সুপ্রীম কোর্টে প্রথম জুরির কার্য্য করেন।

আশুতোষ দেব—ইনি ছাতুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং বিবিধ বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিয়া অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনার্থ ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশীধামে ও তারকেশ্বরে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। বীডন ষ্ট্রীটে



"ছাতু বাবু"র বাজার আজও বর্ত্তমান। তাঁহার জন্ম ১২১০ সালে ও মৃত্যু ১২৬২ সালে।

আনন্দীরাম—১৮০২ সালে ইনি হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

আত্মারাম ব্রহ্মচারী—ইনি একজন সাধক ছিলেন। জনপ্রবাদ, কালীঘাটের জঙ্গলের মধ্যে কালীকুণ্ড হ্রদের নিকট সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে করিতে তিনি এক অপূর্ব্ব দীপ্তিময় প্রস্তর-খোদিত মুণ্ড ও তৎসন্নিধানে পদাঙ্গুলি দর্শন করেন। তৎপরে অদূরে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ নকুলেশ্বর ভৈরবকেও দেখিতে পান। তিনিই এই মূর্ত্তি ও অঙ্গুলি স্থাপনা করিয়া পূজা প্রচার করেন।

আবদুল লতিফ—১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেবলমাত্র কিছু দিনের জন্য কলিকাতা পুলিস আদালতের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি বহুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর

ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। Mohammedan Literary Society ইঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সরকার



কর্ত্তৃক ইনি প্রথম "নবাব" পরে "সি-আই-ই" এবং শেষে "নবাব বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আনন্দমোহন বসু—১২৫৪ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮৪৭ সালে ময়মনসিংহ জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সিটি স্কুল ও কলেজ ইঁহার দ্বারাই স্থাপিত হয়। ইনি ১৮৮৯ সালে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে



বঙ্গভঙ্গের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তি-স্থাপন-সভার সভাপতি হন। ১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে, ইং ১৯০৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আনন্দকৃষ্ণ বসু—ইনি স্যর রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। ইনি ১৮২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে ইঁহার ন্যায় ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ ইঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলি—ইনি ১৮৪৯ সালে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অল্পদিন পরে সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে যান এবং ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসেন। ১৮৮৪ সালে ইনি ঠাকুর-আইনের অধ্যাপক এবং পরিশেষে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতিরূপে



অক্ষয়কুমার সরকার



কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়



মহম্মদ মহসীন



মনমোহন ঘোষ



গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী

চৌদ্দ বৎসর সসম্মানে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হন এবং অস্থায়ী-ভাবে কিছুদিন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ইনি Central National Mohammedan Association নামে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে একটি সভা গঠন করিয়া সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল তাহার সম্পাদকের কাজ করেন। ছোটলাট ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হন।

আবুল হোসেন—ইনি ১২৬৯ সালে হুগলী জেলার বাগনান্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইনি বিলাত, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশে গিয়া চিকিৎসা-বিষয় অধ্যয়ন করেন। ইনি M. D. ও C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি নিজ আবিষ্কৃত হোসেনি ছন্দে 'যমজ ভগিনী', 'স্বর্গারোহণ' 'জীবন্ত পুতুল' নামক তিনখানি কাব্য এবং 'ইসলাম ইতিহাস', 'সতীদাহ' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইনি ১২২৭ সালের আষাঢ় মাসে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে ইনি বীরসিংহ হইতে পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি পান। প্রথম ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে পাচ টাকা বেতনে তিনি প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় সাহেবদের পড়াইবার অসুবিধা বোধ করায় ইনি হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে সংস্কৃত কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে অধ্যাপনা করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। এই সময় Special Inspector of Schoolsএর কাজও তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি ছোটলাট হ্যালিডের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি এককথায় চাকুরী ছাড়িয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।



তিনি বাংলা ভাষার সুহৃদ ছিলেন। "বর্ণ পরিচয়" হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি বিদ্যালয়ের বহু পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর দাতা অধুনা অতি অল্পই দেখা যায়। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ছয় মাস কাল অন্ন-বস্ত্র দান করিয়া শত সহস্র লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় মেট্রপলিটান্ এবং বীরসিংহেও তিনি একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার বহু সৎকার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১২৯৮ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৯১ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ইনি ১২১৮ সালে কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায়